সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ষোড়শ ভাগ

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬১।০ নং পাতিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট্‌, বাগবাজার

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৬

ষোড়শভাগের সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সভাপতির অভিভাষণ*

সভ্যমহোদয়গণ—সাহিত্য-পরিষদের এক দিকে অতীত কাল, অপর দিকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। অতীত কাল সীমাশূন্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না, ভবিষ্যৎ অনন্ত। বঙ্গদেশের অতীত কালের ভাষা ও সাহিত্যের অনুসন্ধান করিতে অনেক সময়েই তমসাবৃত গহ্বরে প্রবেশ আবশ্যক; সুতরাং অনুসন্ধিৎসুর পথ বিভীষিকাময়। অনেকেই পথ হারাইবার ভয়ে অন্ধকারে অগ্রসর হইতে পারেন না। প্রায় দুই হাজার বৎসরের সাহিত্যের [illegible] সহজ নহে এবং ইহা সময় সাপেক্ষ। বৌদ্ধ রাজন্যগণের রাজত্বকালের সাহিত্য [illegible] প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গে বিশেষ অনুসন্ধানে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে, আর কি পাওয়া যাইবে বলা যায় না। বৌদ্ধতন্ত্রের কতকটা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, নেপাল ও তিব্বতে আরও পাওয়ার সম্ভাবনা। এই একটী আমাদের বিশেষ অনুসন্ধানের ক্ষেত্র, আমরা অচিরে এ ক্ষেত্রে কতটা কাজ করিতে পারিব এখন বলা যায় না। পৌরাণিক তন্ত্রের মতভেদও ছিল, গ্রন্থও অনেক ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানকালে পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ বিরল; বিশেষ অনুসন্ধানেও অধিকাংশেরই পূর্ণগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি অনেক যত্নে আংশিক ভাবে কতকগুলি তন্ত্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু পুরাতনই হউক বা আধুনিকই হউক মহানির্ব্বাণ তন্ত্রও সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় নাই। দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় তন্ত্রপ্রকাশে বদ্ধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য ফলবান্ হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

পঞ্চম শক্তির প্রভাব ও পূজা সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান লইয়াও অনেক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি বরাবরই প্রচলিত আছে। আবার অনেকগুলির পরিষৎ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বাকীও অনেক। এমন কি কাশীদাসের মহাভারতেরই আমরা এখনও ভাল সংস্কার প্রকাশ করিতে পারি নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যের এই শাখারও বিস্তৃতি আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন

---

* সাহিত্যপরিষদের ১৫শ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারাংশ।

হয় নাই। অনেক আয়াস, অনেক অর্থব্যয় আবশ্যক। দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় ইহাতেও আমাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এখনও তাঁহার যত্ন আছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মূল গ্রন্থের উদ্ধার জন্য তিনি অর্থব্যয় করিয়াছেন, মূলগ্রন্থ আমাদের হাতে আসিয়াও বেহাত হইয়াছে। পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু মূল গ্রন্থ এখন শঠের করতলস্থ।

ধর্ম্মের পূজা বৌদ্ধধর্ম্মের আধুনিক আভাষ বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস। ধর্ম্মের মন্দির ও পূজা বঙ্গদেশের অনেক গ্রামেই এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মদেবতা সম্বন্ধীয় গ্রন্থও [illegible] আমার বিশ্বাস। কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, অপরগুলি অন্ধকারাবৃত [illegible] আছে। অধুনা 'বন্দীপুরের শ্যামরায়' নামক ধর্ম্মঠাকুরের পূজারি[illegible] পুঁথি পাইয়াছি। অনবকাশবশতঃ তাহা প্রকাশের কোন ব্যবস্থা [illegible] কিন্তু ইহাতে সেই শূন্য মত, ইহাও শূন্যপুরাণের আভাসে গঠিত।

[illegible] পুঁথি বৈষ্ণব ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের। বটতলায় অনেকগুলি মুদ্রিত [illegible] ছিল, [illegible] বটতলায় মলিন বেশেই রক্ষা হইয়াছে। ইদানীং অনেকগুলি [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক বাকী। অনেকই এখনও [illegible] সাহিত্য-পরিষৎ কতকগুলির উদ্ধার করিয়াছে। লালগোলার রাজা-[illegible] এক খানি মুদ্রিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ [illegible] অনেক সময় যাইবে। তাহাতে কাব্য ও দর্শন-রত্নও অনেক আছে। চণ্ডীদাসের পদাবলী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ আদৃত। তাঁহার পদাবলীও কাব্যরস-পরিপূরিত, তাহাও প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের অনেক নূতন পদের আবিষ্কার হইয়াছে। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব এবং বিবিধ পদাবলী সমস্তই মুদ্রিত হইয়াছে; কেবল সূচিপত্র মুদ্রিত হইলেই প্রকাশিত হইবে।

সংস্কৃত ও পালী ভাষারও উপর সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি আছে। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে অধুনা "মিলিন্দপ্রশ্ন" প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক অপ্রকাশিত ভাল ভাল সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থের প্রকাশ আবশ্যক। কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকও বিশুদ্ধ আকারে প্রকাশিত হয় নাই। বোম্বাই প্রদেশে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। মান্দ্রাজে বাণীবিলাস ছাপাখানা বিজয়নগরের অসীম ভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ করিয়া অনেক ভাল ভাল কাব্য ও দর্শনগ্রন্থ প্রকাশ করিতেছে। আমাদের এখানে ততটা কাজ হইতেছে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বঙ্গভাষার ও বঙ্গীয় সাহিত্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য, কিন্তু বঙ্গীয় সংস্কৃত বা পালী সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-সীমার অন্তর্ভুক্ত।

সাহিত্য-পরিষদের অতীতকালের সাহিত্য সম্বন্ধীয় কাজই গুরুতর; কিন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। সেকালে কেবল কাব্য, নাটক, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি ছিল, একালে সাহিত্যের সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, বিজ্ঞানক্ষেত্র একালে

বিস্তীর্ণ হইয়াছে। আরও বেশী বিস্তৃত হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানে বিশেষ মনোযোগ দিতে
নরা পারিতেছি না; সময় কম, অর্থ কম। ভাষার উন্নতি, কাব্যাদির উন্নতির জন্য যতটা
মনোযোগ আবশ্যক ততটাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। পারিসের Academy of Literature
স্বরূপ কাজ করিয়া আসিতেছে, আমরা তাহার শতাংশও করিতে সময় পাই না। অথচ এ
ক্ষে বিশেষ মনোযোগ নিতান্ত আবশ্যক। Napoleon তাঁহার রাজত্বকালে Academy
Literature সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া ফরাসী ভাষার অসীম উপকার করেন। সেই
ভার ছায়ায় সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত; কিন্তু আমরা রাজার সাহায্য পাই নাই। যাহাতে
ভাষার শুদ্ধি ও প্রসার হয়, যাহাতে লেখার প্রণালী উন্নত হয়, যাহাতে কুরুচির উচ্ছেদ
সুরুচির সম্যক্ বিস্তার হয়, যাহাতে সত্বর বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃত, গ্রিক্, লাটিন, ইংরাজি,
াসী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি সাহিত্যের ন্যায় উন্নত পদবী প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য আমাদের খুব
ষ্টা ও উদ্যোগ আবশ্যক। ছাই পাঁশ পুস্তকের আদর না হয়, প্রকৃত রসাত্মক কাব্যের
দর হয়, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় ইহার জন্য আমাদের
িক যত্ন প্রদর্শন করা উচিত। ইহাই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশের এসিয়াটিক
সাইটির ছায়া অবলম্বন করিয়া কেবল পুরাতনের উদ্ধার করার চেষ্টা পরিষদের মুখ্য
দ্দেশ্য নহে। অনেক সময়ে পরিষদ্‌কে রুক্ষ হইতে হইবে, অনেক সময় বিরাগভাজন
তে হইবে। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যং অপ্রিয়ম্, এ কথা সাহিত্যের
ারকার্য্যে প্রযোজ্য নহে। সুরুচি ও কুরুচির ভেদ করিতেই হইবে এবং ভেদ দেখাইয়া
াশ্য আদর বা অনাদর করিতে হইবে। মহিমা ও সৌন্দর্য্যের আদর অপরিহার্য্য।
ীয় সমাজের সাহিত্যবিষয়ক রুচির সম্মার্জ্জনা করার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত প্রীতি বা
প্রীতির উপর লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। ত্যাজ্য সাহিত্যগ্রন্থ বর্জ্জন করিতেই হইবে। এই
তর কিন্তু ভবিষ্যতে শুভ ফলপ্রদ অনুষ্ঠানে আমরা অচিরে বিশেষ মনোযোগী হইব।

যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষে এমন কি সমগ্র ভূমণ্ডলে বঙ্গীয় সাহিত্যের আদর হয়;
াতে বঙ্গভাষার লালিত্য ও গৌরব জগদ্বিখ্যাত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা
ষদের কার্য্যের পরিচালনা করিতেছি। বঙ্গের জ্যোতির্ম্ময় কা রচয়িতার অভাব নাই।
খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ
ৃতি কবিগণ যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাহাও এখনও ভারতব্যাপী হয় নাই।
ন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যেরূপ আদর আছে, আমাদের
ীয় কবিদিগের সেরূপ আদর নাই। কি উপায়ে এই সকল মহাত্মাদিগের গ্রন্থ
ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিবে তাহা চিন্তার বিষয়। দেখা যাউক অর এক
র কি করা যাইতে পারিবে।

আদ্যের গম্ভীরা *

উপক্রমণিকা

মালদহের গম্ভীরা উৎসবের ইতিহাস কি? ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা স্বতঃই মন মধ্যে উদয় হইতে পারে। গম্ভীরা যে শিবোৎসব তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। মালদহের এই শিবোৎসব আধুনিক নহে অথবা ইহা অনার্য্য সেবিত (কোঁচ, পলীহা, নাগর, ধানুক, চাঁই) উৎসব নহে। মালদহ জেলা গঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে গম্ভীরা গৌড় জনগণের মহোৎসব ছিল; গৌড় প্রকৃত প্রকারে বিখ্যাত হইবার পূর্ব্বে এই শিবোৎসব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-দেশবাসিগণেরও প্রধান উৎসবরূপে বিদ্যমান ছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার হেতু নাই, অধিকন্তু ইহার প্রমাণস্বরূপ শত শত ঐতিহাসিক প্রাচীন সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

বঙ্গের ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে, বঙ্গের ইতিহাসের মূল কেন্দ্রস্বরূপ গৌড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিবৃত্ত ত্যাগ করিলে যদ্রূপ বঙ্গের ইতিহাসই প্রণীত হইতে পারে না, তদ্রূপ বঙ্গের প্রাচীন ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে এই গম্ভীরা পরিত্যাগ করিলে বঙ্গের ধর্ম্মেতিহাস প্রণয়নই হইতে পারে না। গম্ভীরা উৎসবের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে বঙ্গের ধর্ম্মেতিহাস সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। ঐতিহাসিক ব্যক্তি মাত্রেই এই সত্য বাক্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এই বাক্য কিদৃশ সত্যমূলক তাহা গম্ভীরার ইতিহাসেই পরিচয় প্রদান করিব। গম্ভীরা নগণ্য নহে, ইহার মূলে ঐতিহাসিক সত্য কিদৃশ সুন্দর ভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ প্রাপ্ত হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা গম্ভীরার ইতিহাস হইলেও ইহা বঙ্গের প্রাচীন ধর্ম্মেতিহাস বলিতে পারা যায়। গম্ভীরার ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে, বাধ্য হইয়া গৌড় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতে হইবে, নচেৎ গম্ভীরার পুরাতত্ত্ব ব্যক্ত করিবার সম্ভাবনা নাই। ধারাবাহিকক্রমে বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ এবং শৈবেতিহাসের অভ্যুদয়, বিকাশ ও পতনের ক্রম দেখাইতে হইবে, নচেৎ মালদহের গম্ভীরার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়াই যাইবে। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে এক প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ধর্ম্মভাবের প্রকাশ হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই প্রাচীন ধর্ম্মের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া নূতন ধর্ম্ম-শিশুর আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে। এই প্রকারে আমাদের ভারতেই বিবিধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও পতন হইয়াছে। যৎকালে নূতন ধর্ম্ম-ভাব লইয়া এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়, তৎকালে সেই নবধর্ম্ম ও সেই নবধর্ম্মাচারি-সম্প্রদায়

---

* প্রবন্ধ-লেখক এই প্রবন্ধ লিখিয়া মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতি হইতে পুরস্কার পাইয়াছেন এবং উক্ত শিক্ষা-সমিতিই এই প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন। সা-প-প-সম্পাদক।

যে পূর্ব্ব ধর্ম্মের বহু ভাব আচার, ব্যবহার এবং ক্রিয়াপদ্ধতির আচরণ স্বতঃই গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা মানব জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্মই বলিতে হইবে, তাহার আদৌ সংশয় নাই। জগতে এমন কোন ধর্ম্মই নাই, যাহার মূল পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য একটী ধর্ম্মবৃক্ষের শাখাবলম্বী নহে।

উক্ত প্রকারে মূল ধর্ম্ম-বৃক্ষের বহু শাখা প্রশাখা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা মক্ষমূলর প্রভৃতি কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, বিশেষ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে প্রাচীন ভারতীয় 'ঋগ্‌বেদই' আদি মানব ধর্ম্মশাস্ত্র। ঋগ্‌বেদই ধর্ম্ম-বৃক্ষের মূলস্বরূপ স্বীকার করিলে ভ্রম হইবে না।

উইলিয়ম্ জোন্‌স, কোলব্রুক, বার্ণুফ, লাসেন এবং মক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারত ও পারস্যদেশের প্রধান প্রধান পুঁথির অনুবাদ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা আরও অধিক বিস্মিত হইয়াছেন। কেন না তুলনাসিদ্ধ শব্দতত্ত্ব এবং বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ভারতীয় আর্য্যগণ, পারসিক জাতি, গ্রীকজাতি, লাটিনজাতি, স্কাণ্ডিনেভীয় জাতি, সেলট জাতি—ইহারা সকলেই একই কাণ্ডের বিভিন্ন শাখা। পিক্‌টেট (Pictet) তাঁহার "ইন্দ্‌যুরোপীয় জাতির উৎপত্তি" গ্রন্থে ইহার প্রমাণ করিয়াছেন। যে সময়ে মূসা (Moses) মিসর হইতে বহির্গত হয়েন (Exodus) সেই সময়ে ভারতের যে সভ্যতা ছিল তাহার তুলনা নাই; ইহারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতে যে সব অসংখ্য পুঁথি আছে, সেই সকল পুঁথির দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, দর্শন ও ধর্ম্মের প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি, ভারতের বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রথম আলোচিত হইয়াছিল। ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে পিথাগোরাস্, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীসের বড় বড় দার্শনিকেরা, ভারতের ঐ সকল মূল-উৎস হইতেই তাঁহাদের চিন্তা-ঘট পূর্ণ করিয়াছেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের আবরণ এখন উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; ঐখান হইতেহ আমরা আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি। কি ইতিহাস, কি কাব্য কি ধর্ম্মতত্ত্ব কি দার্শনিকতত্ত্ব সকল বিষয়েই প্রাচ্যখণ্ড পাশ্চাত্যখণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী।"

ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্ম-কুসুম কিদৃশভাবে দূর দেশান্তরে আপন সৌরভ বিস্তার করিয়াছিল, তাহার সামান্য উদাহরণ দ্বারাই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে

লাবুলে ও লিএব্‌রেখ্‌ট নামে দুইটী ফরাসী ও জর্ম্মন্ পণ্ডিতের অনুসন্ধানক্রমে একটী বড় অপূর্ব্ব গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রোমন কেথলিক নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ীরা একটী সাধুজনকে স্বসম্প্রদায়ী সিদ্ধপুরুষ (নরদেবতা) জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। অবশেষে নিরূপিত হইল, তিনি বৌদ্ধদিগের বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ স্বয়ং বুদ্ধদেব বই আর কেহই নয়। এই খৃষ্টানেরা তাঁহাকে স্বসম্প্রদায়ী স্বর্গভোগী সিদ্ধগণের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের মতে, ঐ সিদ্ধপুরুষের নাম জোসফট্। প্রথমে ফরাসী লাবুলে পরে জর্ম্মন্ লিএব্‌রেখ্‌ট তদনন্তর ইংলণ্ডবাসী বীল নিজ নিজ ভাষায় এ বিষয়টী প্রতিপাদন করেন। মক্ষমূলর ইহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রচার

করিয়াছেন। এই কৌতুকাবহ বিবরটী পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার উদ্দেশে, এ স্থলে ইহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইতেছে। দমস্ক্ নিবাসী জোঅন্নস নামে গ্রীক গ্রন্থকার বার্লাম ও জোঅসফ্ নামক দুই ব্যক্তির বিষয়ক একখানি উপাখ্যান-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে উপাখ্যানটী বুদ্ধচরিতের অনুরূপ।

বুদ্ধ একটী রাজপুত্র। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে পর, অসিত নামে এক জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়া বলেন, রাজপুত্র মহামহিমান্বিত হইবেন। হয়, ভূমণ্ডলের চক্রবর্ত্তী রাজা, নয় সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক লোক-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ হইবেন। রাজা শ্রবণ করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন এবং রাজকুমারের কিছু বয়োবৃদ্ধি হইলে, তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ নিবারণ উদ্দেশে, নানাবিধ সুখ-সম্ভোগ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ একটী প্রাসাদ মধ্যে তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিছুদিন পরে রাজকুমার বহির্গমনের অনুমতি পান এবং বারম্বার রথারোহণে এক দিন একটী পীড়িত, অপর এক দিন একটী জরাগ্রস্ত এবং তৃতীয় দিন শোকার্ত্ত বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত একটী মৃত ব্যক্তিকে দর্শন করেন ও তদ্দ্বারা সংসারে রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব এবং পশ্চাৎ ভিক্ষুগণের শান্ত ও স্বচ্ছন্দভাব অবলোকন করিয়া ভিক্ষুমার্গাশ্রম অবলম্বনে অনুরক্ত হন।

জোসফটের বৃত্তান্তও অবিকল এইরূপ। বুদ্ধের ন্যায় তিনিও রাজপুত্র। তাঁহার জন্মগ্রহণ হইলে, একটী জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়া বলেন জোসফট্ মহত্তর মহিমা লাভ করিবেন। সে মহিমা নিজ রাজ্যে নহে, তাহা উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর সাম্রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইবে। বস্তুতঃ তিনি খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অভিনব নিগৃহীত ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। এই বিষয়ের প্রতিবিধানার্থ অশেষরূপ উপায়াবলম্বন করা হয়। তাঁহাকে সকল প্রকার সুখসামগ্রী পরিপূর্ণ একটি প্রাসাদ মধ্যে রক্ষা করা হইল এবং তিনি যাহাতে রোগ শোক জরা মৃত্যুর বিষয় কিছুমাত্র অবগত হইতে না পারেন তদর্থে যথোচিত যত্ন করা হইল। কিছুকাল পরে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহবহির্ভূত হইতে আদেশ দেন। তিনি রথারোহণ পূর্ব্বক একদিবস একটি অন্ধ ও অপর দিবস একটি খঞ্জকে দর্শন করেন। অপর এক দিবস ঐরূপে বহির্গত হইয়া একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পান, তাঁহার অঙ্গ গলিত, কেশ পলিত, দন্ত স্খলিত এবং পদযুগল কম্পিত। তিনি এই সমস্ত দর্শনপূর্ব্বক বিষণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একটী সন্ন্যাসী তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ঈশু প্রচারিত উচ্চতম সুখ-সম্পত্তির আশার বিষয় উপদেশ দেন।

এই সমস্ত ব্যতিরেকেও, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বুদ্ধ ও জোসফটের অন্য অন্য বিষয়েরও সুন্দর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয়েই পরিশেষে নিজ নিজ পিতাকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন এবং উভয়েই মৃত্যুর পূর্ব্বে বুদ্ধ বা সেণ্ট বলিয়া পরিগণিত হন।

উল্লিখিত গ্রীক গ্রন্থকার জোঅন্নস্ আরবসম্রাট্ অল-মন-সুরের একটি প্রধান অমাত্য * ছিলেন, আর ন্যূনাধিক ৭২৬ খৃষ্টাব্দে লিও ইস্রিকস্ নামক রুম (Constantinople)

সম্রাটের স্থিরপ্রতিজ্ঞ প্রতিপক্ষ বলিয়া বিখ্যাত হন। 'ললিতবিস্তর' নামক গ্রন্থ জোআন্নসের গ্রন্থ অপেক্ষা বিস্তর প্রাচীন। অতএব তিনিই যে ভারতবর্ষীয় বুদ্ধচরিতের অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়া উক্ত উপাখ্যান রচনা করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি। বুদ্ধ ও জোসফট্ যে প্রাচীন ব্যক্তিকে দর্শন করেন, গ্রীক ও সংস্কৃত উভয় গ্রন্থে তাহাকে কতকগুলি সাদৃশ্য বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে।

মস্‌সৌদি সেবিয়ন্ ধর্ম্ম (কেলডিয়া প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ক উপাসনা ধর্ম্ম, পশ্চাৎ মিশর ও গ্রীসেও এই ধর্ম্ম প্রচলিত হয়), প্রবর্ত্তকের নাম যূদফ এবং কিতাব ফিহ্‌রিস্ত নামক আরবীয় গ্রন্থের রচয়িতা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের নাম যুঅসফ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রিণো নামক সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ দুইটি নাম পার্শী বুদ্‌সংফ অর্থাৎ সংস্কৃত বোধিসত্ত্ব শব্দেরই অপভ্রংশ। ঐ ফরাসী পণ্ডিতের এই সুকৌশলসম্পন্ন অভিপ্রায়ই উপস্থিত বিষয় অর্থাৎ জোসফট্ বা বোধিসত্ত্ব দেবের অভেদ প্রতিপাদনেরই মূল সূত্র।

রোমন কেথলিক সম্প্রদায়ীরা ঐ জোসফট্‌কে অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় বোধিসত্ত্ব (বুদ্ধ) দেবকে আপনাদের একটি সেণ্ট বলিয়া পরিগণিত করিয়া লন। তাঁহার এই উপাখ্যান এক সময়ে ইয়ুরোপ, আসিয়া এবং আফ্রিকারও মধ্যে মহাসমাদরে পরিগৃহীত হয়। ইহা আরবী, আর্ম্মানী, হিব্রু, ইথিয়োপিক, লাটিন, ফরাসী, ইটালীয় জর্ম্মন, ইংরেজী, স্পেনিশ, পোলিশ, ও আইস্‌লণ্ডিক ভাষায় এবং ফিলিপাইন নামক দ্বীপসমূহের প্রাচীন ভাষায় অনুবাদিত হয়। অতএব অবনিমণ্ডলে বুদ্ধের মহিমা যেমন ব্যক্তভাবে, সেইরূপ অব্যক্তভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।

উপরোক্ত উপাখ্যানাংশ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে একদেশোৎপন্ন উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মজ্ঞানবিষয়াত্মক ব্যাপার বিভিন্ন দেশে নীত হইয়া তদ্দেশস্থিত ধর্ম্মভাবের পুষ্টি সাধিত করিয়া থাকে। শৈবোৎসবও এই প্রকারে ভূমণ্ডলের সমুদায় অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীনকালে দেশদেশান্তরে ধর্ম্মবিজ্ঞানাদি যে এই প্রকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার কতিপয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ক্রমশঃ লিখিত হইল।

বহু প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষে, আরব, পারস্য, মিশর, গ্রীস, রোম, ইতালি প্রভৃতি দেশবাসিগণ বিবিধ কারণে আসিতেন, তাঁহারাই ভারতে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া এবং পুঁথির অনুবাদ করিয়া লইয়া গিয়া নিজ নিজ দেশভাষায় প্রচার করিয়া আপনাদের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া দাবি করিয়া গিয়াছেন। ভারত হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মভাব লইয়া যান নাই, এমন একটি মহাদেশ নাই বলিয়াও আমরা গর্ব্ব করিবার অধিকারী। হয়ত ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যেদিন শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্মের ভাবাংশ লইয়া খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে প্রমাণিত হইবে।

'উয়ুন অল্‌অম্বা ফিতল্ কাতুল্ অতবা" নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে ; ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা আরবের অন্তর্গত বোগ্‌দাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন। ইহার মধ্যে কাহারও নাম মঙ্ক, কাহারও নাম কঙ্ক, কাহারও নাম বাখর ইত্যাদি লিখিত আছে। মঙ্ক মাণিক্য এবং বাখর ভাস্কর (ভাস্করাচার্য্য) বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। তুরুস্করাজ্যেশ্বর হরূণ অল্ রসীদের উৎকট পীড়া হয়। কোন রূপেই তাহার প্রতীকার না হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষ হইতে ঐ মঙ্ককে চিকিৎসার্থ লইয়া যান ও তদীয় চিকিৎসার গুণে সে রোগ হইতে মুক্ত হন। তদ্ভিন্ন ঐ আরবী পুস্তকে দাহব, জবহর, রাহঃ, অঙ্কর, অন্দি, সকঃ জঙ্গল, জারি, জত্তদর, যাসাফ, সনজহল এই সমস্ত জ্যোতিষজ্ঞ ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। উহাতে আরবদেশে নীত সিরক, সসর্দ ও যেদান নামক তিনখানি ভারতবর্ষীয় বৈদ্যক গ্রন্থের বৃত্তান্ত আছে ; তাহা সংস্কৃত চরক, সুশ্রুত ও নিদান বই আর কিছুই নয়।

বীজগণিতবিদ্যা প্রথমে ভারতবর্ষেই প্রবর্ত্তিত হয়। ডিয়োফেন্টস্ নামে একজন গ্রীক গণিতবেত্তা গ্রীস দেশে ঐ বিদ্যা প্রথম প্রচার করেন; তিনি নিজ পুস্তকে ভারতবর্ষীয় বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বারম্বার উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আলবীরুনী নামক আরবীয় পণ্ডিত ৯৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রবিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র, গ্রীক লাটিন, আরবী, পারসিক প্রভৃতি বহু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে আরব্য উপন্যাসের অনেক গল্প ভারতবর্ষীয় পুঁথি হইতে অর্থাৎ কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি পুঁথি হইতে গৃহীত দেখিতে পাই।

ইহাতে সহজেই অনুমান হইতে পারে যে এই প্রকারে দেশদেশান্তরের ধর্ম্মভাব ও জ্ঞান দেশদেশান্তরে আদান প্রদান জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হইয়াছে তাহা সুনিশ্চয়। কাছাছোল হাম্বিয়া নামক পুস্তকে দেখিতে পাই, ইবলিছ সয়তান হিন্দুস্থান ভারত হইতে তিনটি বোত (মূর্ত্তি) লইয়া গিয়া আরবদেশে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন করিয়াছিল। তথায় প্রাচীনকালে শিবোৎসবের ন্যায় তাহার পূজা ও নৃত্যগীতাদি সহকারে শোভাযাত্রা সাধিত হইত। ইহা ইদ্‌পর্ব্ব বলিয়া লিখিত আছে। সয়তান দোজখ (নরক) হইতে চড়ক গাছ লইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক ভারত হইতে মূর্ত্তিপূজা ও উৎসবাদি তথায় নীত হইয়াছিল। শৈব প্রভাব পর্ব্বে দেখিতে পাইবেন, মিশরের শিব ভারত হইতে এপিস নামক বৃষও লইয়া গিয়াছিলেন। মিশর, গ্রীস্ রোম ও ভারতে ধর্ম্মোৎসবের আদান প্রদান হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চয়।

প্রাচ্যে ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম চীন, জাপান, সিংহলে প্রভৃতি নানাদেশে প্রচারিত হয়। চীনদেশীয় অসংখ্যক তীর্থযাত্রী ভারতে আসিয়া ধর্ম্মপুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী পিরুবিয়া দেশে প্রচলিত 'রামসিতোয়া' নামক মহোৎসব ও ঐ দেশীয় নৃপতিগণের সূর্য্যবংশ হইতে উৎপত্তি প্রবাদ ; ঐ খণ্ডের মধ্যস্থলবাসী কতকগুলি জাতীয় ভাষায় ঈশ্বরের নাম 'সিবু', আসিয়ার অন্তর্গত ফ্রিজিয়া দেশীয়দের একটী উপাস্য দেবতার নাম 'সেবা' বা 'সেবাজিয়স্', ঐ দেবোপাসকদের দীক্ষাকালে স্বর্ণঘটিত ব্যাপারবিশেষের অনুষ্ঠান প্রথা, মিশর দেশীয়দের একটী দেবতার নাম 'সেব্' বা সেব্রা বা সোবক এই সমস্ত কথা এই প্রস্তাব সম্বন্ধে লিখিয়া রাখা অসঙ্গত নয়।

ভারত-ভূমি ভূমণ্ডলে কেবল জ্ঞান-ধর্ম্ম ও আরোগ্য বিস্তার করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, বিদেশীয়দিগকে দোষশূন্য আমোদ-প্রমোদের উপায়ও শিক্ষা দিয়াছেন। 'তারীখুল্ হোকুমা' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আরবীয়েরা এখান হইতে সঙ্গীতশাস্ত্রবিশেষ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন। ইহার সহিত কি আমাদের দেশের নৃত্যগীতাদি উৎসবামোদের অনুষ্ঠান আরবাদি দেশে নীত হয় নাই ? ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি !

প্রাচীনকালে ভারতেও বৈদেশিক জ্ঞান আনীত হইয়াছিল, তাহাও দেখিতে পাই। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ গর্গ যবনদিগকে জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একদিকে গর্গমুনি যেমন যবনদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, অপরদিকে সেইরূপ পুরাণ বিশেষে (বিষ্ণুপুরাণ) গর্গের সহিত যবন জাতীয় নৃপতিবিশেষের সমধিক ঘনিষ্ঠতার বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।

যাঁহারা ভূমণ্ডলের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবগত আছেন, তাঁহারা অক্লেশেই বুঝিতে পারিবেন, গ্রীকেরাই এইরূপ জ্যোতিষজ্ঞ যবনজাতি হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। সংস্কৃত শাস্ত্রে এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বরাহমিহিরকৃত বৃহৎসংহিতাদি গ্রন্থে 'পুলিশসিদ্ধান্ত' রোমকসিদ্ধান্ত ও মনিত্থ নামে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম লিখিত আছে। 'পুলিশ' সংস্কৃত শব্দ নয়। একটি গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদের নাম মনীথো ছিল। পূর্ব্বোক্ত মনিত্থ সেই মনীথো বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। দিন গণনা-বৃত্ত প্রসঙ্গে যবনপুর নামে একটি নগরের নাম লিখিত আছে। কেহ কেহ উক্ত যবনপুরকে আলেকজেণ্ড্রিয়া বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। সমধিক প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে রাশিচক্রের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই, সম্ভবতঃ গ্রীকদিগের নিকট এই বিষয়ের শিক্ষা হইয়াছিল। বরাহমিহির কৃত 'হোরাশাস্ত্র' গ্রন্থের নামের অর্দ্ধাংশ গ্রীক শব্দ। ইত্যাদি প্রকারে আমাদের ভারতের সহিত গ্রীকগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয়। বাহ্লীক-রাজ্য সংস্থাপনের পূর্ব্বেও গ্রীকদিগের ভারতবর্ষে গমনাগমন ছিল। গ্রীক রাজারা চন্দ্রগুপ্তের সভায় বারংবার দূত প্রেরণ করেন। গ্রীক নৃপতি সিলিউকস খৃষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পাটলিপুত্রের সভায় মিগেস্থিনিজকে প্রেরণ করেন। সিলিউকস চান্দ্রগুপ্তকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন। ঐ কন্যার

সহচরী বা পরিচারিকা স্বরূপ অপরাপর গ্রীক-স্ত্রীলোক মগধরাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের কোন কোন খোদিত লিপিতে যবনীগণকে অর্থাৎ গ্রীক যবতীদিগকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিবার বিষয় বর্ণিত আছে। ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণ মধ্যে গ্রীকসৈন্য সন্নিবেশ দেখা যায়। আরও দেখিতে পাই, দরায়ুষ নামে সুপ্রসিদ্ধ পারসীক নরপতি খৃঃ পূঃ ৫২১ হইতে ৪৮৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সেনাদল মধ্যে ভারতবর্ষীয় সৈন্য সন্নিবেশিত ছিল। ইহা দ্বারা আমরা দেখিতে পাইতেছি দূরদেশস্থিত রাজন্যগণের সহিত ও তত্রস্থ দেশবাসিগণের সহিত আমাদের ভারতবাসীর কীদৃশ কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা বর্ত্তমান ছিল। ইত্যাদি কারণে আমাদের বিবিধ বিষয়ের অনুকরণ যেরূপ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরাও তদ্রূপ তাঁহাদের বিবিধ বিষয়ের অনুকরণ বা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা সুনিশ্চয়। এই সূত্রে ধর্ম্ম ও উৎসবাদির যে একটী আদান-প্রদান হইয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যথাস্থানে তাহা অবগত হইবেন। গ্রীকদেশাদি জনপদের মানবগণ হইতে তৎ তৎ দেশের ধর্ম্ম ও উৎসবাদির প্রচারও যে আমাদের প্রাচীন ভারতে বিশেষ পাটলীপুত্র নগরাদিতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। সিলিউকস কন্যার (মৌর্য্যরাজমহিষী) সহিত গ্রীকমহিলা ও গ্রীকগণ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ দেশে অবস্থান কালে স্বদেশীয় উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পাটলীপুত্রের জনগণ গ্রীকদেশে গমন করিয়া পাটলীপুত্রাদি জনপদের কথা, উৎসব ও দেবপূজাদির কথা যে তথায় গল্পচ্ছলে বলেন নাই বা উৎসবাদির অনুষ্ঠান করেন নাই, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? পুনশ্চ গ্রীকগণ বহুদিবস পাটলীপুত্রে বাস করিয়া যখন নিজ দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে ভারতের কথা, পাটলীপুত্রের কথা, দেবতা ও দেবোৎসবাদির কথা যে তথায় ব্যক্ত করেন নাই, তাহাই বা কি করিয়া বলিতে পারি।

আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই, গ্রীকগণ "গম্ভীরা" উৎসবের ন্যায় উৎসবামোদে লিপ্ত ছিলেন। সেই উৎসবকে গ্রীকগণ "কেলিকোবিয়া" বলিতেন। 'বেকস্' দেবের পূজা ঐ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। ঐ সময়ে এক ব্যক্তি একটি সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে মসীলেপন করিয়া নৃত্য করিতেন। [পরে শৈবপ্রভাব দেখুন] বেকস্ আমাদের শিবস্থানীয়। মিশরের সহিতও ভারতের ঘনিষ্ঠতা বিলক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। মিশরের শিবঠাকুরের নাম আসীবিস, তাঁহার বাহন বৃষ, তাহাও ভারত হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। আসীবিস্ দেবের শিরোভূষণ সর্প। তাঁহারও উৎসব হইত। তাহা আমাদের কথায় বলিতে হইলে বলিব "গ্রীসের গম্ভীরা" "মিসরের গম্ভীরা"। দেখিতে পাই, আরব, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি স্থানে ভারতের বিশেষ সমাদর ও পরিচয় ছিল। ভারতের ঔষধ উক্ত দেশাদিতে খৃষ্টজন্মের ৩৬১ বৎসর পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল।

হিপক্রেটিস নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎসক খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তাহার গ্রন্থে কৃষ্ণতিল, শোভাঞ্জন, এলাচী, দারুচিনি, জটামাংসী, লোবান, বিরজা,

হিঙ্গু, চিবতা এই সকল দ্রব্য রোগবিশেষে ঔষধস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। আরব ও মিশরেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়।

রোমান কেথলিকদের জোসফট্ এবং আমাদের ভারতের বোধিসত্ব যদ্রূপ অভিন্ন, খুব সম্ভব 'বেকস্' আদোবিস্ দেবগণও আমাদের শিবঠাকুরের সহিত অভিন্ন। এই অনুকরণ মানব প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এমনও হইতে পারে গ্রীস বা মিশরাদি দেশে আমাদের শিব নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া আদৃত হইয়াছেন এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হয়ত গ্রীস বা মিশরাদি দেশ হইতে উক্ত দেবতাদির উৎসবের কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বা উক্ত দেশাদির জনগণ ভারতীয় শিবোৎসব পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে মিশর, গ্রীসাদি দেশ যেরূপ আমাদের পর হইয়াছে এবং দূর স্থানে রহিয়াছে বোধ হইতেছে, পূর্ব্বকালে সেরূপ ছিল না। ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা নিবন্ধন সাধারণতঃ একটা স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল।

পাঠকগণের নিকট অনুরোধ, তাঁহারা হয় ত মনে করিবেন 'মালদহের গম্ভীরা' লিখিতে বসিয়া ধানভানিতে শিবের গীতের ন্যায় এত বকিবার আবশ্যক কি? একটু ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক সমুদায় প্রবন্ধ পাঠ করিলেই ইহার কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মালদহ ক্ষুদ্র হইলেও নগণ্য নহে। প্রাচীন স্মৃতি জাগাইবার লুপ্তপ্রায় চিহ্ন মালদহের বক্ষে যত রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। উক্ত চিহ্নের দুএকটি অবলম্বনে মালদহের গম্ভীরা লিখিত হইল।

পাটলীপুত্র নগর ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (গৌড়) নগরের ভাগ্যচক্র একই নিয়মে একটী বৃন্তে দুইটি কুসুমের ন্যায় পূর্ব্বকালে বিরাজ করিত। অধিকাংশ কাল পাটলীপুত্র নগরের অধিপতিগণই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের ভাগ্যবিধাতারূপে বহু শতাব্দী ধরিয়া রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর পাটলীপুত্র নগরের রাজন্যগণের অধীনে বা তাঁহাদের আত্মীয়গণের অধীনে সামন্ত-শাসন দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। পাটলীপুত্র নগরের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মোৎসবাদি পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন প্রদেশে অনুষ্ঠিত হইত, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদের মালদহের 'গম্ভীরার' প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান করিব।

এক্ষণে আমরা কতিপয় ধর্ম্মপ্রভাব বিস্তার দ্বারা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের বা প্রকারান্তরে সমুদায় বঙ্গদেশের ধারাবাহিক ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিষয়ক উৎসবের পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইব। প্রথমে বৌদ্ধপ্রভাব, তৎপরে শৈবপ্রভাব এবং মধ্যে মধ্যে যৎসামান্য জৈন ও সৌরপ্রভাব ব্যক্ত করিয়া গম্ভীরার লৌকিকতা হৃদয়ঙ্গম করাইব, তাহা হইলেই গম্ভীরার পুরাবৃত্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

আধুনিক মালদহবাসিগণের সূর্য্যপূজার আড়ম্বর ও পদ্ধতিদর্শনে তাঁহাদিগকে সৌর মতাবলম্বী বলিয়াই বোধ হয়। মালদহবাসিগণের সূর্য্যপূজা অতি প্রাচীন প্রথাসম্মিত। সূর্য্যপূজকগণকে "মগাংশ্চ সবিতুঃ" অর্থাৎ সূর্য্যপূজকগণ মগ বলিয়া বরাহপুরাণে উল্লেখ আছে। শাকদ্বীপী সৌর ব্রাহ্মণগণই সূর্য্যপূজক, শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে 'মগ' নামে পরিচিত করা

হইয়াছে। শাম্ব সূর্য্যমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব যে প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন সেই প্রকারে সূর্য্যদেবের রথযাত্রাদি সম্পন্ন হয়। শাম্ব এই প্রকারে সূর্য্যের বিবিধ উৎসব প্রচলিত করেন। সূর্য্যপূজা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপ্রদেশে বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে শাকগণ ভারতে আইসেন। শাকদ্বীপে 'জরথুস্ত্র' অগ্নি পূজার প্রচলন করেন, সেই সময়ে সৌর মগ ও অগ্নিপূজক জরথুস্ত্র সম্প্রদায় ভুক্তগণের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে সৌরগণ ভারতে পলাইয়া আইসেন।* জরথুস্ত্র অভ্যুদয়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহামহিম শ্রীকৃষ্ণ দেবের অবতীর্ণ কাল ধরা হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ------ ------ সৌর মগগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পৌণ্ড্ররাজ নিহত হইলে পৌণ্ড্রদেশে সৌর ধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকিবে। সূর্য্যদেবের বিবিধ উৎসব কালক্রমে অন্যধর্ম্মে আত্মত্যাগ করিয়া থাকিবে।

বৌদ্ধ প্রভাব।

বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তারের পূর্ব্বে আমাদের ভারতে সূর্য্যোপাসনায় বিবিধ সৌর উৎসব প্রচলিত ছিল, এবং অগ্নি উপাসনাও বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। মহাভারতে কার্ত্তিকেয় জন্মবিষয়ক বিবরণ মধ্যে আমরা অগ্নি উপাসনার বিবিধ আনন্দপ্রদ উপাখ্যান অবগত হই। উহা পাঠ করিলে সৌরকর হইতে স্ফটিকাধারে অগ্নি উৎপত্তি ও তাহার পূজাদির প্রচলন প্রস্তাবে সৌর ও অগ্নি উপাসকগণের সন্ধিবন্ধনের সূত্রপাত দেখিতে পাই। বিশ্বামিত্র ঋষি প্রতিষ্ঠিত অগ্নির আবির্ভাব ও পূজার মধ্যে এবং তাঁহার শিষ্যগণের প্রচণ্ড ব্যাপারে যাহা দেখিতে পাই, তাহা অতি উচ্চ ও ঐতিহাসিক রহস্যপূর্ণ। ঐ অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে পারসিক আবেস্তা গ্রন্থের সৌর ও অগ্নি উপাসকগণের বিবাদও মনে পড়িয়া যায়। যাহাই হউক শাম্বাদি সৌরপূজকগণের উৎসবাদি বৌদ্ধ উৎসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়। ভারতে বৌদ্ধপ্রভাববিস্তারের পূর্ব্বে যে শিব বিষ্ণু উপাসনার প্রচলন ছিল না তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না; কিন্তু আমরা সৌর ও অগ্নি-পূজার প্রভাবের পরই বৌদ্ধপ্রভাবের অবতারণা করিলাম। কপিলবস্তুর শুদ্ধোদনপুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধের পূর্ব্বেও ভারতে জৈন ধর্ম্মের প্রচার দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ উৎসবাদি দ্বারা আমাদের মালদহের গম্ভীরা কলেবর পুষ্ট হইয়াছে, তাহার সবিশেষ অবতারণা বিস্তৃতভাবেই লিখিত হইল। কারণ বৌদ্ধ উৎসবই প্রকৃত গম্ভীরার জনক স্থানীয় বিবেচিত হইতেছে।

আমরা বৌদ্ধ উৎসবাদির বা পর্ব্ব দিনের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা পঞ্জিকা মধ্যে দেখিতে পাই, তাহাতে নিম্নলিখিত উৎসব দিন বলিয়া অধুনা ধার্য্য রহিয়াছে।

"বৌদ্ধ পর্ব্বদিন।"

১। মহামুনি মেলা ... ... বিষুবসংক্রান্তি চৈত্র।

২। বুদ্ধদেবের জন্ম মহোৎসব ... ... বৈশাখী পূর্ণিমা।

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য।

৩। ভিক্ষুদিগের ত্রৈমাসিক ব্রতারম্ভ বা বর্ষাবাস ... আষাঢ়ী পূর্ণিমা।
৪। ভিক্ষুদিগের ত্রৈমাসিক ব্রত সমাপন ... আশ্বিনী পূর্ণিমা।
৫। বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ... কার্ত্তিকী অমাবস্যা।
৬। ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন সূত্রপাঠ ... মাঘী পূর্ণিমা।

বৌদ্ধ উৎসব বর্ণনার পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের বাল্য জীবনীর প্রথমাংশ সংক্ষেপে ললিত-বিস্তর ও মহাবস্তু অবদানের দীপঙ্কর বস্তু হইতেই বর্ণনা করিলাম—

শাক্যসিংহ পৌষ মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনীবনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। লুম্বিনীবন রাজা শুদ্ধোদনের উদ্যান, কপিলবস্তুনগরপ্রান্ত সীমায় অবস্থিত ছিল। রাজ্ঞী মায়াদেবী গর্ভের দশম মাস আরম্ভে আপন ইচ্ছায় ঐ উদ্যানে বাস করিয়াছিলেন এবং তিনি এই স্থানেই ভগবান্ শাক্যসিংহকে প্রসব করেন। শাক্যসিংহের জন্মকালে অনেক অলৌকিক কার্য্যের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ণনা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বভাবসিদ্ধ—বুদ্ধদেবের মহামহিম প্রকাশাত্মক বর্ণনা। পুত্রের জন্ম মাত্র মহারাজের সকল কামনা, সকল অভীষ্ট ও সকল অর্থ সুসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া তিনি পুত্রের 'সর্ব্বার্থসিদ্ধ' নাম রাখিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জন্মের সপ্তাহ পরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়, এরূপ সকল বুদ্ধের সময়েই হইয়াছিল। এই সাতদিন নগরে ও বনে কোথাও অমুৎসব ছিল না। মাতার মৃত্যুর পর সর্ব্বার্থসিদ্ধকে লুম্বিনী-বন হইতে নগরে আনিবার আয়োজন হয়। তাঁহাকে যখন লুম্বিনীবন হইতে আনয়ন করা হইল, তখন কি প্রকার উৎসব ও শোভাযাত্রা হইয়াছিল তাহা নিম্নে পাঠ করুন।

"পঞ্চসহস্র সজ্জিত পুরুষ পূর্ণকুম্ভ লইয়া অগ্রগামী হইবে, তৎপশ্চাৎ পঞ্চসহস্র পুরকন্যা ময়ূরপুচ্ছের ব্যাজন ধরিয়া যাইবে, তৎপরে তালবৃন্তধারিণী কন্যাগণ যাইবে। তৎসঙ্গে অন্যান্য কন্যাগণ গন্ধোদক ভৃঙ্গার হস্তে অবস্থান করিবে, রাজপথ জলসিক্ত করা হইবে, পঞ্চসহস্র বালিকা পতাকা ধারণ করিবে, পঞ্চ সহস্র কন্যাগণ বিচিত্র প্রলম্বন মালায় বিভূষিতা হইয়া সঙ্গে যাইবে; পঞ্চশত ব্রাহ্মণ ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে সঙ্গে যাইবেন। বিংশতি সহস্র হস্তী, বিংশতি সহস্র অশ্ব, অশীতি সহস্র রথ, তদ্ভিন্ন চত্বারিংশ-সহস্র পদাতি সৈন্য সজ্জীভূত হইয়া কুমারের অনুগমন করিবে, নগরবাসীরা সকলেই স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশ অস্তগৃহ সজ্জিত ও শোভিত করিতে লাগিল।"

ললিত-বিস্তরের এই শোভাযাত্রা কথা যদি সত্য হয়, তবে কপিলবস্তু নগর ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারে। যাহাই হউক, ইহাতে যে তৎকালের উক্ত শোভাযাত্রার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গেল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সর্ব্বার্থসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অসিত মুনি সর্ব্বার্থসিদ্ধের ভবিষ্যৎ জীবন বলিয়া ছিলেন। বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধ গ্রন্থে 'কন্‌হ', 'মহাকন্‌হ' অর্থাৎ কংস 'মহাকংস, কেশব প্রভৃতি নাম সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলিয়াছেন পূর্ব্বজন্মবিশেষে বুদ্ধের নাম কন্‌হ অর্থাৎ কংস ছিল। ললিতবিস্তরের একটি গাথায় "অথ কৃষ্ণ মহোৎসাহ" বলিয়া লিখিত

আছে। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, "মহোৎসাহ কৃষ্ণ" চরিত্র ও গুণানুবাদ তৎকালে প্রচলিত ছিল।

মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় মেথোরা (Methora) ও ক্লিশোবোরা (Clisobora) মথুরা ও কৃষ্ণপুরের বর্ণনা এবং "হেরাক্লিজ" নামে একটি দেবতার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বহুদার পরিগ্রহপূর্ব্বক বহু পুত্র উৎপাদন করেন। বলবীর্য্য বিষয়ে সকল লোককে অতিক্রমপূর্ব্বক দৈত্যবধ করিয়া পৃথিবীর ভার মোচন করিয়া যান এবং মথুরা প্রদেশীয় লোক কর্ত্তৃক বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হন। 'হেরাক্লিজ' গ্রীসের কৃষ্ণ, আমাদের ভারতের নহে, মেগাস্থিনিস আমাদের কৃষ্ণকে হেরাক্লিজবৎ দেখিয়া নামান্তর প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মহোৎসাহ কৃষ্ণই মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণ, তৎকালে তাঁহার উৎসবাদি প্রচলিত ছিল।

মহারাজ অশোকের সময় হইতে সংক্ষেপে বৌদ্ধোৎসবপদ্ধতি বর্ণনা করিব। অশোক খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বাল্যকালে বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি 'চণ্ডাশোক' নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় দুষ্ট ছিল। চণ্ডাশোক সর্ব্বপ্রথমে জনৈক পর্ব্বতবাসী ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবগণপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মাশোকের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দেখাইব—মালদহের গম্ভীরা কোন্ দুর্গম নিভৃত মহাকালের গুহা হইতে ধীরে ধীরে পদক্ষেপণ করিয়া আত্মবিকাশ করিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সুভদ্রাঙ্গীপুত্র প্রিয়দর্শী অশোকের বহু খোদিত শিলানুশাসন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পাটলীপুত্র এবং অন্যান্য নগরে তাঁহার ভ্রাতা ভগিনী এবং আত্মীয়গণ অবস্থান করিতেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারার্থ বিবুধ এবং ধর্ম্মমহাপাত্র সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে পাটলীপুত্র নগরের অধীনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশোকের ভ্রাতা, ভগিনী বা কোন আত্মীয় দ্বারা এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজকার্য্য পরিচালিত হইত।

সম্রাট্ অশোকের যত্নে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের দ্বিতীয় সভা হয়। এই বিরাট্ সভায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসীর নিমন্ত্রণ হওয়াই সম্ভব। পাটলীপুত্রের বৌদ্ধমঠে বৈদিক মঞ্জুশ্রীর প্রাধান্য দর্শন করি। অশোকের সময়ে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিবসে আত্মপাপ অঙ্গীকার করিতে হইত। ক্রমশঃ গৃহীলোককেও এই নিয়মে বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা রহিত হইয়া গিয়াছিল। অশোক সাধারণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনার্থ একটী মহোৎসব প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে প্রথমে আত্মদোষ স্বীকার ও দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান উভয়ই প্রচলিত ছিল। এই সার্ব্বজনীন উৎসব পঞ্চম বৎসরান্তে সম্পাদিত হইত। বৌদ্ধ উৎসব এই প্রকারে সার্ব্বজনীন উৎসব বিশিষ্টরূপে প্রচারিত হয়। এই অশোকের নিয়ম প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আত্মদোষ স্বীকার এবং গুপ্ত পর দোষ ব্যক্ত করার প্রথাটি অদ্যাপি গম্ভীরা উৎসব মধ্যে দৃষ্ট হয়। আত্ম-পর পাপাদি গীতাকারে গম্ভীরা উৎসবে গীতাভি

রূপের সহিত প্রকাশ অদ্যাপি আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই প্রকারে আত্মপাপ গম্ভীরায় প্রকাশ করিলে মুক্তিনিশ্চয় ইহাই সাধারণের ধারণা।

অশোক কর্ত্তৃক পাটলীপুত্র নগরের বৌদ্ধসভার ও উৎসবাদি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পরেই যদি হিউ-এন-থ সঙ্গ কর্ত্তৃক প্রয়াগ-ক্ষেত্রের মহাসভার বর্ণনা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করি, বৌদ্ধ উৎসবের ক্রমশঃ গম্ভীরাভাব প্রাপ্তির আদি পর্য্যায় উপলব্ধি হইবে। বৌদ্ধ উৎসবে হিন্দু দেবদেবীর আবির্ভাব দৃষ্ট হইত, কিন্তু এস্থলে সময়ের পর পর বর্ণনা বাসনায় তাহা প্রকাশ করিলাম না।

চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে একটি বৌদ্ধ উৎসবের পরিচয় প্রদান করিব। ৪০০ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ফা-হিয়ান গঙ্গা পার হইয়া পাটলীপুত্র নগরে আগমন করেন। সেই অশোকত্যক্ত রাজ্যে, সেই বৌদ্ধপ্রাধান্য কেন্দ্রস্থলে যখন আসিয়াছিলেন, না জানি তাহার হৃদয় কি মহান্ ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে উক্ত বৌদ্ধ উৎসব যাহা বর্ণিত আছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

"প্রতি নূতন বৎসরের দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে (জ্যৈষ্ঠ মাসের ৮ই) বৌদ্ধপৌত্তলিক শোভা যাত্রা দেখিয়াছিলেন। চারি চক্র বংশ বিনির্ম্মিত রথ (Pagoda) যাহার চতুর্দ্দিকে শ্বেতবর্ণ বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত করা হইত এবং সেই বস্ত্রে বিবিধ বর্ণ দ্বারা চিত্র বিচিত্র করা হইত, এই প্রকার ২০ খানি রথ ধ্বজপতাকা ও মাল্যাদি দ্বারা পরিশোভিত করা হইত এবং সেই রথের বর্ণরঞ্জিত বস্ত্রে বহু দেবদেবী মূর্ত্তি চিত্রিত থাকিত। রথোপরি বুদ্ধ ও সারথির ন্যায় বোধিসত্ত্ব অবস্থান করিত। রথ সমুদয় ধীরে ধীরে নগরে আনা হইত। বহুদূর দেশ হইতে বুদ্ধদেবের এই রথযাত্রা দেখিবার জন্য ধনী, দরিদ্র, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ সকলেই এই রথোৎসব পথে সমবেত হইত। গীতবাদ্যাদি সৎকারে গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পাদি রথোপরি বুদ্ধকে অর্পিত হইত। মহাসমারোহে বাদ্যভাণ্ড সহ রথ সকল ক্রমে ক্রমে শ্রেণীবদ্ধভাবে ধীরে ধীরে নগরে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট উৎসব স্থলে সমবেত করা হইত।

সমুদায় রাত্র আলোকমালাপরিশোভিত মণ্ডপে গীতামোদে ক্রীড়াকৌতুকে এবং ধর্ম্ম বিষয়ক অনুষ্ঠানে সমাগত দূর দূরান্তরাগত ব্যক্তিগণ যোগদান করিত। এই নৈশ উৎসব মালদহের গম্ভীরা উৎসবের প্রাচীন বীজ। অনেকে অনুমান করেন, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা এই বৌদ্ধ উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং উপস্থিত ত্রিমূর্ত্তি বৌদ্ধদিগের এক প্রকার যন্ত্র বিশেষ। মালদহে বৈশাখের শেষ সপ্তাহে যে গম্ভীরা উৎসব হয় তাহার পরই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে 'পুষ্পরথ' বলিয়া এক উৎসবের অনুষ্ঠানও হইয়া থাকে। বৌদ্ধ উৎসব ক্রমশ স্ফুটতর হইতে হইতে একদিন পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেকের অনুমান বৌদ্ধ উৎসব পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু উৎসব যথা শৈব ও বৈষ্ণবগণের বিবিধ উৎসবের উৎপত্তি করিয়াছে। ফা-হিয়ানের সংক্ষিপ্ত বিবরণের পরই হিয়েন-থ-সঙ্গ-নামক চীন পরিব্রাজকের ভ্রমণ বিবরণ

হইতে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বৌদ্ধ উৎসবের সহিত হিন্দু উৎসবাদির পর্য্যায় বিবৃত করিব।

হিয়েন-সঙ্গ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে চীন ত্যাগ করেন এবং সমরকন্দ বোখারা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন, তিনি ভারতে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈন দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহাদের পবিত্র গুরু মহাবীর মূর্ত্তিও দর্শন করিয়াছিলেন। বরাহপুরাণেও "তীর্থকস্তু জিনস্তু শুক্লবসনান্" বলিয়া লিখিত আছে। এই মহাবীর পূজাও মালদহে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথাগত বুদ্ধ জৈনপ্রভাব নিজচক্ষে দর্শন করিয়া গিয়াছেন। জৈন উৎসবও হিন্দু উৎসবের মধ্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। হিয়েন সঙ্গ ভারতের বহুদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের হতভাগ্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে আগমন করিয়াছিলেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের শোভা ও সমৃদ্ধি দর্শনে বিমোহিত হইতে হয়, বিপুল জনসঙ্ঘ ও বিংশ বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম এবং তিনশত বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন এবং শতাধিক দেবমন্দির ও বিদ্যালয়াদি ছিল। নগরের শোভা. পুষ্পোদ্যান ইত্যাদি অতি সৌন্দর্য্যময় ছিল। তৎকালে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম তুল্যরূপে বর্ত্তমান ছিল।

খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে প্রয়াগ-ক্ষেত্রে একবার বৌদ্ধ দানোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউ-এন-সঙ্গ, তাহা দর্শন করিয়া যান। "উক্ত সুবিস্তৃত উৎসব-ক্ষেত্র এক আনন্দ-ক্ষেত্র ছিল; চারিদিকে সহস্র সহস্র গোলাপ গাছের সুরম্যবৃত্তি তাহাতে অপর্য্যাপ্ত মনোহর পুষ্পশ্রেণী অহরহ প্রস্ফুটিত এবং মধ্যস্থলে স্বর্ণ, রজত পট্টবস্ত্র ও অপরাপর বহুমূল্য দান-দ্রব্যে পরিপূর্ণ সুসজ্জিত গৃহশ্রেণী। তাহার সমীপে একশত এরূপ বিস্তৃত ভোজন-গৃহ ছিল যে তাহার প্রত্যেকটিতে একশত ব্যক্তি ভোজন করিতে পারিত। মহারাজ শিলাদিত্যের আহ্বানক্রমে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, দরিদ্র, পিতৃহীন, মাতৃহীন, বান্ধবহীন, প্রভৃতি পঞ্চাশ সহস্র লোক তথায় আগমন করে। সার্দ্ধ দুই মাস ব্যাপিয়া দান-ভোজনাদি সহকারে ঐ উৎসব-ব্যাপার সম্পন্ন হয়। উহাতে হিন্দু বৌদ্ধের বিদ্বেষ ভাব দূরে থাকুক, সমধিক সদ্ভাবই দেখা যায়। তথায় বুদ্ধ, বিষ্ণু, শিব তিনেরই প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সমস্ত সমাগত ব্যক্তি দিগকে বহুমূল্য সামগ্রী দান এবং চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় নানাবিধ সুস্বাদ সামগ্রী ভোজন করান হয়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

একবার শ্রীহর্ষ রাজার উৎসবের বিষয় কি চিন্তা করিবেন? দাতা শ্রীহর্ষ প্র ছিলেন. তাঁহার প্রজাগণের প্রীতির জন্য এই আনন্দ-দানোৎসব-ক্ষেত্রে বুদ্ধ, বিষ্ণু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে পূজা করিতেন তাহার মূলে আমরা কি দেখিতে পাই? উ বৌদ্ধ উৎসব হইলেও উক্ত উৎসবক্ষেত্রে বিষ্ণু ও শিবপূজা বুদ্ধ উৎসব সহ অনুষ্ঠিত হ দেখি। বৌদ্ধরাজার অধীনে বৌদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ড প্লাবিত ক্ষেত্রে শিবোৎসব দেখিতে পাইতেছি, ই অতি মধুর ও অমিয়ময়। এইপ্রকার শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাদ্বারা উৎসব 'গম্ভীরায়' পরিণত হইয়াছে শৈব বৈষ্ণব ও বৌদ্ধগণের উৎসবাদি বৌদ্ধগণের মূর্ত্তিপূজার অনুকরণের আবির্ভা

২য় শিলাদিত্য ৬১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কান্যকুব্জ সিংহাসনে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন অধিরোহণ করেন, কিন্তু তিনি কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক কৌশলে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহর্ষবর্দ্ধন রাজা হন এবং তিনি শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। তিনি কামরূপেশ্বর ভাস্করবর্ম্মা বা কুমারের সহিত মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হয়েন। বর্দ্ধনসম্রাটের সহিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়-নগরের সংশ্রব দেখিতে পাই। এইস্থানে সংক্ষেপে হর্ষবর্দ্ধন অনুষ্ঠিত একটি উৎসবের বর্ণনা করিব।

মহারাজের নিমন্ত্রণে বহু রাজন্যবর্গ সেই আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শত-ফিট উচ্চ উৎসব-গৃহ নির্ম্মিত হইত। তাহাতে মানবপ্রমাণ জাগ্রত শ্রীবুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই উৎসবটি চৈত্রমাসের প্রথম হইতে ২১শে তারিখ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইত। (From the 1st to 21st of the month—the second month of spring) শত শত শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ সেই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। এই অস্থায়ী উৎসবগৃহে সঙ্গীত ও বাদ্যভাণ্ডের বিপুল আয়োজন হইত। শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতেন এবং দূরদেশা-গত দর্শকবৃন্দও যোগদান করিত। নৃত্য-বাদ্য-সঙ্গীতহীন বৌদ্ধ উৎসবক্ষেত্রে ক্রমশঃ নৃত্য গীতাদির আবির্ভাব দেখিতেছি। ইহাই আমাদের গম্ভীরার শৈশবকাল বলিতে পারি।

প্রতিদিন নৃত্যগীতাদি সহকারে উৎসবের অনুষ্ঠান হইত। মহারাজ একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধ-মূর্ত্তি স্কন্ধে করিয়া নদীতে স্নান করাইয়া নদীতীর হইতে উৎসবগৃহে আনয়ন করিতেন। এই প্রকার বৌদ্ধ উৎসব প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত হইত। এই প্রকারের শৈবউৎসবও দেখিতে পাই [শৈবপ্রভাব দেখুন]। পুষ্প, ধূপাদিগন্ধদ্রব্য, বিবিধ খাদ্য, নৃত্যগীত ও বাদ্যভাণ্ড দ্বারা চৈত্রমাসে বুদ্ধোৎসব সমাধা হইত। শৈব প্রভাবকালে এই উৎসবই চৈত্রমাসের আদ্যের গাজনে পর্য্যবশিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ গ্রন্থপাঠে অবগত হই, বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম যে অতি প্রাচীন এবং বহুকাল হইতে পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছে ইহা দেখাইবার জন্য তাঁহারা একসময়ে অর্থাৎ বৌদ্ধ প্রভাবকালে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে কারণেই তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তকাদিতে এক একটি করিয়া বহু বুদ্ধাবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন এবং ধর্ম্মটি ক্রমশঃ জটিল ও বহু দেববাদে পর্য্যবশিত হইয়া পড়িয়াছে। অহিংসা বৌদ্ধধর্ম্মের মূল মন্ত্র হইলেও সর্ব্বপ্রথমে তাহা সর্ব্বার্থসিদ্ধও পালন করেন নাই। যোগভঙ্গের পর এক বৃদ্ধাকর্ত্তৃক প্রদত্ত তিলতণ্ডুলমিশ্রিত শূকরমাংসও তাহাকে ভক্ষণ করিতে দেখি। বৌদ্ধগণের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদ বর্ত্তমান আছে। এক সম্প্রদায় আদি বুদ্ধের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন, তিনি নিত্য, নিরাকার, জ্ঞানবান্, ন্যায়বান্ ও দয়াবান্। তিনি স্বতঃস্বরূপ স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আর একদল বলেন যে ঐ আদিবুদ্ধ আত্মস্বরূপ হইতে অন্য পাঁচটি বা সাতটি বুদ্ধ উৎপাদন করেন, তাঁহাদের নাম ধ্যানীবুদ্ধ। এই সমস্ত ধ্যানীবুদ্ধ হইতে আর পাঁচটি বা

সাতটি উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের নাম বোধিসত্ত্ব। ইহাঁরা পর্য্যায়ক্রমে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এখন অবলোকিতেশ্বর নামক চতুর্থ বোধিসত্ত্বের অধিকার চলিতেছে। তিনি অমিতাভ নামক বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন। আরও দেখিতে পাই বৌদ্ধধর্ম্মে 'বুদ্ধশক্তি' কল্পিত হইয়াছে, আদিবুদ্ধ যাহা পরমব্রহ্মস্বরূপ; তাঁহা হইতে সমুদায় বুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি ও বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে।

এই প্রকারে বুদ্ধশক্তি কল্পিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকবাদের প্রসঙ্গ আনিয়াছে। নিম্নে বুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি ও বোধিসত্ত্বের উৎপত্তির তালিকা প্রদান করিলাম—

বুদ্ধ।	বুদ্ধশক্তি।	বোধিসত্ত্ব।
(১) বৈরোচন	বজ্রধাতেশ্বরী	সমন্তভদ্র।
(২) অক্ষোভ্য	লোচনী	বজ্রপাণি।
(৩) রত্নসম্ভব	মামুখী	রত্নপাণি।
(৪) অমিতাভ	পাণ্ডরা	পদ্মপাণি।
(৫) অমোঘসিদ্ধ	তারা	বিশ্বপাণি।

এই প্রকারে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জটিলতা ও তান্ত্রিকতা[illegible] বির্ভাব হইয়াছে। বৌদ্ধগ[illegible] দেবদেবীকে বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধমতে মনুষ্যগণ সাধনাপ্রভাবে উত্তরোত্তর দেবত্বপদ[illegible] হইয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ সাধনাদ্বারা বুদ্ধ-পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম মানুষি-বুদ্ধ। সাতজন মানুষি-বুদ্ধ পরিগণিত হইয়াছেন যথা—বিপশ্যী, শিখি, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ ও শাক্যমুনি। প্রত্যেক বুদ্ধদেব পূজার স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে। কাশ্যপ বুদ্ধের মন্ত্র যথা—

"নমো বুদ্ধায়, নমো ধর্ম্মায়, নমো সঙ্ঘায়, নমো কাশ্যপায়, ওঁ হর হর হর, হো, হো, হো, নমো কাশ্যপায় অর্হতে সম্যক্‌সম্বুদ্ধায় স্বাহা।" এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক তথাগত বুদ্ধও আছেন। এইপ্রকারে বিবিধ বৌদ্ধপৌরাণিক ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং একই প্রকার বৌদ্ধধর্ম্ম বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ও উপশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল শ্রীধর্ম্ম (বুদ্ধ) পূজার ঐ প্রকার কোন এক প্রকার শাখাবলম্বিগণের ক্ষুদ্র ভাবাপন্ন বুদ্ধপূজাপদ্ধতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যথাস্থানে তাহার বিবরণ দেখুন। ঐ প্রকারের বুদ্ধপূজাই শিবপূজায় পরিণত হইয়াছে, ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, এবং তাহাই গম্ভীরা বা আদ্যের গাজনরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বৌদ্ধ-তান্ত্রিক প্রভাবকাল।

প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মধ্যে যখন তান্ত্রিক-প্রভাব উপস্থিত হয়, তখন সেই প্রকৃত ধর্ম্মের পতন কাল উপস্থিত হইয়া থাকে; মহারাজ শ্রীহর্ষ দেবের সময় হইতেই এই বৌদ্ধ তান্ত্রিক ভাবের ক্রম-বিকাশের পরিচয় পাইতেছি। শ্রীহর্ষদেব বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তিনি একজন বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন।

তাঁহার সভায় পণ্ডিত ও বিখ্যাত কবিগণ উপস্থিত থাকিতেন। তৎকালরচিত নাটকাদিতে তাৎকালিক দেশের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মভাবাদির যাদৃশ উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা দ্বারাই হর্ষবর্দ্ধন নৃপতির সময়ের ও তৎপূর্ব্ব ও তৎপরবর্ত্তী সময়ের শৈব তান্ত্রিক উৎসবাদির সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক উৎসবাদির ঐক্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাই করিব।

শ্রীহর্ষদেবের আজ্ঞায় নাগানন্দ প্রভৃতি নাটকের উৎপত্তি ও অভিনয় হইয়াছিল। উক্ত নাটকাদিতে তাৎকালিক বৌদ্ধপ্রভাব মধ্যে তান্ত্রিকতা ও শৈবভাবের প্রভাব দেখিতে পাই। শ্রীহর্ষদেবের রাজত্ব কাল ৬০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত। অতএব এই সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশ দেখিতে পাই। 'নাগানন্দ' মধ্যে জীমূতবাহন ও মাল্যবতীর উপাখ্যান সন্নিবেশিত রহিয়াছে। বিদ্যাধরপুত্র জীমূতবাহন বৌদ্ধধর্ম্মের আদর্শ এবং তাঁহার স্ত্রী মাল্যবতী শৈবধর্ম্মের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। উভয়ের মিলনে মণিকাঞ্চন সংযোগই হইয়াছে। বৌদ্ধ ও শৈব মিশ্রণের সুধাময় ফলও প্রসব করিয়াছে।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক ভাবের স্ফুরণচিত্র মালতী-মাধবে দৃষ্ট হয়। মহাত্মা ভবভূতি যাঁহার অন্যনাম শ্রীকান্ত ছিল তাঁহার সিদ্ধহস্তের চিত্রাঙ্কণ হইতেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য কনোজরাজ যশোবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া কবি ভবভূতিকে কাশ্মীরে লইয়া যান। ভবভূতি লিখিয়াছেন—

বসন্তোৎসব বা মদনোৎসবের দিবসে পড়ুয়া মাধব হস্তীকচা মন্ত্রীকন্যা মালতীকে দর্শন করেন। মালতী ও মাধব উভয়ে উভয়ের রূপে আকৃষ্ট হন। মাধব মালতীলাভে হতাশ হইয়া বৌদ্ধ শ্রমণী কামন্দকীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কামন্দকী তাঁহাদের মিলনের আশাও দিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাহা হইল না। তখন মাধব ভীষণ তন্ত্রসাধনই মালতীলাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় স্থির জানিয়া শ্মশানস্থিত ভীষণ চামুণ্ডা মন্দিরে নৃমুণ্ডমালিনী কপাল-কুণ্ডলা নাম্নী ভৈরবীর নিকটে গমন করেন। এখানে তিনি আম-মাংসাদি লইয়া শ্মশানে চামুণ্ডামন্দিরে তন্ত্র সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। ভৈরব অঘোরঘণ্টা পবিত্র কুমারী বলি দিয়া শবসাধনা করিবেন বলিয়া মালতীকে হরণ করিয়া বধ্যবেশিনীরূপে শ্মশানে আনয়ন করিলে মাধব অঘোরঘণ্টার জীবন বিনাশ করেন। তত্রাচ মালতী লাভ হইল না। মাধব মালতী অনুসন্ধানে বিন্ধ্যাচলে গমন করিয়া সৌদামিনী নাম্নী বৌদ্ধ তান্ত্রিকযোগিনীকে দেখিতে পান। সৌদামিনীর ইন্দ্রজাল বিদ্যা ও যোগবলে মালতীকে প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের একদিকে দয়ার আধার অহিংসার পারাবার, অন্যদিকে ভীষণ নরহত্যার ও মদিরাপানাদি পৈশাচিক ব্যাপার দেখিতে পাই। এই সময়ে উদার বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে এক সম্প্রদায় হীনধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারাই বৌদ্ধনীচ জাতির দলের নেতা হইয়াছিলেন। ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে গৃহীদের নাম উপাসক ও উপাসিকা। এই উপাসক ও উপাসিকাগণ নীচ জাতীয় হইলে তাহাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মভাব নীচত্ব-পূর্ণ কদর্য্য হইয়া থাকে, ক্রমশঃ এই তান্ত্রিক বৌদ্ধভাব হীন ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রচণ্ডদেব নামে এক গৌড়পতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; ৰি । খৃঃ ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বারেন্দ্র ভূমির মধ্যে কোন এক দ রাজত্ব করিতেন বোধ হয়। তিনি আপন পুত্র শক্তিদেবের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম আচরণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মই বিশেষ প্রবল ছিল।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বৌদ্ধ ও জৈনগণের তীর্থস্থান ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রভাব মহামহিমান্বিত ছিল। বৌদ্ধগণ এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকে তীর্থস্থান ও পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া মান্য করিতেন।

ইহা হইতেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব ও উৎসবাদি কি প্রকার ছিল তাহা কেবল অনুমানের উপরই নির্ভর করিতেছে। এখানে পাটলা দেবী, আইহোরাণী, জহরাদেবী প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৌদ্ধদেবী অদ্যাপি পূজাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

গুপ্তরাজগণ খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদিগকে আমরা শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর আস্থা স্থাপন করিতে দেখি। তাঁহাদের অথচ কেহ কেহ বৌদ্ধ মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারও করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে তান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ মহাযান মত হইতে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের পরিপুষ্টি হয়, হিন্দুদিগের ধর্ম্মেও সেই তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়াছিল। গুপ্ত নৃপতিগণ এই তান্ত্রিক ধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করায় বঙ্গদেশে তান্ত্রিকতাই প্রবল হইয়া উঠে। কালিকা, চামুণ্ডা প্রভৃতি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবপূজা ও শৈব ধর্ম্মের অঙ্গ মধ্যে তান্ত্রিক দেবী ও দেবগণের অধিকার সংস্থাপিত হয়। মনুর সময়ে যে পুণ্ড্রদেশ পতিত দেশ এবং অপবিত্র স্থান বলিয়া প্রচলিত ছিল, এই সময়ে তাহাই তীর্থস্থান রূপে পূজা পাইল। এই সময়েই পীঠস্থানের কল্পনা হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ উৎসবে যে স্থলে বুদ্ধ ও শিব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইত, সেই স্থলে তান্ত্রিক দেবদেবী ও তান্ত্রিক মতের নৃত্য ও উৎসবাদির অনুষ্ঠানের সূত্রপাত এই সময়েই হইয়া থাকিবে।

শূরবংশের অভ্যুদয়ের সমকালে খড়্গোদ্যম নামক এক নৃপতি গৌড়দেশের পূর্ব্বাঞ্চল অধিকার করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পৌত্র দেবখড়্গের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, রাজ রাজ ভট্ট তত্রত্য বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং পুরদাস তাঁহার বৌদ্ধ অমাত্য ছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং সমতট প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিলেও বাঙ্গালার অন্যস্থান অপেক্ষা সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তি অধিক ছিল। *

৭৭০ খৃঃ—৭৯০ খৃষ্ট পর্য্যন্ত গোপাল দেবকে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। সংক্ষেপে পাল নরপতিগণের পরিচয় লিখিত হইল—

পালরাজগণ যে গৌড় রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন, তাহার মূল এই—"মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করগ্রাহিতঃ"।

---

* বিশ্বকোষ ১৭শ ভাগ ৪১৪-৪১৫ পৃঃ।

এই বর্ণনায় ধর্ম্মপালদেবের রাজ্যলাভের কারণ বিবৃত রহিয়াছে। তাঁহার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে "মাৎস্যন্যায়" প্রচলিত ছিল অর্থাৎ বলবান্ দুর্ব্বলকে পীড়ন করিত, দেশ অরাজক প্রায় হইয়াছিল। আমরা ইহাতে বুঝিতেছি, হিন্দু ও বৌদ্ধগণের বিবাদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধ এবং প্রকৃত রাজার অভাব হওয়ায় অনেক ক্ষুদ্র রাজার আবির্ভাব এবং নিরন্ত যুদ্ধবিগ্রহাদিতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী প্রজাগণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট এবং ধর্ম্ম, শিল্পবাণিজ্য কৃষ্যাদি কার্য্যের অনিষ্ট হইতেছিল। এই সময়ে সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে প্রকৃতিপুঞ্জ সেই "মাৎস্যন্যায়" দূর করিয়া শান্তি সংস্থাপন কামনায়, পরম সৌগত দয়ালু প্রজারঞ্জক পাটলীপুত্ররাজ শ্রীধর্ম্মপালদেবকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিল। এই ব্যাপারে হিন্দু ও বৌদ্ধ সকলশ্রেণীর প্রকৃতিপুঞ্জেরই তুল্যরূপ অধিকার ছিল। ধর্ম্মপাল উভয় সম্প্রদায়কেই সমান দেখিতেন ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার সময় হইতেই হিন্দু বৌদ্ধ সম্প্রদায় মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার সূত্রপাত হয় এবং পুনরায় বৌদ্ধপ্রভাব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে বৌদ্ধপ্রকৃতিপূর্ণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের শাসনভার প্রজাগণ একজন বৌদ্ধনরপতির হস্তে তুলিয়া দিয়াছিল কেন? আমরা বিশ্বাস করি হিন্দুনরপতিগণ বৌদ্ধগণের উপর তখন অত্যাচার করিত, কিন্তু বৌদ্ধরাজগণ হিন্দুগণের উপর অত্যাচারী ছিলেন না এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধ প্রজার সংখ্যা অত্যধিক ছিল।

খালিমপুর হইতে ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনের অনুসন্ধান এবং তাহার কতকাংশের প্রতিলিপি আমি ৺ উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়কে দিয়াছিলাম। আমি বটব্যাল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া উক্ত গ্রামে গিয়া তাঁহাকে তাম্রশাসনখানি দেখাইয়াছিলাম এবং তিনি উহা ১০৲ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছিলেন। তাহার পাঠোদ্ধার হইলে যে বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে তাহার ক্ষুদ্রাংশ এইস্থলে সন্নিবিষ্ট করিলাম। উক্ত তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমাধা করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় বটব্যাল মহাশয় তাহা স্বীকার করেন নাই।

ধর্ম্মপাল ৭৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।* ধর্ম্মপালদেব পাটলীপুত্র নগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ছিল। তাঁহার মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্ম্মাই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের মহাসামন্তপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দুপ্রজার মনোরঞ্জনার্থ নারায়ণবর্ম্মা শুভস্থলীতে "ভগবান্ নুন্ন† নারায়ণ ভট্টারক" নামক নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্লাবিত প্রদেশে বহুকাল হিন্দু দেবদেবীর সমাদর অপসৃত হইয়াছিল বিশেষতঃ পৌণ্ড্রদেশে। বৌদ্ধ উৎসবের অনুষ্ঠান হিন্দুরাও তৎকালে করিত এবং বংশপরম্পরাগত সেই অভ্যাস এতাদৃশ বলবৎ হইয়া পড়িয়াছিল যে বহুকাল ধরিয়া হিন্দুদেবদেবীর উৎসবাদিও বৌদ্ধ উৎসবের সময় ও বৌদ্ধ উৎসববৎ অনুষ্ঠিত

---

* বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ ৬১৭ পৃঃ।

† 'নুন্ননারায়ণভট্টারক' পাঠ হইবে। সা-প-সম্পাদক।

হইত, কেবল বুদ্ধের স্থলে হিন্দু দেবদেবী অর্থাৎ শিবাদিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত মাত্র। তৎকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেশে বৈদিক পূজকব্রাহ্মণ না থাকাতে উক্ত সূর্য্যনারায়ণদেবের পূজার জন্ম লাট-দেশীয় দ্বিজ আনাইতে হইয়াছিল। লাটদেশীয় দ্বিজদ্বারা পূজাদি সম্পাদিত হইলেও বৌদ্ধ উৎসবাদির সহিত যে তাঁহার উৎসবাদি আচরিত না হইত তাহা নহে; এদেশে যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহারা হিন্দু দেবদেবীর পূজাদি অবগত ছিলেন না অথবা বৌদ্ধ ধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় আধুনিক মালদহের গম্ভীরার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল বলিয়া বিবেচনা হয়। ধর্ম্মপালের পর দেবপাল তৎপরে বিগ্রহপাল এবং তৎপরে নারায়ণপাল রাজত্ব করেন। নারায়ণপালদেবের সময়ে আমরা বৌদ্ধরাজ কর্ত্তৃক শিবপ্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত হই।

নারায়ণ পাল ৯১০—৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। নারায়ণপাল স্থায়পরায়ণ, দরিদ্রবৎসল, প্রজাপ্রিয়, ধার্ম্মিক ও অমিতপরাক্রমী নরপতি ছিলেন। নারায়ণ পালদেবের একখানি তাম্রশাসনপাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি হিন্দুপ্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনার্থ শিব-প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। শ্রীমান্ নারায়ণ পালদেব শ্রীমুদ্গগিরির জয়স্কন্ধাবার হইতে ভূমিদান করিয়াছিলেন, দানের প্রয়োজন ও পাত্রাদিসম্বন্ধীয় কথা ৩৮—৪৪ পংক্তি পর্য্যন্ত খোদিতাংশে রহিয়াছে। শিবভট্টারকের 'যথার্হং পূজাবলিচরুসত্রনবকর্ম্মাদ্যর্থং' তথা পাশুপত আচার্য্য পরি-ষদের 'শয়নাসনগ্লানপ্রত্যয়ভৈষজপরিষ্কারাদ্যর্থম্' এবং স্বাভিমতাবলম্বী অন্য জনগণের 'স্বপরি কল্পিতবিভাগেন অনবদ্য ভোগার্থম্' এই ভূমিদান পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়াই স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। নারায়ণপাল স্বয়ং 'সহস্রায়তন দেবালয়' সংস্থাপিত করিয়া তথায় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা এবং শৈব পাশুমত মতের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুচরবর্গের চেষ্টায় বৌদ্ধমতের বিলোপ হইয়া পাশুমত মত প্রচলিত হওয়ার ফলস্বরূপ নারায়ণপালদেব সর্ব্ব শ্রেণীর জনসাধারণের জন্ম দেবালয় করিয়া-ছিলেন; তাহাতে যেমন শিবভট্টারকের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেইরূপ পাশুপত আচা-র্য্যানুচরবর্গের ও স্বাভিমতাবলম্বী অর্থাৎ বৌদ্ধমতাবলম্বী অপর জনগণেরও শয়নাসনাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহারা পরস্পরের সহিত বিবদ-মান না হইয়া সকলেই যাহাতে রাজদত্ত প্রসাদ উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্য "স্বপরিকল্পিতবিভাগেন" ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ইহাই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে শিবোপাসনার আরম্ভ বলিতে হইবে। বাৎসরিক বৌদ্ধপর্ব্ব উপাসনা উৎসবের সময়ই যে এই শিব ভট্টারকের বৌদ্ধ উৎসবাদির অনুরূপ নৃত্যগীত বাদ্যাদির দ্বারা আলোক মালাশোভিত শিব সকাশে নিশা অতিবাহিত না হইত তাহার কোন হেতু দেখিতেছি না। আমরা শিবপূজা বা শিবোৎসব (গম্ভীরা) প্রক্রমে বৌদ্ধ উৎসবের অনুরূপ উৎপত্তি এবং নারায়ণপাল প্রতিষ্ঠিত সহস্রায়তন দেবালয় হইতেই গম্ভীরার স্থায় সার্ব্বজনীন উৎসব অনুভব করিতেছি। এই পালনরপতিগণের সময় হইতেই বৌদ্ধ উৎসব ও শৈব উৎসবের একই প্রকার আয়োজন ও অভিনয় হইত, ক্রমে নীচজাতীয় বৌদ্ধগণ মধ্যে

বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রচলন হয় এবং তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাব হ্রাস হইতে থাকে, সেই সময়ে নীচ জাতি মধ্যে অথবা সাধারণ প্রজাগণের মধ্যে তান্ত্রিক ভাবাপন্ন বৌদ্ধ ধর্ম্মবিষয়ক গীতাদি-রচিত ও গীত হইত এবং শ্রীধর্ম্মপূজার অদ্ভুত ফললাভের স্তোত্রও প্রদত্ত হইত। মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রমাইপণ্ডিত ধর্ম্মপালের সমসাময়িক বাইতি জাতীয় ছিলেন, * তিনি শ্রীধর্ম্মপূজা পদ্ধতি ও ধর্ম্মগীত রচনা করেন।

"স্নানআচরিল গীত পণ্ডিত রমাই গান।
একল রমাই দ্বিজ শয়ল অবধান ॥"

ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রাচীন পুস্তক সমুদায় সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। ময়ূরভট্টের গৌড়কাব্য, খেলারামের পুস্তক, রামচন্দ্রপ্রণীত ধর্ম্মমঙ্গল। [ঘনরাম, রামদাসকৈবর্ত্ত, রূপরাম, মহাদেব চক্রবর্ত্তী ও সীতারাম দাসের ধর্ম্মমঙ্গল দ্রষ্টব্য।] রমাই পণ্ডিত বাইতি, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম পূজক, ইহার পূজাপদ্ধতি ও ধর্ম্মের গান আজিও রাঢ়দেশে গ্রামে গ্রামে নীচ জাতি জনগণদ্বারা ধর্ম্মের গাজন নামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের গাজনের উদ্দেশ্য ধর্ম্মপূজার প্রচলন এবং এ জন্মে সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগ এবং জীবনান্তে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি। ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি কঠোর-তান্ত্রিকতাপূর্ণ। ধর্ম্মের গাজন ও শিবের গাজন একই প্রকার। শিবের গাজনে বা শিবপূজার উদ্দেশ্য পার্থিব ঐশ্বর্য্যাদিলাভ এবং জীবনান্তে শিবলোকবাস। ধর্ম্ম-সংগীতাদি যেমন ধর্ম্মপূজার গুণকীর্ত্তনপূর্ণ, শিবায়ণ বা শিবগীত নামক পুস্তকে তদ্রূপ শিব-মহিমা ও পূজাপদ্ধতি প্রকাশ পাইতেছে।

শিবের গাজন বা চড়ক অথবা চৈত্রমাসিক শিবোৎসব এবং এই ধর্ম্মের গাজনও তদ্রূপ ধর্ম্মোৎসব। মালদহের গম্ভীরা উৎসব যাহা তাহাই শিবোৎসব, কিন্তু ধর্ম্মোৎসবের সহিত একই মৌলিকতা রক্ষা করিতেছে।

আমরা গম্ভীরার মূলস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের গাজনের বিশদ বিবরণ বিবৃত করিব, তাহা হইলেই শিবের গাজন বা চড়ক অথবা গম্ভীরার বিষয় সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ধর্ম্মের গাজন বা শ্রীধর্ম্মপূজা বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া বৌদ্ধপ্রভাবের মধ্যে লিখিত হইল। শিবের গাজন বা চড়কপূজা শৈবপ্রভাবের বিবরণ মধ্যে প্রদত্ত হইবে। ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল হইতে শ্রীধর্ম্মপূজার বিবরণ প্রদত্ত হইল। শ্রীধর্ম্ম বুদ্ধদেবের একটি নাম। যতগুলি ধর্ম্মগীত আছে, সমুদায়গুলিতেই গৌড়ের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় এবং গৌড়নরপতিগণের বিবরণ লিখিত আছে। ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে গৌড় বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনই শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বা ধর্ম্মগীতির প্রধান উৎপত্তিস্থল; বৌদ্ধপ্রধান গৌড় হইতেই ধর্ম্মপূজার উদ্ভব ও প্রচলন হই-য়াছে। ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে গৌড়নগরের অনতিদক্ষিণে রমতীনগরে বৌদ্ধধর্ম্মপূজক রমাইপণ্ডিতের বাস ছিল, তাঁহার কন্যা সামুলাসুন্দরী পিতার

* রামাই আপনাকে "দ্বিজ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। কোন প্রাচীন পুস্তকে তিনি বাইতি জাতীয় বলিয়া বর্ণিত হন নাই। সা-প-প-সম্পাদক।

ভায় ধর্ম্মপূজা প্রচলনার্থ নিযুক্ত ছিলেন। আমার বিশ্বাস, বৌদ্ধগৌড় বর্ত্তমান পিছলী (পেশল) গঙ্গারামপুরের কাঠালে ছিল, রমতীনগর সম্ভবতঃ বর্ত্তমান অমরতী বা অমৃতী নামে খ্যাত হইয়াছে।

"কর্পূর কহেন দাদা চল এক দৌড়।
আগে ঐ রমতিনগর ঐ গৌড় ॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

ঘনরাম বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন বা শ্রীধর্ম্মের কল্যাণে তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। 'শ্রীমন্' নামটি বুদ্ধদেবের এবং শ্রীধর্ম্ম নামটিও বৌদ্ধজনপ্রিয় বুদ্ধদেবের। ঘনরাম তাঁহার সঙ্গীত পালারম্ভে লিখিয়াছেন—

"হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ূরভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম্ম সভায়। ৮৪।"

ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, 'ময়ূরভট্টের গৌড় কাব্য' অবলম্বনে কবি ঘনরাম রমাই পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। ঘনরাম পুনশ্চ বলিয়াছেন—

"ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি।"
"ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়।"

অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গীত রচনায় ময়ূরভট্টই প্রথম পথ-প্রদর্শক। পূর্ব্বে রমাইপণ্ডিত ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ময়ূরভট্ট গৌড়কাব্যে তাহা গীতাকারে রচনা করিয়া সাধারণের গোচর করেন। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"প্রণেতা লিখিয়াছেন, "এই ময়ূরভট্ট উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর সমসাময়িক লোক এবং পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা বিধানকালে উদয়নাচার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন।" উদয়নাচার্য্যের আদিপুরুষ ক্রতুভাদুড়ি। তিনি বল্লাল সভায় কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ বৃহস্পতি আচার্য্য, যিনি বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য ভিক্ষুনির বিচারে পরাস্ত হইয়া বনগমন করেন, তাঁহার পুত্র সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী অন্ততঃ ১৫০ দেড়শত বৎসর পরের লোক। বল্লাল ১১১৯—১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে অনুমান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উদয়নাচার্য্য জীবিত ছিলেন। ময়ূরভট্টও সেই সময়ে জীবিত থাকা সম্ভব। এই ছয়শত বৎসরের পুরাতন পুস্তকবর্ণিত বিবরণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রচলন বিষয়ে উত্তম প্রমাণ প্রদান করিতে সমর্থ। এই ময়ূর ভট্ট প্রদর্শিত পথের ঘনরাম পথিক।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল হইতে শ্রীধর্ম্মপূজার বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল দক্ষিণ ময়নাধিপতি কর্ণসেনপুত্র লাউসেন কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া গৌড়নগরে শ্রীধর্ম্মোৎসব ও পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। লাউসেন ধর্ম্মের অনুগ্রহে অসাধারণ দৈব শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উক্ত দৈব-ক্ষমতা লাভ ইচ্ছায় ধর্ম্মপাল ধর্ম্মপূজা আরম্ভ করেন। লাউসেনের ধর্ম্মগুরু রমাইপণ্ডিত (ধর্ম্মপূজকেরা অদ্যাপি পণ্ডিত নামে খ্যাত); ধর্ম্মপাল গৌড়নগরে ধর্ম্মপূজা প্রথম প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তৎপূর্ব্বেও

ধর্ম্মপূজা প্রচলিত ছিল। রমাইপণ্ডিত ধর্ম্মপূজার বিধি প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে লিখিত আছে—

"ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।"

পাটলিপুত্ররাজ গোপালবংশজাত শ্রীধর্ম্মপালদেব এবং ঘনরাম বর্ণিত গৌড়ের ঠাকুর ধর্ম্মপাল ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মাণিকচন্দ্রের ভ্রাতা ধর্ম্মপাল যাঁহার রাজধানী রঙ্গপুরের অন্তর্গত ধর্ম্মপুর ছিল, তাঁহার রাজ্যকাল "বঙ্গের পুরাবৃত্ত"-লেখক ৯৯৫—১০২০ খৃষ্টাব্দ বিবেচনা করেন। মাণিকচন্দ্রের মহিষী হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধার নিকট ধর্ম্মের পূজা-পদ্ধতি আচরণ করিয়া পুত্রলাভ করেন এবং উক্ত ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ করেন। এই সময়ে প্রাচীন (বিশেষ বঙ্গদেশের) বৌদ্ধক্ষেত্র সমুদায় বিনষ্ট ও অরণ্যসমাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার নিদর্শন শ্রীধর্ম্মমঙ্গলেই দেখিতে পাই। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী পুত্রকামনায় ধর্ম্মপূজা করিতে মনস্থ করিলেন, রঞ্জাবতী উৎসপুরের সুখদত্তের নিকট ধর্ম্ম-পূজার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"উৎসপুরে সুখদত্ত বারুইনন্দন।
করিছে ধর্ম্মের পূজা মজাইয়া মন॥
গাজন লইয়া এল ময়না নগরে।
শিরে ধর্ম্মপাদুকা সোণার চতুর্দ্দোলে॥
কত পত্ত বাদ্যবাজে আদ্যের গাজনে।
আনন্দে অবধি নাই ময়না ভুবনে॥
ঢাক ঢোল সিঙ্গা কাড়া একাকার ময়।
আনন্দ আবেশ সবে বলে ধর্ম্ম জয়॥" (ঘনরাম)

রঞ্জাবতী সুখদত্তের নিকট অবগত হইলেন রমাইপণ্ডিত বিখ্যাত সিদ্ধ ধর্ম্মপূজক। রমাই পণ্ডিতকে ময়নানগরে আহ্বান করা হইল। রমাইপণ্ডিতের কন্যা সামুলা রঞ্জাবতীকে পূজাপদ্ধতি বিবৃত করিয়া বুঝাইলেন।

"সামুলা এতেক যদি বলিল রঞ্জায়।
পুঁথি দেখি পণ্ডিত প্রমাণ দিল তায়॥"

চাঁপাইক্ষেত্রে ধর্ম্মপূজার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, কারণ চাঁপাই প্রাচীন ধর্ম্মপূজক-প্রসিদ্ধ স্থল কিন্তু তৎকালে চাঁপাই ঘোর অরণ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

"ইহারে চাঁপাই বলি, এই মহাপুণ্যস্থলী,
সামুলা বলিল ইতিহাস।"

*   *

"মকরাক্ষ মহামতি, জার জায়া চাঁপাবতী
চাঁপাই খেয়াতি যাহা হতে।৬"

* * * *

কানন কাটিয়া বিধি, বান্ধায়ে রতন বেদী
পুজ ধর্ম্ম পূর্ণ হবে আশ।"

তৎকালে অধিকাংশ প্রাচীন ধর্ম্মপূজার স্থান অরণ্যগত হইয়াছিল, ইহাই তাহার একমাত্র প্রমাণ নহে, পশ্চিম-উদয়পালাতেও দেখিতে পাই :—

"সামুলা বলেন এই আস্তের দেহারা।
কানন কাটায়ে কর গাজনের ত্বরা ॥"

ধর্ম্মপূজার কি কি আবশ্যক তাহার বিবরণের কিয়দংশ ধর্ম্মপাল রাজার ধর্ম্মপূজা হইতেই সংগ্রহ করিয়া এইস্থলে প্রকাশ করিলাম। গৌড়পতি ধর্ম্মপাল রমতীর রমাই পণ্ডিতের বিধানমত ধর্ম্মপূজার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথমেই—"সুচারু চওর বান্ধে তোলাইয়া মাটী।
তার তোলে দেয়াল তেত্রিশ বড় পাটী ॥"

এই প্রকারে সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইলে গৃহের উপরে—

"গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাল।
মাঝে মাঝে শিখিপুচ্ছ শোভা করে ভাল ॥
কলধৌত কলসে পতাকা দিল সেজে।
কাঁচঢালা কাঞ্চনবরণ করে মেজে ॥
পাষাণে রচিত পীঁড়া দ্বার চিত্রময়।
দেখিতে মণির চান্দা চিত্ত বান্ধা রয় ॥

বিবিধ নৈবেদ্যাদি ও উপকরণ সম্ভারে গৌড়পতি ধর্ম্মপূজায় নিযুক্ত হইলেন। পূজার জন্ত

"পরিমাণ প্রচুর পুরট পদ্মমালা ॥"

লইয়া শ্রীধর্ম্ম আস্তের গাজনে অর্পণ করিলেন। ধর্ম্মপূজায় প্রচুর পদ্মপুষ্পের প্রয়োজন, অদ্যাপি রাঢ়ে তাহা দৃষ্ট হয়, এবং আস্তের গম্ভীরাতেও পদ্মপুষ্প প্রয়োজন হইয়া থাকে। ধর্ম্মপূজার জন্ত ঢাক, ঢোল কাঁসি, সিঙ্গা বাদিত হয় এবং গীতাদিরও যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিতে হয়।

"তিন সন্ধ্যা গীত-বাদ্য অনাদ্য সঙ্গীত।
ধর্ম্মপুজে নরপতি মজাইয়া চিত্ত ॥"

তৎপরে অন্তান্ত বিধি রঞ্জার চাঁপাইএর আস্তের গাজনের অনুষ্ঠান হইতে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

রমাইপণ্ডিত, হরিহর বাইতি, সামুলাসুন্দরী রঞ্জাবতীর সহিত চাঁপাইবন কাটাইয়া ধর্ম্মের পুজার স্থান প্রস্তুত করিলেন। রমাইপণ্ডিত তথায় ধর্ম্মের বেদী বাঁধাইয়াছিলেন, সেই বেদীটি—

"মণ্ডিত করিল সব দিয়ে তায় চূণ।
যতনে জ্বালিবে যায় যজ্ঞের আগুন ॥"

তাহার পর বেদীর চতুর্দ্দিকে রামকলা রোপণ করিয়া এবং বনফুলের মালাদ্বারা "বেথরিবেষ্টিত" করিল, রঞ্জাবতী "আপনি মার্জ্জনা করে ধর্ম্মের দেহারা।" তাহাতে চন্দনের ছড়া দিল এবং

'ধর্ম্মজয় ডাকে সবে ঢাকে পড়ে সাড়া।"

তৎপরে নদীতীরে স্নান উদ্দেশে গমন করিতে আরম্ভ করিল এবং সমবেত জনগণকে

"সায় দিতে সামুলা সকল সংযাতে।
নাচিতে লাগিলা সবে বেত লয়ে হাতে ॥
বায়েন বিভোল নাচে বাজায় রগড়ে।"

ক্রমশঃ সকলে চাঁপাইঘাটে 'লোটাইয়া পড়ে।' স্নানান্তে ধৌত ধুতি পরিধান করিয়া

"নাচিতে নাচিতে ঢাকে ধর্ম্মজয় ধ্বনি।
দেহারা নিকটে আসি লোটায়া অবনী ॥
ভ্রূকুটি বাজায় ঢাক রাখিল বায়েন।"

তৎপরে সকলে শুদ্ধমনে পূজায় বসিল। ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিল এবং ধূপ ধুনায় সেই স্থান অন্ধকারপ্রায় হইয়া পড়িল।

ঘন ঘন ধর্ম্মজয় শব্দ উত্থিত হইল। সংযাতের সকলেই মস্তকে 'ধুনা পোড়াইতে' আরম্ভ করিল, এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। এই প্রকারে পূজা সেদিন শেষ হইল।

"রঞ্জাবতী সেবেন সামুলা দেন জয় ॥"

নবমদিবস পর্য্যন্ত এবম্বিধ পূজা আচরিত হইল। দশমদিবসে গামার কাটিয়া ধর্ম্মজয় ঘোষণা করিল, তৎপরে গণেশাদি দেবতার পূজা করিয়া "জাগাল গামার গাছে।" তৎপরে ধর্ম্মপূজক সংযাত সকলে ধরাধরি করিয়া বৃক্ষের বরণ করিয়া—

'বান্ধিল সবার করে সুতা ॥'

তৎপরে ঘোর বাদ্যোদ্যম সহকারে একপ্রকার অনুষ্ঠানের আরম্ভ করিল।

"সাজায়ে কদলী-মঞ্চে,　　কাটারি পাতিয়ে সঞ্চে
ভর দিয়া এল ধর্ম্ম বাটে ॥"

এই অনুষ্ঠানকে 'কাটারি ভর বলে'। নদীতীরে কদলী-মঞ্চে সারি সারি খড়্গ বা তরবারি বা কাটারি (দা) সাজাইয়া দেওয়া হয়, সংযাতের ধর্ম্মব্রতিগণ স্নানান্তে সিক্তবসনে সেই মঞ্চশয্যায় শয়ন করে এবং অন্যান্য ভক্তগণ তথা হইতে ধর্ম্মবেদী বা দেহারা সমীপে আনয়ন করে এবং সপ্তবার বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া অবতরণ করে। অদ্যাপি রাঢ়ে এই ভর দেওয়া হইয়া থাকে। তৎপরে "নবরত্ন জ্বালে তপস্বিনী।" এই নবরত্ন জ্বালা শেষ হইলে সকলে 'প্রণাম খাটিতে' আরম্ভ করিল, প্রণাম খাটা পাঠকগণ অবগত আছেন বিশ্বাস করি—

"পুলকে প্রণাম খাটে, পঞ্চ বাদ্য গীত নাটে,
যোগ যজ্ঞে জাগিল যামিনী।"

আমরা আদ্যের পঙ্ক্তীবাতে 'সেবাগড়া' (প্রণাম খাটা) দেখিতে পাই এবং সমুদায় রাত্র "পঞ্চ বাদ্য গীত নাটে" অতিবাহিত হইতেও দেখি। পরদিবস স্নানান্তে পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মপূজা শেষ করিয়া একে একে

"সুমঞ্চে সন্ন্যাস কাটী গাড়ে চন্দ্রবান বটী
ঘোরমুখা খুর খরশান।
কসিয়ে কোমর আঁটি মুদিয়ে নয়ন দুটি
ঝুপ করে ঝাঁপ দিল তায়॥
ঘোর বাদ্য জয় বোল সামুলা দিলেন কোল
পুনর্ব্বার উঠিল নির্ভয়া।
সঙ্গী শুদ্ধ ভক্ত যত পুনঃ পুনঃ এই মত
ঝাঁপ দিল তবু নাই দয়া॥"

এই প্রকার 'বঁটিঝাঁপ' পালা শেষ হইল; পাঠকগণ এই বঁটীঝাঁপ বুঝিলেন কি? যাঁহারা শিবের গাজন বা ধর্ম্মের গাজন দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর বুঝাইতে হইবে না, কিন্তু যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহাদের বোধগম্য হেতু সংক্ষেপে লিখিত হইল। মঞ্চোপরি ভক্তগণ দণ্ডায়মান হইলে মঞ্চের নিম্নে ও সম্মুখে কদলিভেলায় সংবদ্ধ অর্দ্ধচন্দ্রাকার শাণিত বঁটী সারি সারি করিয়া বিদ্ধ করা হয়, অন্যান্য সংযাতের ভক্তগণ সেই চন্দ্রবান বঁটীযুক্ত ভেলাটি কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া ধারণ করে, ঘন ঘন ধর্ম্মজয় বা শিবজয় ঘোষণা করিতে থাকে এবং বাদ্য ভাণ্ড হইতে থাকে। সেই মঞ্চোপরিস্থ ভক্ত নয়ন মুদ্রিত করিয়া বক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক সেই কদলিভেলায় পতিত হয় এবং বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাকে শ্রীধর্ম্মের নিকটে বা শিব সন্নিধানে আনয়ন করে। তৎপরে 'শালেভর' নামক শেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। লৌহনির্ম্মিত শালকাঁটায় (সূক্ষ্মাগ্রপ্রেক) তীক্ষ্ণাগ্রভাগ উর্দ্ধমুখে রাখিয়া একটী কাষ্ঠফলকের (মানব শয়ন করিতে পাবে) উপর বিদ্ধ করিতে হয়, ঘনরাম লিখিয়াছেন যথা—"পবিপাটী শর সে উত্তম গেছে আঁটা॥

উপরে সূর্য্যের ছটা করে ঝক্ মক্।
পড়িলে পতঙ্গ কুটা উথলে পাবক॥
সিন্দুর জড়িত জবা শোভা করে ভাল।
মঞ্চের সম্মুখে নিল মূর্ত্তিমান কাল॥"

যখন মঞ্চের সম্মুখে নীত হয়, তখন যে আশা বা কামনায় ধর্ম্মপূজায় ব্রতী হওয়া যায়, যদি সে কামনা পূর্ব্ববর্ত্তী কঠোর সাধনায় সিদ্ধ না হয়, তবে শেষ এই 'শালে ভর' মঞ্চে ধর্ম্মজয় ঘোষণা করিয়া সঙ্কল্পমূলক বিষয়ে একান্ত নিষ্ঠাবান্ হইয়া ধর্ম্মউদ্দেশে জীবন ত্যাগ বাসনায় বক্ষ বিস্তার করিয়া নির্ভয়ে লম্ফ প্রদান করিয়া পতিত হইতে হয়।

"ঝুপ করে ঝাপ দিলে শব্দ উঠে ঝুপ ॥"
"বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠ হয় ফার।"

অতি পূর্ব্বকালে এইপ্রকার শালেভর হইত, এক্ষণে হয় না; আমি বাল্যকালে বর্দ্ধমান জেলার কুচুট গ্রামে শ্রীধর্ম্মরাজের পূজায় শালেভরের প্রেকবিদ্ধ তক্তাটি দেখিয়াছি, তাহার পূজা হইত, কিন্তু শালেভর দিতে দেখি নাই।

জিহ্বা-বানফোড়া, কপাল-বান-ফোড়া প্রভৃতি কতিপয় বাণবিদ্ধ লোককে শোণিতাপ্লুত হইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছি। ধর্ম্মের গাজনে চড়ক হয় না,উহা শিবপূজার অঙ্গ। অধুনা ধর্ম্মের পূজক ডোম বা হাড়ী; তাহাদিগকে পণ্ডিত বলে। কোথাও কোথাও বাইতিও আছে। ধর্ম্মের পূজার সহিত কালুরায়ের পূজা হইয়া থাকে এবং শ্রীধর্ম্মপূজাকালে "শ্রীধর্ম্মকালুরায়" নাম একত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে। রাঢ়দেশে কালুরায়, বাঁকুড়ায়, খেলারাম প্রভৃতিরও পূজা দেখা যায়, উহাও ধর্ম্মপূজা। তাঁহারা ধর্ম্মপূজক ও সিদ্ধ ছিলেন, সেই কারণে তাঁহাদের ধর্ম্মের পূজার সহিত পূজা হইয়া থাকে।

দক্ষিণ ময়নাভূমের রঞ্জাবতীপুত্র ধর্ম্মপূজক সিদ্ধ লাউসেনের প্রধান সেনাপতি ও ধর্ম্মভক্ত কালুডোম ছিল। সেব্যক্তি ভীষণ ক্ষমতাশালী বীর ছিল। সিদ্ধ লাউসেন যখন নির্ব্বান প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাকে লইতে স্বর্গ হইতে রথ আইসে, কালুডোমকে সেই রথে চড়িয়া স্বর্গে যাইতে অনুরোধ করিলে কালু বলিল—

"সেন বলে কালুবীর চল স্বর্গবাস।
কালু বলে যাই যদি পাই মদ মাস॥
হেথা সেথা কে জানে অক্ষয় স্বর্গপদ।
যথা পাই সদাই শূকর মাংস মদ॥
সেন বলে সুধাভোগে রাখিব সতত।
কালু বলে স্বর্গকে আমার দণ্ডবত॥
বোল শুনি বীরের বলেন বর দাতা।
কৌবিয় ঝাপরা হও কুলের দেবতা॥
ডোমগণ সদাই পূজিল মদ মাসে।
কালু বলে নেহাল করিলে নিজ দাসে॥"

আদ্যের গাজন বা ধর্ম্মের গাজন, শিবের গাজন, গম্ভীরা প্রভৃতি সকল উৎসবেই ভক্তগণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নৃত্য গীতাদিসহকারে শোভাযাত্রা করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মের গাজনেও তদ্রূপ হইত। উৎসপুরের সুখদত্ত "গাজন লইয়া এল ময়না নগরে" লিখিত আছে দেখিতে পাই এবং 'শিরে ধর্ম্মপাদুকা' অর্থাৎ 'সোনার খড়ম' মাথায় করিয়া আসিবার কথা আছে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনকেও ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি মস্তকে বহন করিবার কথা অবগত হই। ইতিপূর্ব্বে তাহা লিখিত হইয়াছে এবং শৈবপ্রভাবেও এবম্বিধ অনুষ্ঠান দেখিতে পাইবেন।

গাজন ও গম্ভীরা শেষে ভক্তগণ অত্যাপি 'ধূলাখেলা' করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ধর্ম্মপূজায় এই ধূলোট দেখি যথা—

"সম্প্রতি সম্পূর্ণ পূজা চাঁপায়ের ঘাটে।
পণ্ডিত গোঁসাই দিল বিসর্জ্জন ঘটে॥
হরিহর দিল আসি আম্তের ধুমুল।
গাজনে সন্ন্যাসী সব উড়াইল ধুল॥
পণ্ডিত সবার ভালে দিল যজ্ঞ ফোটা।
দক্ষিণান্ত করি রাণী খোলে যোগপাটা॥"

ধর্ম্মাশোক রাজার সময়ের স্তূপ, সেই সময়েব বৌদ্ধশিষ্য ও প্রধান প্রধান বৌদ্ধরাজারও পূজা এবং বহুসংখ্যক নখ-কেশ-অস্থিবিশিষ্ট স্তূপের পূজা হইয়া থাকে। কালুবীরের পূজাও তদ্রূপ ভাবেই হইয়া থাকে। বৌদ্ধগণের বহু উৎসব আছে, সিংহলে 'বনপাঠ' উৎসব প্রচলিত আছে। সেই বনপাঠকালে মধ্যে মধ্যে বাদ্যোদ্যম হইয়া থাকে, রাত্রিকালে প্রদীপ জ্যোতিতে সেইস্থল জ্যোতিষ্মান্ হইয়া যায়। 'পরিও' উৎসব সপ্তাহকাল বর্ত্তমান থাকে। ভোটদেশে তিনটি উৎসব প্রচলিত আছে, একটি গ্রীষ্মারম্ভে, অপর একটি শরতের প্রারম্ভে এবং তৃতীয়টি শীতান্তে সম্পন্ন হয়। প্রথমটি শাক্যমুনির জন্মগ্রহণের স্মরণসূচক। এই অনুষ্ঠান সমূহ একপক্ষ ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে নৃত্য, গীত, ভোজন, দীপদানাদি নানাবিধ আমোদ আহ্লাদ ব্যাপার চলিতে থাকে। আমরা ক্রমশঃই দেখিতেছি, ত্রিমূর্ত্তি স্বীকার, গুরুসন্নিধানে আত্মপাপ অঙ্গীকার, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি ম্লেচ্ছ সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তদীয় ফলভোগ, স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমান অধিকার, সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, ঘণ্টা ও জপমালা ব্যবহার, দেবালয়ে দীপদান, লোবানাদি গন্ধ দ্রব্য প্রদান, ধর্ম্মসঙ্গীত গান ও নৃত্যাদি বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গ। আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের এই ধর্ম্মাচরণ ও উৎসবামোদাদি আচরণ হইতে গম্ভীরার জন্য যৎকিঞ্চিৎ উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। যত্তপি পারগ হইয়া থাকি তাহা হইলে গম্ভীরার উৎপত্তির আদিস্থানের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি সন্দেহ নাই।

ভোটদেশে শীতান্তে একটি উৎসব হয়, সম্ভবতঃ তাহা চৈত্রোৎসবের অনুরূপ, উক্ত ভোট-বৌদ্ধ উৎসব আমাদের গম্ভীরার ন্যায় বলিতে হইবে। ভোটদেশীয় বৌদ্ধগণ নিজধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্ম মিশ্রিত করিয়া লইয়াছে বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন। তাঁহারা ইন্দ্র, যম, যমান্তক (শিব), বৈশ্রবণাদির মন্ত্রপাঠ ও স্তবপাঠ দ্বারা প্রতিদিন তিনবার অর্চ্চনা করেন। 'যমান্তক' পূজা আমাদের শিবপূজাই বলিতে হইবে।

শৈবপ্রভাব।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে (৩২৭ পূঃ খৃঃ) গ্রীকসম্রাট্ আলেক্জাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন; মিগাস্থিনীস সিলিউকস্ নিকেটর নামক গ্রীকনরপতির দূত, মৌর্য্যরাজসভায় দূতস্বরূপ উপস্থিত হন। তিনি এদেশের ধর্ম্মভাব, আচারব্যবহারাদি দেখিয়া যান, গ্রীস দেশীয়

অনেক গ্রন্থে তাহা লিখিত আছে এবং আরও লিখিত আছে যে হিন্দুরা বেকস্ ও হর্কিউলিস নামক দুইটী দেবতার বহুপ্রকার উপাসনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক এ দুইটি দেবতা আমাদিগের নয়, গ্রীকদের ; এদেশে যে দুইটি দেবতাকে তাঁহাদের উক্ত দেবদ্বয়ের ন্যায় বোধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই উক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। আমাদের মহাদেব গ্রাসদেশীয় বেকস্‌দেব একই বলিতে হইবে। মহাদেবের লিঙ্গপূজার ন্যায় বেকস্ দেবেরও লিঙ্গপূজা বিস্তৃতরূপে প্রচলিত ছিল। প্রকারান্তরে গ্রীকগণ মহাদেবেরই পূজা করিয়াছিলেন। গ্রীস দেশেও লিঙ্গপূজা অতিমাত্র প্রবল হইয়াছিল। অনেক নগরেই প্রত্যেক পথে বহুতর মন্দিরে লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল. ও সময়ে সময়ে নানাবিধ ব্যাপার সহকারে লিঙ্গোৎসব সম্পন্ন হইত। জোস্‌ফট্ ও বুদ্ধদেবের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ বেকস্ ও মহেশ ঐ প্রকারেই গ্রাসে নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। "ফেলিফোরিয়া" নামে বেকস্ দেবের একটী মহোৎসব ছিল, তাহাতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরা মেষচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে মসী লেপন করিয়া নৃত্য করিত এবং এক একটি সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে (বেত্রদণ্ডের ন্যায়) চর্ম্মলিঙ্গ বন্ধন করিয়া পথে পথে লইয়া যাইত। তাহারা এইরূপ স্তব করিত যে "হে বেকস্! আমরা তোমার গুণকীর্ত্তন করি, হে উল্লাসের আশ্রয়! তোমার গুণকীর্ত্তন সতী স্ত্রীলোকের শ্রবণীয় নয়।" বেকস্‌ভক্তগণ বেকস্ মন্দিরের সম্মুখে যে তাণ্ডব নৃত্য ও গীতাদিব আচরণ করিত তাহাও বুঝিতে পারি। এই বেকস্‌দেবের পুত্র প্রায়েপস্ নামক দেবতার বিষয়ে এই প্রকরণ সম্বন্ধীয় যে সমুদায় কুৎসিত বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহা স্মরণ করিলেও লজ্জা উপস্থিত হয়। তাঁহার প্রধান প্রধান মহোৎসব কেবল স্ত্রীলোক কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হইত। তাহারা গর্দ্দভ বলিদান ও মদ্যাদি বিবিধ উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া নৃত্য গীতবাদ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিত।

এথিনিয়স্ নামক একজন গ্রীক গ্রন্থকাব লেখেন, গ্রীকেরা বেকস্ দেবের মহোৎসব-বিশেষে একশত বিংশতি হস্ত দীর্ঘ একটি স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া যাইত। আমরা বিবেচনা করি এই বেকস্-দেবের 'ফেলিফোরিয়া' উৎসব আমাদের চড়কপূজা বা শৈবচৈত্রোৎসবের অনুরূপ। এদেশে শিবের গাজনে (শান্তিপুরে শিবের বিবাহে) মালদহের গম্ভীরায় ভক্তগণ এবং সাধারণ জনগণ গাত্রে ধূলি, কর্দ্দম, মসীচূর্ণ প্রভৃতি লেপন করিয়া গ্রামের মধ্যে নানাবিধ কুৎসিৎ ব্যবহার করে। গ্রীকগণ সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড লইয়া যে তাণ্ডব নৃত্য করিত, আমাদের দেশে বেত্রদণ্ড লইয়া তদ্রূপ নৃত্যের ব্যবস্থা দেখা যায়। গীত বাদ্য ও নৃত্যাদির বিবরণ উভয় স্থলেই সমান। শিবের গাজনে বিশেষ বিবরণ অবগত হইবেন।

পূর্ব্বকালে লিঙ্গউপাসনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। প্রায় অষ্টাদশ শতক্রোশ পশ্চিমে মিশরদেশে "আসীরিস্" নামক প্রধান দেবের লিঙ্গপূজা বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল। এই আসীরিস্ ও তদীয় ভার্য্যা 'আইসীস্' দেবীর সহিত শিব ও শক্তির বিবিধ বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ভগবতী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস্ দেবীও সেইরূপ পৃথিবীরূপা। তন্ত্রোক্ত শক্তি যন্ত্র যেমন ত্রিকোণাকৃতি সেইরূপ ত্রিকোণ-যন্ত্র আইসস্ দেবীরও পরিচায়ক ছিল। শিব যেমন

সংহারকর্ত্তা আসীরিস্ সেইরূপ প্রাণসংহারক যমস্বরূপ। শিবের বাহন বৃষ যেমন পূজনীয় আসীরিস্ দেবের 'এপিস্' নামক বৃষও তাঁহার অংশ স্বরূপ বলিয়া পূজিত হইত। এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে, বেকস্ দেব ভারতবর্ষ হইতে দুইটী বৃষকে মিশর দেশে লইয়া যান, তাহারই একটির নাম 'এপিস'। শিব ও অসীরিস্ উভয় দেবতারই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল, অসীরিস্ দেবের হস্তে সেইরূপ একটি দণ্ড দেখা যায়। মিশরে অসীরিস্ দেবের অনেক পাষাণময় মূর্ত্তির সহিত শিবপরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্মের প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উইলকিন্স কৃত প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সহকৃত চিত্রগ্রন্থের তেত্রিশ সংখ্যক চিত্রফলকে অসীরিস্ দেবের চর্ম্মপরিধানবিশিষ্ট চিত্রময় প্রতিরূপ বিদ্যমান আছে। তাঁহার একটী প্রিয় বৃক্ষ ছিল, তাহার পত্র শিব-প্রিয় বিল্বপত্রের মত ত্রিভাগে বিভক্ত। কাশীধাম যেমন মহাদেবের প্রধান স্থান 'মেম্ফিস্' নগর সেইরূপ অসীরিস্ দেবের সর্ব্বোপরি মাহাত্ম্যভূমি বলিয়া পরিগণিত ছিল। দুগ্ধ দিয়া যেমন শিবের অভিষেক করা হয়, ফিলিদ্বীপে অসীরিস দেবের পীঠস্থানে সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র দুগ্ধ অর্পণ করা হইত। মহাদেবের সহিত অসীরিস্ দেবের বিভিন্নতা এই যে, শিব শ্বেতবর্ণ, অসীরিস কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মহাকালও কৃষ্ণবর্ণ—

"মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে:ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্॥" (তন্ত্রসার)

অর্থাৎ দেবীর দক্ষিণ ভাগে ধূম্রবর্ণ, বিকট দর্শন, ভীষণবদন, দণ্ড ও খট্টা' কালের পূজা করিবে। ভারতবর্ষের শিব লিঙ্গপূজার ন্যায় মিশরদেশে অসীরিস্দেবের লিঙ্গপূজা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বান্স কেনেডি এদেশীয় শিব-লিঙ্গ উপাসনার সহিত মিশর দেশীয় লিঙ্গ পূজার দুইটি বিষয়ে বিভিন্নতা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, মিশর দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে লিঙ্গ মূর্ত্তির গ্রাম-যাত্রা বা নগরযাত্রা প্রচলিত নাই। তাঁহার একথাটী নিতান্ত অমূলক। বাঙ্গালাদেশে চৈত্র-উৎসবের সময় সন্ন্যাসীরা সমারোহপূর্ব্বক জলাশয় হইতে শিব-লিঙ্গকে পূজার স্থলে আনয়ন করে, পরে মস্তকে করিয়া গ্রামস্থ লোকের গৃহে বা শিবালয়ে লইয়া যায় ও তথায় স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে।* এই প্রকার উৎসব আমরা শ্রীহর্ষদেবের বুদ্ধোৎসবেও দেখিতে পাই এবং শিব-লিঙ্গের গ্রামযাত্রাবিষয়ক বিবরণ 'শিবসংহিতা'র শিবপূজা প্রকরণে বিবৃত দেখি। আমরা বিশ্বাস করি অসীরিস্ উৎসব ভারত হইতে মিশরে গমন করিয়াছে। ভারতের বৃষসহ শিবোৎসবও মিশরে প্রেরিত হইয়াছিল। "কাছাছোলহাম্বিয়া" নামক মুসলমানি কেতাবে দেখিতে পাই, ইব্লিছ সয়তান ভারত (হিন্দুস্থান্) হইতে তিনটী 'বোত' (দেবমূর্ত্তি) লইয়া গিয়া মিশর আরবাদি দেশে তাঁহার পূজার প্রথা প্রবর্ত্তন করে। এক সময়ে ঐ মূর্ত্তিপূজা বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। সেই বোতের বৎসরে দুইবার শোভা-যাত্রা ও পূজা হইত, নগরবাসিগণ প্রান্তরে সুবৃহৎ মণ্ডপে ক্ষুদ্র বৃহৎ বোতের পূজা করিত এবং নৃত্যগীতাদি বাদ্যোদ্যম হইত। এই উৎসব 'ইদ্' বলিয়া লিখিত আছে।

* বিশ্বকোষ ১৭শ ভাগ 'লিঙ্গ' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সম্ভবতঃ হিন্দুস্থান্ হইতে আনীত শিবমূর্ত্তি তথায় অসীরিসাদি নামান্তর প্রাপ্তি সহকারে পূজিত হইত।

পূর্ব্বতন অসুরা অর্থাৎ এসীরিয়া এবং বাবিরুস্ অর্থাৎ বেবিলন দেশীয় লোক তিন শত হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিত। বেবিলন দেশে যে সমস্ত পিত্তল রচিত পুরাতন লিঙ্গ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির অবিকল প্রতিরূপ। রোমক জাতীয়দের মধ্যেও এই উৎসব প্রচলিত ছিল।

হিউ-এন্-সঙ্গের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি কাশীধামে সুন্দর সুন্দর কুড়িটি মন্দির ও একটি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন শিবমূর্ত্তি দর্শন করেন। ঐ মূর্ত্তিটি পিত্তলময় ও ন্যূনাধিক ছয়ষট্টিহাত দীর্ঘ, ঐ শিবমূর্ত্তি দেখিতে অতীব গাম্ভীর্য্য-শালী এবং দেখিলে জীবিত বোধ হইয়া যুগপৎ ভয় ও ভক্তি উপস্থিত হয়।

আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী পিরুবিয়া দেশে প্রচলিত 'রামসীতোয়া" নামক মহোৎসব ও ঐ দেশীয় নৃপতিগণের সূর্য্যবংশ হইতে উৎপত্তির প্রবাদ; ঐ খণ্ডের মধ্যস্থলবাসী কতক-গুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম সিবু; ফ্রিজিয়াদেশীয়দের একটী উপাস্য দেবতার নাম সেব বা সেবাজিয়স; ঐ দেবোপাসকদের দীক্ষাকালে সর্পঘটিতব্যাপারবিষয়ক প্রথা, মিশর দেশীয়দের একটী দেবতার নাম সেব্, সেবরা বা সোবক; এই সমুদায় প্রস্তাব দ্বারা আমরা কি বুঝিতে পারি? হিন্দুধর্ম্মের প্রচার একদিন ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল কি বুঝিতেছি না?

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, পশ্চিমে হিঙ্গলাজ ও পূর্ব্বদিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ বিভূষিত বিশাল শৈবধর্ম্ম অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। যদিও ভারতে খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্বে এবং বুদ্ধজন্মের বহুপূর্ব্বে শিব-ধর্ম্ম ও পূজা উৎসবাদির বিবরণ দেখিতে পাই, তত্রাচ ভগবান্ শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য হইতেই শিবপূজা ও শৈবমতবাদ প্রচারের ইতি-হাস সংক্ষেপে প্রদান করিব। খৃষ্টাব্দের অষ্টমশতাব্দীর শেষে অথবা নবমশতাব্দীর প্রথমভাগে মলয়দেশের নম্বরি নামক ব্রাহ্মণকুলে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টমবর্ষে উপনয়ন হইলে পর তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। যথাকালে তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে ভারতের নানাদেশ পরিভ্রমণ করেন। বিপক্ষগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন এবং বেদান্তশাস্ত্রের প্রচার [illegible] চলনের উদ্দেশে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ধ্বংসবাসনায় শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গগিরিমঠ, [illegible] দামঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধনমঠ ও বদরিকাশ্রমে জ্যোষিমঠ সংস্থাপন করে[illegible] যথানে বৌদ্ধমতের প্রাদুর্ভাব ছিল, তিনি সেই সেই স্থলেই মঠ স্থাপন করিয়া [illegible] প্রচলন করেন। তিনি আত্মজ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শিবাদির [illegible] উদ্যত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা তদীয় আদেশানুসারে নানাদেশ ভ্র[illegible] তত্রস্থ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া শিবাদি সাকার দেবতার উপাসনা প্রচার করেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের

শিষ্য পরমত কালমিল অশেষরূপে দিগ্বিজয় করিয়া সেই সেই দেশের অনেক লোককে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের উপদেশ দ্বারা শৈবমতাবলম্বী করিতে থাকেন। ত্রিপুরকুমার দ্বারা শাক্তমত ও বটুকনাথ দ্বারা ভৈরব উপাসনা প্রচারিত হয়। শঙ্করাচার্য্য কাঞ্চী, কর্ণাট, কাশী, কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে কাশ্মীররাজ্যে গমন করেন এবং তথায় প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সরস্বতীপীঠে অধিষ্ঠিত হন। তথা হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান ও অবশেষে কেদারনাথে গিয়া বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে প্রাণত্যাগ করেন।

বৌদ্ধগণের সহিত শঙ্করশিষ্যগণের ঘোর যুদ্ধ হইত, তাহাও অবগত হওয়া যায়। শঙ্করশিষ্যগণের বেদান্তানুমত তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনই ইহাদের আদিধর্ম্ম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু পরে ইহাঁরা তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শৈবমতানুবর্ত্তী বহু শাখা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে নাগাসন্ন্যাসীরা বড়ই ভীষণ, তাহারা গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াও প্রকৃত যোদ্ধা। ইহারা বিভূতির উপাসক। বিভূতি রাশিকে একত্র করিয়া জমাইয়া রাখে এবং গিরিমৃত্তিকায় চিত্রিত ও চন্দনাদি দ্বারা বিলেপিত করিয়া থাকে। হরিদ্বারে একবার নাগারা বৈষ্ণবগণের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণবধ করে।

অঘোরীরা মদ্যমাংস ও তান্ত্রিক সাধনে নরহত্যা পর্য্যন্ত করিত। অঘোরীরা শবকঙ্কাল লইয়া আরাধনা করে। ঊর্দ্ধবাহু, আকাশমুখী দেখি। আকাশমুখীর বিবরণ পাঠকগণের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কোন কোন সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধপদ ও নিম্নমস্তক হইয়া তপস্যা করেন। ইহাঁরা ঊর্দ্ধদিকে বৃক্ষ-শাখাদি কোন বস্তুতে পা দুটি বন্ধনপূর্ব্বক অধোমস্তক হইয়া ঝুলিতে থাকেন এবং মস্তকের নিম্নদেশে অগ্নি স্থাপন করিয়া রাখেন। ধর্ম্মের গাজনে ঘনরামের পুঁথিতে তাহার নিদর্শন পাই, যথা—

"উপরে যুগলপদে অধ লোটে শির।
ধূনা অগ্নিকার করে বদনে রুধির॥"

ঊর্দ্ধবাহু যথা— "বেতহাতে নাচে গায় ডাকে ধর্ম্মজয়।
ঊর্দ্ধবাহু করে কেহ একপায় রয়॥"

শিবের গাজনে, ধর্ম্মের পূজায় এবং আদ্যের গম্ভীরা উৎসবেও এই প্রকারের অনুষ্ঠান দেখি। গুদড়, রুখড় ও সুখড় নামক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গণ পাত্রবিশেষে ধূপ জ্বালাইয়া ভিক্ষা করে। গুদড়েরা ধুনুচীতে এবং রুখড় ও সুখড়েরা খর্পরে ধূনা জ্বালায়। শিবের গাজনে, ধর্ম্মের গাজনে ও গম্ভীরায় 'ধূনাপুড়ান' প্রথা ঐ প্রকার। 'ঠিকরনাথ' সম্প্রদায়গণ ললাটে মসী ও সিন্দুর লেপনপূর্ব্বক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভিক্ষায় যায়। হস্তস্থিত মৃৎপাত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে ঘৃতাদি দাহ্যপদার্থ অর্পণ করে, লৌহশলাকা উত্তপ্ত করিয়া গাত্রে আঘাত করে।

ব্রহ্মচারিসম্প্রদায় মধ্যে বিস্তর কঠোর তপস্যা অবলম্বনের কথা অবগত হওয়া যায়। এই প্রকারের কঠোর আচরণে মনকে দৃঢ় করিয়া শিব ধর্ম্মাদির আরাধনায় তাঁহাদের প্রসাদলাভধারণা যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বলবতী, তাহাদিগকে ধর্ম্মের গাজন, শিবের গাজন ইত্যাদির প্রবর্ত্তক বলিয়াই বিবেচনা হয়। ধর্ম্মের গাজনের শালেভরের ন্যায় বহুকণ্টকাকীর্ণ বা কঙ্করময় শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবার প্রথা ব্রহ্মচারী মধ্যেও দৃষ্ট হয়। ভক্তের যন্ত্রণাকর লৌহকণ্টকাকীর্ণ শয্যায় শয়নে ভক্তবৎসলের করুণার শীঘ্র সঞ্চার হইবার আশায় এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। ধর্ম্মের গাজনে রঞ্জাবতীকে যেমন শালেভর দিতে দেখি, তদ্রূপ আসিয়াটিক রিসার্চ্চ নামক পুস্তকাবলীর পঞ্চম খণ্ডে পরমস্বতন্ত্র-প্রকাশানন্দ ব্রহ্মচারী নামে একটি ব্রহ্মচারীর বৃত্তান্ত ও চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকটিত আছে। তিনি কঙ্করময় ও কণ্টকাকীর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন।

এক্ষণে বঙ্গের কতিপয় রাজন্যগণের সংক্ষিপ্ত রাজ্যকাল ও ধর্ম্মভাবের বিবরণ বিবৃত করিয়া বৌদ্ধপ্রভাবের হীনতা ও শৈবপ্রভাবের ক্রমোৎকর্ষের পরিচয়সহ গম্ভীরার প্রাচীনত্বের ইতিহাস প্রদান করিব।

সেনরাজগণের সময়ে বঙ্গে শৈবধর্ম্ম ও তান্ত্রিকতায় বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়, কিন্তু তাঁহাদের বহু পূর্ব্বে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়া ধীরপদবিক্ষেপে হিন্দু-তান্ত্রিকতা আত্ম-বিস্তারলাভ করিতেছিল। সেনরাজগণের কিছু পূর্ব্বে বিক্রমশিলার আচার্য্যদীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে দেখিতে পাই, তিনি নয়পালের গুরু ছিলেন। শ্রীজ্ঞান নয়পালকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। নয়পাল খৃঃ ১০৩০ হইতে ১০৫৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীজ্ঞান একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন, তাঁহার প্রভাবে মগধে এবং গৌড়ে সর্ব্বত্র তান্ত্রিক-মত প্রচলিত হয়, কিন্তু আমরা শ্রীজ্ঞানকে বৌদ্ধতান্ত্রিক বলিয়া অনুমান করিলেও অধিকাংশ হিন্দুতান্ত্রিকতা তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল তাহাও নিশ্চয়। এই সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার শেষকাল এবং শৈবধর্ম্মানুরাগী হিন্দুতান্ত্রিকতার নব-অনুরাগকাল ধরিলে আমরা বৌদ্ধ ও শৈব মিশ্রধর্ম্মে তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা এবং তান্ত্রিকধর্ম্মান্তর্গত আচার-ব্যবহার নৃত্যগীতাদির যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল, তাহা কল্পনা করিতে পারি। চামুণ্ডা, বাসুলী, কালী প্রভৃতির পূজক ও ভক্তগণকেও বৌদ্ধ ও শিবমন্দিরে পূজা ও উৎসবামোদে লিপ্ত দেখিতে পাই। এই সময়েই ত্রিষষ্ঠীগড়াধিপতি কর্ণসেনকে ইছাই ঘোষ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করিয়া দেয়। ইছাই বাসুলীর বরে দিনে দিনে বাড়িয়াছিল।

ধর্ম্মপূজক লাউসেন ভগবতীর বরপুত্র ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী কানাড়া যখন গৌড়পতি ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন বাসুলী-উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—

"মনের হরিষে আজি পূজিব বাসুলি।
নবলক্ষ বিপক্ষ সম্মুখে দিব বলি॥"

লাউসেন (অনুমান ১০০০—১০৫০খৃঃ,) রাঢ়দেশে রাজ্য করিতেন, দক্ষিণময়নাচক্র

তাঁহার রাজধানী ছিল, তিনি একজন ঘোর বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন, কিন্তু তিনি রঙ্কিণীকালী এবং লোকেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালকে তিনিই ধর্ম্মপূজায় ব্রতী করেন।

"ধর্ম্মপূজা কর রাজা ধরণীমণ্ডলে।
আদরে আমার বর পাবে করতলে॥"

লাউসেনের সময়ে রাঢ়দেশে ধর্ম্মের গাজন এবং তদনুরূপ শিবের গাজনেরও অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়। ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃবধূ মাণিকচন্দ্রের মহিষী হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধার নিকট বৌদ্ধতান্ত্রিকধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। তৎকালে ধর্ম্মপূজার বিশেষ প্রচলন হইয়াছিল। যোগীপাল, মহীপাল গীতাদিদ্বারা বৌদ্ধতান্ত্রিকতাবিশিষ্ট ধর্ম্মের পূজাসম্বন্ধীয় বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মপালের শিষ্য কালবিরূপ, রামপালের রাজত্বসময়ে ত্রিপুরায় গমন করিয়া ত্রিপুররাজকে তান্ত্রিকবৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। রামপালের সময়ে গৌড়ের সর্ব্বত্র তান্ত্রিকগণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। রামপাল ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাঁহার পুত্র এক রমণীর প্রতি অত্যাচার করায় তিনি সেই পুত্রকে শূলে দিয়াছিলেন। সেই সময়ে শিবশক্তি এবং বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-শক্তির সমান মান্য ও পূজাদি এবং শোভাযাত্রা ও রমাই পণ্ডিতের মতে আদ্যের গাজনও হইত। সেই ধর্ম্মের গাজনের অনুরূপ উৎসবামোদাদি শৈবসম্প্রদায় মধ্যেও অনুষ্ঠিত হইত, গৌড়প্রদেশে শ্রীধর্ম্ম ও শিব একত্র পূজিত হইতেন; উভয় উৎসবই এক সময়ে ও একই প্রণামত অনুষ্ঠিত হইত। লাউসেন-প্রবর্ত্তিত শ্রীধর্ম্ম ও শিবের গাজন যেমন রাঢদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তদ্রূপ কালবিরূপ, রমাই পণ্ডিত, গোবিন্দচন্দ্র, রামপাল, যোগীপাল, মহীপাল প্রভৃতি ধর্ম্মপূজকগণ দ্বারা রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী প্রভৃতি গৌড়মণ্ডলে শিব ও শ্রীধর্ম্মপূজা প্রচলিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১১১০ হইতে ১১১২ অব্দের মধ্যে বিজয়সেনকে গৌড়সিংহাসনে দেখিতে পাই। তিনি শৈব ছিলেন, তাঁহার উপাধি 'বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর'। তিনিই বর্ত্তমান রাজসাহীর অন্তর্গত দেপাড়ার প্রদ্যুম্নেশ্বর শিব স্থাপন করেন, সম্ভবতঃ তাঁহার সময়েই, শিবোৎসব প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। এই সময়ে বৌদ্ধ পালনরপতিগণ বহুলাংশে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তান্ত্রিকতা তাঁহাদের ধর্ম্মকে বিপর্য্যয় করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা মদনপাল দেবকে ১১১৯-১১৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত দেখিতে পাই, তিনি বটেশ্বর স্বামীর নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়া অতীব সন্তোষ লাভ করিয়া থাকিবেন, এবং তদ্বর্ণিত বাণো-পাখ্যান শ্রবণ করিয়া শিব প্রতি ভক্তি ও শিবারাধনায় তান্ত্রিক পদ্ধতিও অবগত হইয়া রমাইপণ্ডিত-প্রতিষ্ঠিত তান্ত্রিকতামূলক শ্রীধর্ম্মোৎসবানুষ্ঠানের অনুরূপ বাণোৎসবের সদৃশ শিবোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিবেন, ইহাও ধারণা হইতেছে।

রাধানগর হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে যে 'শিববন্দনা' প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাইতেছি 'কাঁউসেন দত্ত পুত্র নয়সেন দত্ত' শিবের ব্রত পৃথিবীতে

প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলেও দেখি কর্ণসেনপুত্র লাউসেন শ্রীধর্ম্মপূজা প্রচলন করেন। ইত্যাদি কারণে অনুমান করা যায়, শ্রীধর্ম্মোৎসব হইতেই শিবোৎসব প্রচলিত হইয়াছে এবং কাটসেনই কর্ণসেন এবং ময়সেনই লাউসেন। অতএব আমরা শ্রীধর্ম্মোৎসবানুরূপ শিবোৎসব গৌড়মণ্ডলে মদনপালাদির সময়েও অনুষ্ঠিত হইত অনুমান করি। তৎপরে শৈব সেনবংশের প্রতাপকালে শ্রীধর্ম্মোৎসবমিশ্রিত তান্ত্রিক শৈবোৎসবের উৎকর্ষ এবং পৌরাণিক ভিত্তিবিশিষ্ট হইতে দেখিতে পাই। ক্রমশঃ তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইবে। এই সেনবংশের রাজত্বকালে শিবের চৈত্রোৎসব এবং মালদহে গম্ভীরার পৌরাণিক ভিত্তি বিশিষ্ট উৎসবামোদের ইতিহাস দেখিতে পাই। এই সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকভাব শৈবতান্ত্রিকতায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান মালদহান্তর্গত কাগচচিরা গ্রামের সন্নিকটে চৌদ্বার, যেখানে প্রাচীনকালে নগরদ্বার বা দুর্গদ্বার ছিল, তাহার অনতি সন্নিকটে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল; এই গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানের উত্তরাংশে 'সম্বরপুর' বলিয়া একটী প্রাচীন স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথায় সম্বরবাসিনী দেবীর স্থান বর্ত্তমান। এই সম্বরপুরে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মদনপালদেবের রাজধানী ছিল। ভাগীরথী সম্বরপুর গ্রাস করিয়াছিলেন। বল্লালসেন এই সম্বরপুর ও নগরদ্বার (নাগরাই)-অধিপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। গৌড় সন্নিকটে যে বৌদ্ধ রাজা ছিলেন, বল্লাল কর্ত্তৃক বিতাড়িত হওয়াতে গৌড়দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। তৎকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের দক্ষিণাংশে কালিন্দী ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলের দক্ষিণে পেশল নগরী ও গঙ্গারামপুর বলিয়া বিখ্যাত যে সমৃদ্ধিশালী নগরদ্বয় বর্ত্তমান ছিল, এক্ষণে তাহা পিছলী ও গঙ্গারামপুর কাঠাল নামে খ্যাত আছে, জঙ্গলাবৃত ভূভাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই স্থান আদিশূরের গৌড়নগরী বলিয়া খ্যাত আছে। ঐতিহাসিকেরাও ইহা স্বীকার করেন যে ইহা আদি গৌড় বা বৌদ্ধগৌড় নামেও বিজ্ঞসমাজে খ্যাত ছিল। আমি গৌড় পর্য্যটনকালে উক্ত কাঠালের মধ্যে মানবপ্রমাণ বৌদ্ধমূর্ত্তি পতিত থাকিতে দেখিয়াছি, এবং প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট নগরের জলন্ত দৃষ্টান্ত অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

'সময়প্রকাশ' নামক পুস্তক পাঠে জানা যায়, যে বল্লালসেন দেব কর্ত্তৃক ১০৯১ শকে অর্থাৎ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে 'দানসাগর' রচিত হয়। অতএব তাহার পূর্ব্বেও তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। রাজা বল্লালকে আমরা বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রশ্রয়দাতা বলিয়া বিবেচনা করিবার বিলক্ষণ হেতু দেখিতে পাই। সিংহগিরি তাঁহার বৌদ্ধতান্ত্রিক গুরু। তিনি বৌদ্ধমঠের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে বল্লালকে অনিরুদ্ধ ভট্ট নামক বৈদিক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। প্রথমে মহারাজ বৌদ্ধমতের পোষকতা করিতেন, শেষে তাঁহাকে শৈব ও অন্তে বিষ্ণুভক্ত হইতেও দেখা যায়। তাঁহার রাজত্বের প্রথমভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের ও তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের প্রাদুর্ভাব ও তৎসঙ্গে

সঙ্গেই বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মভাবের অভ্যুদয় হইতে থাকে, এই সময় হইতেই বৌদ্ধউৎসব ও শৈব উৎসবের সম্পূর্ণ পার্থক্য সাধিত হইতে আরম্ভ হয়।

যে কারণে বল্লালকে বাধ্য হইয়া বৌদ্ধগুরু সিংহগিরিকে ত্যাগ করিতে হয় এবং অনিরুদ্ধ ভট্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়, সেই কারণেই বৌদ্ধ ও শৈব উৎসবাদির বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। শৈব প্রজাগণের বিদ্রোহই এই ধর্ম্মবিপর্য্যয়ের হেতু হইয়াছিল। স্থানান্তরে এ বিষয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। বল্লালের সময়ে গৌড়-নগরে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও চামুণ্ডা মন্দির, পাটলাচণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবী দৃষ্ট হয়।

অনিরুদ্ধ ভট্ট তেজস্বী ও শাস্ত্রজ্ঞ সত্যবাদী পুরুষ ছিলেন, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের একান্ত বিরুদ্ধবাদী ও শত্রু ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার সময়েই বৌদ্ধতান্ত্রিকতামূলক পূজাপদ্ধতি অপসারিত করিবার মানসে শিবোৎসবে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ভাবের সমাবেশ সাধিত হয়। এই সময় হইতেই শিবপারিষদ ও তান্ত্রিক শিবশক্তির নৃত্যাদির আরম্ভ হইয়া থাকিবে। শ্রীধর্ম্মপূজার যত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেই সমুদায় ক্রিয়াকলাপ জন-সমাজে বদ্ধমূল থাকাতে, তদনুরূপ ক্রিয়াকাণ্ডবিশিষ্ট শিবপূজার চৈত্রোৎসবের প্রচলন এবং বাণ উপাখ্যানাদির উপাখ্যানাংশ অবলম্বনে সাধারণের হৃদয়ে শিব-ধর্ম্ম ভাবের বীজ নিহিত করিয়া ছিলেন। এই সময়ে বা কিয়দ্দিবস পরে উক্ত শিবোৎসব "গম্ভীরা" উৎসব নামে প্রচলিত হয়।

শিবপুরাণোক্ত শিব নামের তালিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে—

"নৃত্যপ্রিয়ো নত্যনিত্যঃ প্রকাশাত্মা প্রকাশকঃ।"

নিত্যপ্রিয় বলিয়াই শিব সকাশে নৃত্য করিবার কারণ অনুমিত হইতেছে এবং

"যুগাদিকৃদ্ যুগাবর্ত্তো গম্ভীরো বৃষবাহনঃ॥"

উক্ত প্রমাণানুসারে বৃষভবাহন গম্ভীর শিবের পূজাই 'গম্ভীর'পূজা অর্থাৎ গম্ভীরোৎসব বলিয়া সাধারণে খ্যাত হইয়া থাকিবে।

বল্লালসেনপুত্র মদনশঙ্কর লক্ষ্মণসেন দেব পরম শৈব ছিলেন, তাঁহার সময়ে শিবপূজা ও শৈবগণের প্রতাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে শিবপূজা অর্থাৎ চৈত্রোৎসব হইতে বৌদ্ধভাব একেবারে বিতাড়িত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু যে প্রথা সাধারণের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার মূলোৎপাটন একেবারে অসাধ্য ব্যাপার। এই কারণে শিবোৎসবের অভিনব নিয়মাবলী সহ পৌরাণিক কথার সামঞ্জস্য বর্ত্তমান রাখিয়া নূতন মত ও প্রথা প্রচলিত হয়। যে উদ্দেশ্যে হলায়ুধ রাজাদেশে 'মৎস্যসূক্ত' রচনা করেন,* সেই উদ্দেশ্যেই বৌদ্ধভাব হইতে পৌরাণিক ভাবে শিবারাধনার প্রচলন হয়। তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন

* বিশ্বকোষ ১৭শ ভাগ ৪২৪ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

করিয়াও যেমন লক্ষ্মণসেন বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্ম্মপ্রচার বিস্তীর্ণভাবে করিতে না পারিয়া 'মৎস্যসূক্ত' প্রণয়ন করান, তদ্রূপ বৌদ্ধ তান্ত্রিকাচারপূর্ণ শৈবোৎসবকে পৌরাণিক ভাব ও পদ্ধতিপূর্ণ করিবার জন্যও চেষ্টা করেন।

এই সময়ে উৎকলে বিন্দুসরোবরতীরে এবং শ্রীক্ষেত্রে শিবোপাসনা প্রচার বিস্তীর্ণভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উড়িষ্যার সমুদায় অধিবাসী প্রায় শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন, সহস্র সহস্র শিবমঠ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। সম্ভবতঃ সেই শিবধর্ম্মপ্রচারক্ষেত্র হইতেই গৌড়নগরে শিবমঠনির্ম্মাণের সূত্রপাত হইয়া থাকিবে। যদিও বহুপূর্ব্ব হইতে শিবমন্দির নির্ম্মিত হইত, কিন্তু তাহা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল। এই বৌদ্ধপ্রথামত শিবমন্দির-নির্ম্মাণ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন-মানসে উৎকল দেশস্থ শিবমন্দিরের প্রথা মত এতদ্দেশে শিবমন্দির-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া থাকিবে। উৎকলে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভিতরগৃহের নাম 'গম্ভীরি' এবং শিবমন্দির মধ্যস্থ দেহারা অর্থাৎ ভিতর গৃহে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে শিবলিঙ্গ অবস্থান করেন বলিয়া শিবালয়ের নাম 'গম্ভীরা'। এদেশেও গম্ভীরা গৃহ ঐ প্রকারের দুইটী গৃহবিশিষ্ট এবং ভিতরগৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। উৎকল ভাষায় পূজাপদ্ধতি পুস্তকে শিবের বন্দনায় গম্ভীরা অর্থে শিবালয় দৃষ্ট হয়। পাঠক মহোদয়গণের দর্শনার্থ উক্ত বন্দনাটি লিখিত হইল—

"মহাদেবঙ্ক বন্দনা"।

"কৈলাসবাসীঙ্ক পাদে করিলি বন্দন।
কৈলাস ত্যজি এঠারে হোএ প্রসন্ন॥
খট্টাঙ্গধর পুরুষ কামদেব ধ্বপু।
ক্ষণমাত্রে সাহাহুঅ ফেড় মো সন্তাপু॥
গৌরীঙ্ক প্রাণনাথ যোগীঙ্ক ঈশ্বর।
গঙ্গাকু বহিছ শিরে নাম গঙ্গাধর॥
ঘোর গম্ভীর তে ঘন ঘন ঘণ্টাবাজে।
ঘটঙ্ক কপোল প্রভু অর্দ্ধচন্দ্র সাজে॥
* * * *
ঠিয়াহৈ কবিকর্ণ করন্তি জনান।
ঠিকে মহাদেব পদে পশিলি শরণ॥"

এই বন্দনা মধ্যে দেখিতে পাই "ঘোর গম্ভীরতে ঘন ঘন ঘণ্টাবাজে।" অতএব ঘোর গম্ভীরই শিবমন্দির। অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভিতরগৃহে শিবাধিষ্ঠান স্থান এবং উক্ত প্রকার মন্দিরই 'গম্ভীর' অর্থাৎ শিবালয়। লক্ষ্মণসেনের সময় যেমন শৈবধর্ম্ম গৌড়দেশে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সঙ্গে গম্ভীর শিবপূজা গম্ভীর মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া বৌদ্ধভাববর্জ্জিত গম্ভীরা-মণ্ডপ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। শিবপূজাদিতে পদ্মপুষ্প বিশেষ প্রকারে

ব্যবহৃত হইত, পদ্মমালা বিভূষিত শিব, পঙ্কজ শোভিত শিবালয়ে শোভিত হইতেন বলিয়া, পঙ্কজম্ অর্থাৎ গম্ভীরম্ একার্থবোধক দৃষ্টে 'গম্ভীর' নাম প্রাপ্তির অন্যতম হেতু।

লক্ষ্মণসেন দেবের সময় রাজঅনুকরণে বৌদ্ধ উৎসব ও নৃত্যগীতাদির সহিত পৃথক্ ভাব দেখাইবার জন্য 'গম্ভীর' সন্নিকটে পঙ্কজমণ্ডিত গম্ভীর মধ্যে চামুণ্ডা, কালী, বাসুলী, মশানকালী, প্রমথগণাদির শিবানন্দপ্রদ তাণ্ডব নৃত্যাদির সমাবেশ করেন, তৎকালীন তান্ত্রিক শিবধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব দৃষ্টে অনুমান করিতে পারি।

এই প্রকার নৃত্যগীতাদি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার নিদর্শন শিবসংহিতান্তর্গত ধর্ম্মসংহিতা মধ্যে দৃষ্ট হয়। অধুনা আমরা গম্ভীরা মধ্যে গৌরী, কালী, চামুণ্ডা, চণ্ডী, বাসুলী প্রভৃতি শিবশক্তির রূপধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে দেখি, ইহা অপৌরাণিক নহে, সম্পূর্ণ পুরাণসম্মত।

শিবঠাকুর নৃত্যপ্রিয় ও কৌতুকপ্রিয়, সুতরাং ভক্তগণ নৃত্যকৌতুকাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তোষ লাভের চেষ্টা করিবেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ।

ধর্ম্মসংহিতায় আছে,—একদা চন্দ্রশেখর ক্রীড়া করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে নন্দীকে আদেশ করিলেন, হে বানরানন! তুমি আমার আদেশানুসারে কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিয়া কুন্তমণ্ডলা গৌরীকে আমার নিকট শীঘ্র আনয়ন কর। নন্দী প্রস্থান করিলে, অপ্সরাগণ আদরের সহিত পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন—দাক্ষায়ণী ব্যতিরেক কোন্ স্ত্রী ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে? কুষ্মাণ্ড দুহিতা চিত্রলেখা অপ্সরাগণের এইরূপ বাক্যশ্রবণে উত্থিত হইলেন ও "আমি গৌরীর রূপ ধারণ করিয়া ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারি, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিতে পার। দেবীর সখীগণের দেবীরূপ ধারণ করা কঠিন নহে।" উর্ব্বশী বৈষ্ণবযোগ অবলম্বন করিয়া নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর অন্যান্য অপ্সরাগণ উর্ব্বশীর রূপ পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব রূপ পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রম্লোচা সাবিত্রীরূপ ধারণ করিলেন, মেনকা গায়ত্রী, সহজন্যা জয়ারূপ, পুঞ্জিকস্থলী বিজয়ারূপ এবং ক্রতুস্থলী বিনায়ক রূপ ধারণ করিলেন, তাহাদের এই কৃত্রিম রূপ ধারণ অকৃত্রিমবৎ হইয়াছিল। অনন্তর কুষ্মাণ্ডদুহিতা চিত্রলেখা তাঁহাদিগের রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া, বৈষ্ণব আত্ম-যোগ, শিল্পকৌশল ও অনুকরণ-নৈপুণ্য নিবন্ধন দিব্য ও অত্যদ্ভুত পার্ব্বতীরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার পার্ব্বতীরূপ ধারণ অতি মনোহর ও আশ্চর্য্যই হইয়াছিল। স্বর্গীয় নূপুরমণির রণৎকারে দিগন্তরাল সকল পূর্ণ হইল।

ছদ্মবেশিনী উর্ব্বশী শিব সকাশে গমন করিয়া বলিলেন, হে দেবেশ! গৌরী ও গণের সহিত মাতৃগণ ও আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; আপনি কৃপা-কটাক্ষপাতে আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। শিব তৎকালে যাহা আচরণ করিলেন, তাহা পাঠ করুন।

"এবমুক্তস্তয়া রুদ্রস্ত্যক্তা শয্যান্ত হৃষ্টবৎ।
পুরস্তান্নির্গতৌ শৌর্য্যাঃ শনৈঃ সপ্ত পদানি তু॥" ৩৬। (ধর্ম্মসংহিতা)

অনন্তর পিনাকধৃক্ পার্ব্বতীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক শয্যাতে সমারূঢ় হইয়া তাঁহার সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তৎপরে—

"রুদ্রং গায়ন্তি নৃত্যন্তি সর্ব্বাঃ কপটমাতরঃ।
কশ্চিদ্গায়ন্তি নৃত্যন্তি রময়ন্তি হসন্তি চ ॥৬৬।" (ধর্ম্মসংহিতা)

কপটরূপা মাতৃগণ রুদ্রদেবের চতুর্দ্দিকে গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য ও সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদিগের উভয়ের অনুরাগ সম্বর্দ্ধিত করিয়া হাস্য-জ্যোৎস্না বিস্তার করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সহস্র সহস্র মাতৃগণ অতি মধুর শব্দ এবং শিবও রুদ্রের সহিত অত্যন্ত অদ্ভুত শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এই ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ছিদ্র ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ—

"কেচিদ্গায়ন্তি নৃত্যন্তি হসন্তি চ রুদন্তি চ।" (ধর্ম্মসংহিতা)

শিব একেবারে এই আচরণে বিমোহিত ও আনন্দিত হইলেন। এমন সময়ে নন্দীশ্বর মাতৃগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুতবেশা গৌরীও অনুচরবর্গ পরিবৃত হইয়া আকাশ হইতে ভর্ত্তার নিকট আগমন করিলেন। এই উভয় সম্প্রদায় যখন একত্র হই-লেন, তৎকালে এক বিস্ময়ভাবের অবতারণা হইল।

"কিমিয়ং পার্ব্বতী দেবী কিমিয়মিত্যচিন্তয়ন্।
তাং দৃষ্ট্বা চকিতাঃ সর্ব্বে কিমিয়ং বা সুশোভনা ॥১২।" (ধর্ম্মসংহিতা)

এক্ষণে প্রকৃত পার্ব্বতী কে তাহার নিদর্শন হইল না। কারণ তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎমাত্র ভেদ দৃষ্ট হয় নাই।

সকলেই দুই দুইটি, বড়ই আশ্চর্য্য। অনন্তর মহাদেবের পার্শ্বস্থিতা পার্ব্বতী দিব্য নারী-গণের ক্রীড়িতরূপ ভর্ত্তৃব্যতিক্রম জানিতে পারিয়া তৎকালে হাস্য করিতে লাগিলেন। অপ্সরা-গণও আনন্দে মত্ত হইয়া কিলকিলা রব করিতে লাগিল। ভূত পিশাচ যক্ষগণও আনন্দে মত্ত হইল। শিবেরও যথেষ্ট আনন্দের উদয় হইল। অপ্সরাগণের ক্রিয়া-কলাপ সেইরূপ তাঁহার প্রীতিকর হইয়াছিল। এই বিস্তীর্ণ ভ্রম-অভিনয়ে শিবের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ হইয়াছিল। আমরা বিশ্বাস করি, এই পৌরাণিক শিবসন্তোষব্যাপার হইতে শিবপ্রীতি উৎপাদন মানসে (আদ্যের গম্ভীরাতে) গম্ভীরদেবের সম্মুখে তাঁহার সেবকগণ গীতবাদ্যাদি এবং নৃত্যকালে উক্ত বেশান্তর অবলম্বনে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। সেনরাজগণের সময়ে এই প্রকার উৎসব আচরিত হওয়াই সম্ভব বোধ হয়। এই প্রকার ভর্ত্তৃব্যতিক্রম-ক্রীড়াপ্রদর্শন গম্ভীরার অঙ্গস্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে তান্ত্রিকগণ দক্ষযজ্ঞে সতীর পিতৃগৃহে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া হরকে কয়েকপ্রকার মূর্ত্তি

দেখাইয়া ছিলেন। শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধে চণ্ডমুণ্ড বিনাশ কালে যে ভয়ঙ্করী চামুণ্ডাদিরূপের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সমুদায় প্রতিরূপ মূর্ত্তির নৃত্য দ্বারা গম্ভীরার শোভা যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

রাঢ়দেশে যে শিবের ও শ্রীধর্ম্মের গাজন অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা ময়নানগরাধিপতি লাউসেন প্রচলিত। তদ্দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকপ্রভাব গৌড়নগর অপেক্ষা বহু পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকায় শ্রীধর্ম্মের গাজন ও শিবের গাজনে সেই প্রাচীনতা এককালে লোপ পাইতে পারে নাই। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড় হইতে বৌদ্ধগণ ক্রমশঃ বিতাড়িত এবং শৈবপ্রভাবের সঙ্গে বৈদিক ও তান্ত্রিকাচার বৃদ্ধি, কান্যকুব্জ প্রভৃতি দেশ হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণাদির আনয়নব্যাপার এবং ধর্ম্ম ও সমাজশোধনের উপর সেনরাজগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় গৌড়নগরাদি হইতে শ্রীধর্ম্মের উৎসবও বিতাড়িত বা লোপ প্রাপ্ত হয় এবং রমাই-পণ্ডিতের মতাবলম্বিগণ নীচ জাতি তৎপথাবলম্বন ত্যাগ করিয়া তান্ত্রিকতামূলক পৌরাণিক ভিত্তিবিশিষ্ট আদ্যের গম্ভীরার বিকাশ সাধন করিতে থাকে। বৌদ্ধভাব লুপ্তপ্রায় হইলেও শিবোৎসবের সংস্কারসাধনের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া গিয়াছে।

রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের সময়ে বৌদ্ধ-প্রভাব গৌড়দেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। লক্ষ্মণের বৈদিক মতপ্রচার প্রধান উদ্দেশ্য থাকিলেও তৎকালে তান্ত্রিক (বৌদ্ধতান্ত্রিকমূলক?) মতের প্রাধান্য সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল। পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা লক্ষ্মণসেন তান্ত্রিক ও বৈদিক মতবাদিগণের মধ্যে কৌশলে একতা সম্পাদন মানসে প্রসিদ্ধ বৈদিকপণ্ডিত হলায়ুধদ্বারা মৎস্য-সূক্ত নামে মহাতন্ত্র প্রচার করেন। জনসাধারণ তৎকালে তান্ত্রিক ধর্ম্মে অতিশয় অনুরক্ত ছিল, সুতরাং তান্ত্রিক ধর্ম্ম উচ্ছেদ করা এবং বেদ-বিধি মত প্রচার করা বড় সহজ সাধ্য ছিল না। সাধারণ প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্মমতের বিরোধী মতবাদ প্রচার করিতে হইলে তাঁহাকে তাঁহার পিতার ন্যায় বিপদে পতিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। তৎকালে তান্ত্রিক মতাচারী প্রজাপুঞ্জের শক্তিও বিলক্ষণ ছিল। আমরা এই সমুদায় কারণেই আদ্যের গম্ভীরায় তান্ত্রিকতার নিদর্শন দেখিতে পাই। বল্লাল-সেনের সময়ে শিবপূজার যে তান্ত্রিকাংশ অসম্পূর্ণ ছিল, তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের সময়ে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।

অতঃপর শিবপুরাণোক্ত আদ্যের গম্ভীরাপোষক কতিপয় বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকগণকে দেখাইব যে আদ্যের গাজন বা গম্ভীরা এবং ধর্ম্মের গাজনের সহিত শিব-পুরাণোক্ত বিবরণের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। শিবলিঙ্গ উৎপত্তির পৌরাণিক বিবরণ সর্ব্বপ্রথমে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

"একদা ভগবতী ত্রৈলোক্যসুন্দরী শবরীবেশে শবরবেশধারী মহাদেবের সহিত ভ্রমণে বাহির হইলেন। ঋষিপত্নীরা সৌন্দর্য্যময় শবরকে দর্শন ও তাঁহার মধুর বাক্যাবলী শ্রবণে মোহিত হইয়া সকলে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। পতিগণের নিষেধসত্ত্বেও তাঁহারা

ফিরিলেন না। তাহাতে তাপসগণ শবরকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে "আমাদিগের এই মহারণ্যে এমন কোন রাজা নাই যে, পরস্ত্রীরত তোমার লিঙ্গ ছেদন করে। পরদাররত দুরাত্মা ব্যক্তির লিঙ্গচ্ছেদনই কর্ত্তব্য। এই মূর্খ দুরাচার আমাদিগের ক্ষেত্র-দারাপহারী, অতএব আমরা স্বয়ংই ইহাকে দণ্ড করিব। মুনিগণের শাপে লিঙ্গ পতিত হইল।

"মুনীনাং অত্র শাপেন পপাত গহনে বনে।
বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং পরমশোভনম্॥" (ধর্ম্মসংহিতা)

সেই সুদীর্ঘ লিঙ্গের নাম বিজয়। মিশর দেশীয় শিব অসীরিস্ সম্বন্ধেও এতাদৃশ একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। টাইফন্ নামক দেবতা মন্ত্রণা করিয়া অসীরিসকে নষ্ট করিয়া তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভার্য্যা আইসীস্ দেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে খনন করিয়া রাখেন, কিন্তু লিঙ্গাংশ পাইলেন না। এই নিমিত্ত উহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা ও মহোৎসব প্রচলিত হয়। গ্রীকেরা বেকস্ দেবের মহোৎসব বিশেষে এক শত বিংশতি হস্ত দীর্ঘ একটি স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া যাইত। বেবিলন দেশে যে সমস্ত পিত্তল-রচিত পুরাতন লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির অবিকল প্রতিরূপ। তথায় তিন শত হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত। যাহাই হউক ধর্ম্মসংহিতালিখিত "বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং" উক্তি হইতে অতি বৃহৎ লিঙ্গেরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই প্রকার লিঙ্গউপাসনার ক্রম ও পদ্ধতি নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

"সাধক শুক্লপক্ষে নিজের চন্দ্রতারানুকূল দিবসে শিবশাস্ত্রোক্ত বিধানে যথোক্ত পরিমাণে লিঙ্গ প্রস্তুত করিবে এবং পবিত্র স্থানে ভূমির পরীক্ষা করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে লক্ষণোদ্ধার করিয়া দশোপচারে পূজা করিবে। প্রথমে গণেশপূজা ও স্নানমার্জ্জনাদি করিয়া লিঙ্গটীকে স্নানগৃহে লইয়া রাখিবে। তখন কুঙ্কুমাদি রসে রঞ্জিত কাঞ্চনশলাকা দ্বারা অঙ্কিত লিঙ্গকে শিল্পশাস্ত্রোক্ত বিধান মতে খোদিত করিবে। অষ্ট পূর্ণকুম্ভের বারি (পঞ্চামৃত জল) ও পঞ্চগব্য দিয়া বেদীর সহিত লিঙ্গটিকে শোধন করিয়া পূজা করিবে। পরে সেই সবেদিক লিঙ্গটীকে দিব্য জলাশয়ে লইয়া গিয়া অধিবাস করিবে। যে পবিত্র মনোহর গৃহে লিঙ্গাধিবাস হইবে, তাহা তোরণাদি দর্ভমালো ও আবরণপটে সমধিক শোভমান থাকিবে এবং তথায় অষ্টদিগ্‌গজ ও অষ্টদিক্‌পালের প্রতিমূর্ত্তি ও অষ্টপূর্ণকুম্ভ (অষ্ট মঙ্গল কলস) থাকিবে এবং গৃহের মধ্যস্থলে একটী পদ্মাসনচিহ্নিত ধাতুময় বা দারুময় পীঠবেদী প্রস্তুত থাকিবে। প্রথমে সুভদ্র, বিভদ্র, সুনন্দ ও বিনন্দ এই চারিটি দ্বারপালকে যথাক্রমে পূজা করিয়া সবেদিক লিঙ্গকে স্নান করাইয়া বস্ত্রযুগ দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিবে ও শনৈঃ শনৈঃ জল সমীপে লইয়া গিয়া পীঠিকার উপর পূর্ব্বশিরা করিয়া শয়ন করাইবে। উহার পশ্চিমে পিণ্ডিকা রাখিবে; এই স্থানেই সর্ব্বমঙ্গলময় লিঙ্গের পঞ্চরাত্র বা ত্রিরাত্র অথবা একরাত্র অধিবাস করিবে। পরে পূর্ব্বমত পূজিত দেবগণকে তথায় বিসর্জ্জন করিয়া

একমাত্র লিঙ্গটীকে উঠাইয়া পূজা করিয়া উৎসবপথে শয়নগৃহে আনয়ন করিবে। নানা মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি সহকারে লিঙ্গটীকে আনয়ন করিয়া রক্তবস্ত্রযুগ্মে ও পিণ্ডিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া পূর্ব্বের মত শয়ন করাইবে। লিঙ্গের ন্যায় প্রতিমাতেও প্রতিষ্ঠা করিবে। এই লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা ও পূজাদির বিবরণ পাঠ করিলে শ্রীহর্ষদেবের বৌদ্ধ উৎসব মনে পড়ে। বুদ্ধমূর্ত্তি স্কন্ধে লইয়া গিয়া স্নান করান, উৎসব পথে আনয়ন ইত্যাদির সহিত বিস্তর সাদৃশ্য দেখিতে পাই। আদ্যের গাজনে ও শ্রীধর্ম্মের গাজনে ঐ প্রকারের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। প্রধান আচার্য্যই শিবকুণ্ডস্থ অগ্নিতে হোম করিবেন। অপর অপর দ্বিজগণ চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান দেবতার হোম করিবেন। লিঙ্গপূজায় চারিজন ব্রাহ্মণকে হোম করিতে দেখি। আদ্যের গাজনে চারিজন প্রধান পণ্ডিত ও বেদীর উপর অগ্নিপ্রজ্বলিত করিবার কথা আছে। উক্ত শিব-লিঙ্গ পূজাকালে "নৃত্যং গীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ মাঙ্গল্যান্যপরাণিচ।" (বায়বীয়সংহিতা)

অর্থাৎ নৃত্য গীত ও বাদ্যের কথাও দেখিতে পাই, ধর্ম্মের গাজনেও ঐরূপ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের দেহারা বা আদ্যের দেহারার কথা অবগত আছেন। পরমাত্মা শিবের শিবশাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমন্বিত ও রাজকীয় সৌধসদৃশ মন্দির নির্ম্মাণ, ভূধরসদৃশ পুরদ্বার ও নানাবিধ রত্ন-খচিত সুবর্ণময় দ্বারকপাট, এ ছাড়া শিবের জন্য যুগল রাজহংসাকৃতি সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ চামরদ্বয়, দিব্যগন্ধময় চতুর্দ্দিকে রত্নখচিত উত্তম মালায় বিভূষিত দর্পণ আবশ্যক। শ্রীধর্ম্মের গাজনেও শ্বেতচামর ও মাল্যাদির আবশ্যক হইয়া থাকে। শিবপূজায় রাত্রিজাগরণ এবং গীতবাদ্য ও নৃত্যগীতাদির সবিস্তার বিবরণ দৃষ্ট হয়। যথা—

"গীতবাদ্যৈস্তথা নৃত্যৈর্ভক্তিভাবসমন্বিতঃ।
পূজনং প্রথমং যামে কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্বুধঃ॥" (জ্ঞানসংহিতা)

নৃত্যগীত বাদ্যযোগে প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিবে। সংকল্প করিয়া গীতবাদ্য নৃত্য এবং নানা প্রকার গান করিবে। প্রতি প্রহরেই এই রূপ করিবে।

"সঙ্কল্পঞ্চ তদা কৃত্বা গীতং বাদ্যং তথা পুনঃ।
নৃত্যঞ্চৈব তথা চাত্র গানঞ্চ বিবিধং তথা॥" (জ্ঞানসংহিতা)

আরও অবগত হওয়া যায় যে অষ্টজন সিদ্ধ যাঁহার অগ্রে এই স্থানে নিরন্তর নৃত্য করিতে-ছেন, নিজ ভক্তগণ 'জয় জয়' শব্দে তাঁহার উপাসনা করেন। শ্রীধর্ম্মোৎসবেও সংঘাত সমেত 'ধর্ম্মজয় ধর্ম্মজয়' শব্দ করিবার কথা উক্ত আছে।

বিচক্ষণ মানব, সাত্ত্বিকভাবে নৃত্যগীত ও বাদ্যযোগে প্রহরে প্রহরে পূজা করিবে। নানাপ্রকার স্তবদ্বারা বৃষভধ্বজের প্রীতি সাধন করিবে। ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি এই ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। চারিপ্রহর রাত্রিতে চারিবার ঐ প্রকারে পূজা করিতে হয়।

"জাগরণং তদা গত্বা মহোৎসবসমন্বিতম্।" (জ্ঞানসংহিতা)

শিবপূজায় গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং গীত দ্বারা শিবোৎসব সমাধা হয়।

"গীতং বাদ্যং পুনশ্চৈব যাবৎ স্যাদরুণোদয়ঃ॥"

সমুদায় রাত্রি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃসূর্য্যোদয় হইলে গুরুমন্ত্র জপ এবং গানাদি করিয়া তৎকালে স্নান ও শিবের পূজা করিবে।

"জপং মন্ত্রবরেণৈব গীতং নৃত্যং তথা পুনঃ ॥" (জ্ঞানসংহিতা)

ধান্য ও গোদানাদিরও ব্যবস্থা আছে যথা—

"ধেনুং সদক্ষিণাং দদ্যাৎ সুশীলাঞ্চ পয়স্বিনীম্।"

শ্রীধর্ম্মপূজাতেও দেখি "গোঁসাই বলেন পঞ্চগব্য গাভী গুয়া।" "ধূপ ধুনা, ধৌতধান্য ধবল চামর ॥" আবশ্যক হইয়া থাকে। শিরে শ্রীধর্ম্মপাদুকা লইয়া নৃত্যগীতাদি ও বাদ্যোত্তম সহকারে ধর্ম্মসন্ন্যাসিগণ বেত্রহস্তে উৎসবপথে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করেন। শিব-শাস্ত্রোক্ত উৎসবেও তদনুরূপ অনুষ্ঠান দেখিতে পাই, "রত্নপদ্মোপশোভিত" বিপুল তৈজস পাত্রে দিব্য পাশুপত অস্ত্র আবাহন করিয়া পূজা করিবে। পরে অলঙ্কৃত যষ্টিধারী দ্বিজের মস্তকে সেই পাত্র স্থাপন করিয়া বাহিরে গিয়া নৃত্যগীতাদি বহুবিধ মঙ্গলকার্য্য করিতে করিতে দীপ ধ্বজাদি লইয়া সত্বরও নহে অথচ বিলম্বেও নহে, এইরূপে মহাপীঠ বেষ্টন করিয়া প্রসাদ করিবার উদ্দেশে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। অদ্যাপি গাজনে সন্ন্যাসীরা বিবিধ অলঙ্কারে শোভিত হইয়া বেত্রহস্তে নৃত্য করিতে করিতে তাম্রপাত্র মস্তকে বহন করিয়া থাকে।

শ্রীধর্ম্মোৎসবে 'গামার কাটা' অনুষ্ঠান আছে। তাহাতে গাম্ভার বৃক্ষের পূজা করিতে হইত। সংঘাতের সমুদায় সন্ন্যাসিগণ উক্ত বৃক্ষ ধারণ করিয়া বরণাদি করিত। শিব-পুরাণোক্ত বায়বীয় সংহিতায় দেখিতে পাই—

"দ্বারযাগঞ্চ বনিকাং পরিবারবলিক্রিয়াম্।
নিত্যোৎসবঞ্চ কুর্ব্বীত প্রাসাদে যদি পূজয়েৎ ॥"

যদি প্রাসাদে পূজা করা হয়, তাহা হইলে রম্য কোমল তরু-সমূহ সমীপে গমন করিয়া দ্বারযাগ ও পরিবারবলিক্রিয়া করিবে এবং নিয়ত উৎসব করিবে। এবং—

"নির্গম্য সহবাদিত্রৈস্তদাশাভিমুখঃ স্থিতঃ।
পুষ্পং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ দদ্যাদন্নং জলৈঃ সহ ॥"

নানাবিধ বাদ্যের সহিত সেই তরুসমূহের দিকে গমন করিয়া জল পুষ্প ধূপ দীপ অন্ন এই সকল নিবেদন করিবে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে দেখি—

"স্নান পূজা বাদ্য নাটে, দশমে গামার কাটে
নদীতটে জয় জয় দিয়া।
পণ্ডিত পদ্ধতি আছে, জাগাল গামার গাছে
গণেশাদি পূজিয়া দেবতা।
বৃক্ষের বরণ করি, সংঘাত সহিত ধরি,
বান্ধিল সবার করে সূতা ॥" (ঘনরাম)

শিবপূজায় কমলদল দ্বারা পূজা বিশেষ আদরণীয়। শিবপূজায় ঈশান কোণে শ্রীমান্

ত্রিশূলের, পূর্ব্বদিকে বজ্রের, অগ্নিকোণে পরশুর, দক্ষিণে সায়কের, নৈঋতে খড়্গের, পশ্চিমে পাশের, বায়ুকোণে অঙ্কুশের ও উত্তর দিকে পিণাকের পূজা করিবে। এই প্রকার পূজার ব্যবস্থা অদ্যাপি শ্রীধর্ম্মপূজায় দৃষ্ট হয়। গম্ভীরা পূজায় ত্রিশূল ও সায়কের পূজা হইয়া থাকে। প্রতি মাসে শিবপূজার ও উৎসবের ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক মাসিক পূজার ফল-শ্রুতি লিখিত আছে। যথা—

"যঃ ক্ষিপেদেকভক্তেন চৈত্রমাসং নরোত্তমঃ।
ধনধান্যসমৃদ্ধে চ কুলে জায়তি রূপবান্ ॥৫।"
বৈশাখং যঃ ক্ষিপেন্মাসমেকভক্তেন মানবঃ।
জাতিসংশ্রেষ্ঠতাং প্রাপ্য পূজিতো ধনবানপি ॥৬। (সনৎকুমারসংহিতা)

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উপবাস করিয়া শিবারাধনা করিলে ধনধান্য ও জাতিশ্রেষ্ঠতা লাভ হয়, এ আশা শিবভক্তের পক্ষে অতি আশাপ্রদ। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে শিবারাধনার ইহাই বিশিষ্ট কারণ।

উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুন মাসে মহোৎসব করিবে এবং চৈত্র মাসে দোল করিবে—

"চৈত্রে চিত্রাপৌর্ণমাস্যাং দোলং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি ॥" (বায়বীয়)

এবং "বৈশাখেঽপিচ বৈশাখ্যাং কুর্য্যাৎ পুষ্পমহালয়ম্।" (বায়বীয়)

বৈশাখে পুষ্পদোল এবং পুষ্পময় মন্দির করিবার ব্যবস্থাও আছে। চৈত্রমাসে বসন্তোৎসব বা মদনোৎসবের কথা প্রাচীন নাটকাদিতে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। এই উৎসবে রঙ্গিন বারি লইয়া উৎসবামোদের বিবরণ "মালতী মাধবে" দেখিতে পাই। বৈশাখে মহাদেবের পুষ্পময় মন্দির নির্ম্মাণের কথা লিখিত আছে। ইহা পুষ্পরথের অনুরূপ মাত্র। শ্রীহর্ষদেবের সময়ে হিউ-এন্-সঙ্গ লিখিত এই প্রকার বুদ্ধদেবের রথোৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে বুদ্ধমূর্ত্তি ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইত এবং শিবের পুষ্পময় মন্দিরে শিব ও নন্দীর অবস্থানের বিষয় দেখিতে পাই। উভয় স্থলেই ভক্তগণের নৃত্য-গীতাদি উৎসবামোদের বিবরণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কাশীখণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, 'যে নারী বা নর চৈত্রমাসের শুক্লতৃতীয়ায় উপবাসী থাকিয়া নিশীথকালে বস্ত্রালঙ্কারাদি বিবিধ উপচার দ্বারা মঙ্গলাগৌরীর পূজা করে, পরে ঐ রাত্রি গীতবাদ্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জাগরিত থাকে, তাহারা আশাতীত সুখসম্ভার লাভ করিবে। আরও লিখিত আছে যে, কাশীস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই চৈত্র মাসের শুক্লতৃতীয়ায় শিবের বার্ষিকী যাত্রা করা উচিত। চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতে কৃত্তিবাসেশ্বরের মহোৎসব করিবে। একদা চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে কৃত্তিবাসোৎসব হইতেছিল, ঐ উৎসবে দেবগণ নানাবিধ উপচারের সহিত রাশীকৃত অন্নপ্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষদেবের বিরাট অন্নদানোৎসব এবং দ্বিতীয় শিলাদিত্যের বুদ্ধোৎসব এই চৈত্রোৎসবের সম্পূর্ণ অনুরূপ। আধুনিক মালদহের গম্ভীরাও সেই চৈত্রোৎসবের ক্ষীণস্মৃতি প্রকাশ করিতেছে।

কৌশলে শৈবপ্রভাব খর্ব্ব করাই হরিবংশের উদ্দেশ্য বোধ হয়। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণপূজার উদ্দেশ্যই বলবৎ করিবার প্রয়াস বর্ত্তমান। শৈব ও বৈষ্ণব উভয় হস্তের ফলিত বর্ণবিন্যাসে উক্ত গ্রন্থ চিত্রিত হইয়াছে। শোণিতপুরাধিপতি শিবভক্ত মহারাজ বাণের ভীষণ পরাজয়ের কথা উহাতে বর্ণিত। এই উপাখ্যানাংশই শিবের গাজন বা গম্ভীরাউৎসবের শেষ পৌরাণিক কারণ বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। এই বর্ণনায় শৈবগণকে বৈষ্ণবগণ হইতে নিকৃষ্ট এবং শৈবগণের হীনতা প্রতিপাদনের চেষ্টা বর্ত্তমান। শৈব ও বৈষ্ণবে ঘোর বিদ্বেষ ও সমরাভিনয়ের কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ভূরি ভূরি বিবৃত রহিয়াছে। যাহাই হউক নিম্নে হরিবংশ এবং শিবপুরাণ উভয় গ্রন্থ হইতেই বাণ-পরাজয় উপাখ্যান উদ্ধৃত করিলাম—

পরমশৈব বাণকন্যা উষার সহিত দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গুপ্তপ্রণয় সংঘটিত হয়; মহামতি বাণ কুপিত হইয়া অনিরুদ্ধকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করেন। ভিন্নাঞ্জনসন্নিভা কালী অনিরুদ্ধের স্তবে তুষ্ট হইয়া, জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর দিবস নিশীথ সময়ে তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। অসম্ভব হইলেও সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠ অমানিশায় দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণরাজের ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই মহাযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রদ্বারা বাণ-রাজের বাহন সমুদায় ছেদন করিয়া যেমন তাঁহার শিরশ্ছেদনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, অমনি শঙ্কর বলিয়া উঠিলেন,—আমার বাণের শিরশ্ছেদ করিও না।

"মা বাণস্য শিরশ্ছিন্ধি সংহরস্ব সুদর্শনম্।" ৭।১৮৬ (ধর্ম্মসংহিতা)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে বলিলেন, "আপনার বাণ জীবিত থাকুক, এই আমি চক্র প্রতিসংহার করিলাম।"

নন্দী বাণকে শুভঙ্কর বাক্যে কহিলেন, "বাণ! তুমি এই ক্ষতার্ত্ত শরীরেই দেবদেব মহা-দেবের সন্নিধানে উপস্থিত হও"। বাণ নন্দীর বাক্যে সত্বরগমনে সমুদ্যত হইলে, প্রতাপশালী নন্দী তাহাকে তাদৃশাবস্থায় দেখিয়া রথে আরোপণ করিয়া মহাদেবের সন্নিধানে উপস্থিত করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, বাণ! তুমি মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবে, তাহা হইলে তোমার কল্যাণলাভের সম্ভাবনা আছে। জীবনপ্রার্থী ভয়-বিহ্বলচিত্ত বাণ নন্দীবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ভয়োদ্বিগ্ন মনে মহাদেবের সম্মুখে গিয়া পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন। খিল হরিবংশে এই প্রকার বর্ণনা আছে, কিন্তু শিবপুরাণের ধর্ম্মসংহিতায় নৃত্যের ভাবান্তর বর্ণনা আছে। যথা—

"বাণরাজ তৎকালে পাদদ্বয় ও একশীর্ষ মাত্র হইলেও নন্দীর আদেশানুসারে ভগবানের সম্মুখে অদ্ভুত নৃত্য করিতে লাগিলেন। আলীঢ়, প্রমুখ, বিবিধাকার, শালী স্থানপঞ্চকও প্রদর্শিত হইল; মুখবাদ্য নিনাদে দিগন্তর পূরিত হইয়া উঠিল, ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মস্তক ভ্রূক্ষেপ সহকারে ভয়ানক রূপে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; নানাবিধ গতি সকল প্রদর্শিত হইয়া দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়সাগরে মগ্ন করিতে লাগিল। ভূতলও শোণিত-সিক্ত হইয়া ভয়ঙ্করতা প্রাপ্ত হইল।"

"শিরঃকম্পসহস্রাণি প্রত্যনীকান্ সহস্রশঃ ॥
চারীশ্চ বিবিধাকারা দর্শয়িত্বা শনৈঃ শনৈঃ ।৭।১৯৬ ৯৭ ॥ (ধর্ম্মসংহিতা)

বাণ এই প্রকার নৃত্য করিয়াছিলেন। গম্ভীরামণ্ডপে কালী, চামুণ্ডা, নারসিংহী প্রভৃতি নৃত্যও উক্ত প্রকারে সম্পাদিত হয় এবং অঙ্গভঙ্গি অতিশয় প্রাচীন ভাব-সমন্বিত বলিয়াই বোধ হয়। আধুনিক নৃত্য ও প্রাচীন নৃত্যবিশেষে সামান্য বিভিন্নতা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ভক্তবৎসল মহাদেব বাণরাজকে তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও হতচৈতন্যপ্রায় অবস্থায় বারম্বার নৃত্য করিতে দেখিয়া করুণার বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি বাণকে বলিলেন, বৎস বাণ! তোমার দুরবস্থা দর্শনে আমারও হৃদয়ে শোক-সঞ্চার হইতেছে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

বাণ কহিলেন, প্রভো! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন চিরদিন অজর ও অমর হইয়া থাকিতে পারি। এই আমার প্রথম প্রার্থনা।

মহাদেব কহিলেন, বৎস! তুমি দেবগণের তুল্যকক্ষ হইয়া চিরদিন জীবিত থাকিবে, তোমার মৃত্যু নাই। তুমি আমার নিতান্ত অনুগ্রহভাজন। এতদ্ভিন্ন অন্য যে কোন বর অভিলাষ, প্রার্থনা কর।

বাণ কহিলেন, দেব! আমি যেমন ব্রণ-পীড়িত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে আপনার সম্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এইরূপ নৃত্য করে, তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে।

মহাদেব কহিলেন, বৎস! সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এইরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এইরূপ ফললাভ হইবে। এক্ষণে তোমার মনোমত তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহাও দিব।

বাণ কহিলেন, হে ভব! চক্রাস্ত্র প্রহারে আমার দেহে যে অতি তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আপনার তৃতীয় বরে শান্তিলাভ করুক।

তৎপরে মহাদেব চতুর্থ বর দিতে চাহিলেন। বাণ কহিল, হে বিভো! তবে আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন আপনার প্রমথগণের প্রধান হইয়া চিরকাল মহাকাল নামে খ্যাতি লাভ করিতে পারি। মহাদেব তাহাও প্রদান করিলেন।

আমরা পাঠক মহোদয়গণকে এই বাণ ও শিব-সংবাদ-রহস্য পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি। চৈত্র পর্ব্ব বা চড়ক পূজাদি শৈব উৎসবে যে 'বাণফোড়া' ইত্যাদি ক্লেশকর ব্যাপার ও উপবাস নৃত্য-গীতাদির মহোৎসব দেখি তাহার মূলসূত্র এই স্থলে বিবৃত রহিয়াছে। অধিকন্তু শাস্ত্রকার মহাদেবমুখে বলাইয়া লইয়াছেন, যে সত্যপরায়ণ ও সরলতা

সম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া ঐরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এইরূপ ফল লাভ হইবে। পুত্রলাভ এবং শিবের প্রমথ হইয়া শিব সকাশে অবস্থান অতিশয় প্ররোচনাপূর্ণ। সাধারণ শিব-ভক্তগণ কখনই এই সুযোগ ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি সম্বরণ করিতে সমর্থ হইবে না। এই কারণে চৈত্রোৎসবে ভক্তেরা বাণবিদ্ধ শোণিতাপ্লুত কলেবরে শিবসকাশে তাণ্ডব-নৃত্য ও পৈশাচিক নৃত্য করিতে থাকে। উপবাস ও নৃত্য-গীত-বাদ্য শিব-সন্তোষ বিধান মানসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসে অদ্যাপি আদ্যের গম্ভীরা মণ্ডপে বালকবালিকা-গণকেও নৃত্য করিতে দেখি। ইহাতে পরমায়ু, ধন মান ও জীবনান্তে অমরত্ব লাভ হইবে বলিয়া এদেশবাসীর একান্ত বিশ্বাস।

উক্ত প্রকারেই চৈত্রোৎসবের পৌরাণিক মূল গঠিত হইয়া থাকিবে। যদিও হিন্দুধর্ম্মে অতি পূর্ব্বে পৌত্তলিকতা ছিল না, কিন্তু বৌদ্ধমূর্ত্তি ও মঠাদির আরম্ভে অতিপূর্ব্বপ্রথা পরিহার-পূর্ব্বক শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান বৌদ্ধ উৎসবামোদপ্রথা-লম্বনে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষবশতঃ পরে বৌদ্ধভাব ত্যাগ করিতে অনেকেই যত্নবান্ হইয়াছিল।

এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মনিন্দা ও বৌদ্ধগণের সহিত সংগ্রামাদির বিবরণ ইতিহাসে দেখিতে পাই। এই সময় হইতে শৈব সম্প্রদায় প্রবল হইয়া শত শত বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস ও বহুসংখ্যক শ্রমণ ভিক্ষু প্রভৃতির জীবন নষ্ট করিয়াছিল। সেই সময়ের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ ভাব আমাদের ধর্ম্মপুস্তকাদিতে সুন্দর চিত্রিত রহিয়াছে। ভাগবতে তাহার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখি :—

"নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে।"

পুনশ্চ, ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্ম নি নিষ্ঠিতানাং পূর্ভির্ময়েন বিহিতাভিরদৃশ্যতূর্ভিঃ।
লোকান্ ঘ্নতাং মতিবিমোহমতিপ্রলোভং বেশং বিধায় বহু ভাষ্যত ঔপধর্ম্ম্যং॥৩৭॥"

যাহাই হউক এই প্রকার বহু বিদ্বেষভাব প্রকাশেও যেন তৃপ্তি হয় নাই। কেহ কেহ বুদ্ধের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াও একেবারে বৌদ্ধধর্ম্ম মিথ্যা ও অলীক প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

"কাহার কাহার মতে বুদ্ধ নামে কোন এক ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে, উহা কপিলের সাংখ্যদর্শন অবলম্বনে সৃষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই তিনি কপিলবস্তু নামক কল্পিত জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কপিলবস্তু শব্দের অর্থ কপিলের বসতিস্থান। তাঁহার জননী মায়াদেবী মানব নহেন, বস্তুতঃ দর্শনশাস্ত্রের মায়া বা প্রকৃতি। বুদ্ধ নামটি পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের নহে, উহার অর্থ জ্ঞানী।" অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, ইহাতেই অবগত হইতে পারা যাইবে যে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপমানসে কীদৃশ চেষ্টা হইয়াছিল। একাদৃশ বৌদ্ধবিদ্বেষ ভাব না হইলে এদেশ হইতে

বিশেষতঃ বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পাইত না এবং পুরাণাদি রচিত হইত না। হিন্দু পৌরাণিক নবধর্ম্ম দৃঢ়ীকরণমানসে ক্রমে ক্রমে বহু পুরাণাদি রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

চৈত্রমাসের শেষে যে শিবোৎসব ও চড়কপূজা হইয়া থাকে, তাহার চলিত নাম 'শিবের গাজন'। অনেকেই এই বঙ্গদেশের শিবের গাজন দেখিয়া থাকিবেন। সংক্ষেপে শিবের গাজনের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল, এই শিবের গাজনই নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া মালদহে গম্ভীরা নামে খ্যাত হইয়াছে।

শিবের গাজনের সময়ে যথাকালে শিব সকাশে বা 'গাজনতলায়' ঘট-স্থাপনা হইয়া থাকে, তাহাকে চলিত কথায় 'ঘটভরা' বলে। প্রত্যেক শিবালয়ের প্রথামত কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বংশপরম্পরাগত নিয়মে 'মূল সন্ন্যাসী' পদ গ্রহণ করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট দিবসে 'সন্ন্যাসীধরা' কার্য্য হয়। যাহারা সন্ন্যাসী হইতে বাসনা করে বা যাহাদের 'মানসিক' থাকে, তাহারা সন্ন্যাসী হয়। সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব্বদিবসে নখকেশাদির ক্ষৌরকার্য্যাদি করিয়া হবিষ্যাহার করিয়া থাকার নাম 'সংযম'। হবিষ্য, ফল, উপবাস, জাগরণ, ধূলট ও চড়ক প্রভৃতি নিয়ম গাজুনে সন্ন্যাসীদের অবশ্যপালনীয় কার্য্য। প্রতিদিন গীতবাদ্য, নৃত্য ও শিববন্দনা এবং শিবগুণাদি কীর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য। শোভাযাত্রা এবং গাজনতলা হইতে অন্য গাজনতলায় গমন, চিরন্তন প্রথানুসারে নৃত্যগীতাদি উৎসবামোদাদি সহকারে আচরিত হয়। 'গাজুনে বামুন' বলিয়া একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারাই বহু জাতি-মিশ্রিত শিবসন্ন্যাসিগণের শিবপূজায় পৌরোহিত্য কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। প্রত্যেক 'গাজুনে সন্ন্যাসী' আপন আপন 'গাজনতলা' হইতে তৎ তৎ স্থানীয় প্রধান ও প্রাচীন শিবের গাজনতলায় দেশীয় প্রথামত গীতবাদ্য নৃত্যাদি-উৎসব সহকারে শোভা যাত্রা করিয়া গমন করে এবং অন্যান্য 'গাজনতলা' হইতে আগত সন্ন্যাসি-গণের সহিত নৃত্যগীত ও বাদ্যাদি-সহ উৎসবামোদে যোগদান করিয়া শোভাবর্দ্ধন করে। কোথাও কোথাও কবির গানের ন্যায় চাপান, চিতেন, জবাব প্রভৃতি ভাবে গীতাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কলিকাতা, ভবানীপুর, কালীঘাট, চেতলা, সবজীবাগান প্রভৃতি স্থানের গাজনতলা হইতে সন্ন্যাসিগণ টালিগঞ্জের 'বুড়াশিবের তলায়' গিয়া একত্র সমুদায় রাত্রি নৃত্যগীতাদি বাদ্যোদ্যমে অতিবাহিত করে। সেখানেও মালদহের গম্ভীরা উৎসবের ন্যায় উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু এদেশের ন্যায় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক নৃত্যাদির অনুষ্ঠান সেই রাত্রে আদৌ অনুষ্ঠিত হয় না। এই প্রকার রাত্রিজাগরণপূর্ব্বক উৎসবকে 'জাগরণ' পালা কহিয়া থাকে। গীতাদির ভাব কতক পরিমাণে মালদহের অনুরূপ, ইহাতে শিবের বন্দনা ও শিবের গুণদোষের কীর্ত্তন ইত্যাদি থাকে। নীলপূজার দিবস অতি প্রত্যূষে বিবিধ গাজনতলার সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য জনগণ কালীবাড়ী পূজা দিবার জন্য আগমন করে এবং কালীঘাটের পটুয়াটুলীর পটুয়াগণ মূল্য লইয়া সন্ন্যাসিগণকে তাহাদের ইচ্ছামত হরগৌরী, শিব, কালী, ভূত, প্রেতিনী, ভল্লুক, সন্ন্যাসী, ফকির ইত্যাদি নানারূপ চিত্রিত করিয়া দেয়। তাহারা দলে দলে নৃত্যগীতাদি-সহ

দর্শকবৃন্দের মধ্যদিয়া কালীমন্দিরে গমন করে এবং স্নানান্তে কালীমাতার পূজাদি প্রদান পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করে। কেহ কেহ গমনকালীন সাজসজ্জায় আবার প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। এই নীল উৎসবের দিবস প্রাতে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই একত্র উৎসবামোদে লিপ্ত দেখা যায়। এই উৎসব মালদহের গম্ভীরার চামুণ্ডা, কালী, বামুলী ইত্যাদি নৃত্যের অনুরূপ এবং পূর্ব্বকালে এই প্রকার উৎসব যে সর্ব্বত্র বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত ছিল, তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তৎপরে চড়কপূজার দিবস চড়কগাছকে 'জাগাইতে' হয়। যে জলাশয়ে চড়ক-গাছ নিমগ্ন থাকে, সন্ন্যাসিগণ 'তারকেশ্বরের শিব' নাম উচ্চারণপূর্ব্বক জলাশয়ে অবগাহন ও 'চড়কগাছ' অন্বেষণ কার্য্যে ব্যস্ত হয়। গল্প প্রচলিত আছে—চড়কগাছ শীঘ্র ধরা দেয় না, সন্ন্যাসীদের জলক্রীড়ার জন্য চড়কগাছও মৎস্যাদির ন্যায় ডুবিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে। যাহাই হউক, এই প্রকার জলক্রীড়াসমাধানান্তে 'চড়কগাছ'কে চড়কতলায় আনয়ন করা হয় এবং পূজাদির পর প্রোথিত ও চড়কে ঘুরিবার উপযুক্ত বংশাদি ও রজ্জু সংবদ্ধ করা হয়। তৎপরে চড়ক হইয়া থাকে। বাণফোড়া, বঁটিঝাপ, কাঁটাঝাপাদি এবং অগ্নিদোলাদি ক্রীড়াও চড়কের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট দিবসে সমাধা হইয়া থাকে। বহুস্থানে এই শিবগাজনে মশানক্রীড়া হইয়া থাকে, সন্ন্যাসিগণ মৃতদেহ ও মুণ্ড অঙ্গে ধারণ করিয়া বিবিধাকার তাণ্ডবনৃত্য করিয়া থাকে। এই শিবের গাজনে সন্ন্যাসিগণ শিবের বন্দনা, সৃষ্টিবর্ণনা, দেবদেবীর বন্দনা ও প্রণাম এবং শিববিষয়ক বিবিধ গীত, যথা—শিবের চাষ, শিবের শাঁখারি বেশ প্রভৃতির গীত হইয়া থাকে। এই শিবের চাষ বিষয়ক গীত আদ্যের গম্ভীরাতেও গীত হয়, এবং চাষের বিষয় ধান্যের জন্ম ইত্যাদিও উক্ত গীতান্তর্গত। শিবায়ন ও শিবগীতাদি গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিবের চাষব্যাপার হাস্যোদ্দীপক বটে। শিব পার্ব্বতীর উপদেশমত চাষ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে পার্ব্বতী তাঁহাকে ইন্দ্রের নিকট জমিগ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। শিব ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন—

"তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ ॥
পূর্ণ হয় তবে পার্ব্বতীর অভিলাষ ॥" (শিবায়ন)

ইন্দ্র বলিলেন—

"ভৃত্যে কেন তুমি মাগ ভূমিস্বামী হয়ে।
যত পার জোত কর কাজ নাহি কয়ে ॥"
"শিব বলে শক্র কিছু চক্রবক্র আছে।
খন্দ হলে ক্ষেতে তুমি দগ্ধ কর পাছে ॥
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাটাখানি পেলে পরিণাম শুদ্ধ হয় ॥"

ইন্দ্র তখন শিবকে বলিলেন, কোথায় কত জমি লইবেন বলুন—

"মাগে হয় তৃণান্তর কোচপাশে পড়া।
দেববৃত্তি গোবৃত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড়া॥"

তখন "কশ্যপের বেটা

"দেবদেবে দিলা লিখে দেবত্তর পাট্টা॥"
"ডম্বুরের ডোরে পাটা বাঁধি দিগম্বর।
ইন্দ্রকে আশীষ করি যান যমঘর॥"

এক্ষণে পাঠক বলিতে পারেন, শিব যমের বাড়ী কেন চলিলেন। যমের মহিষটি লইতে। মহিষ ও বৃষে চাষ হইবে।

"আজ্ঞামাত্র মহেশে মহিষ দিল ধরে॥"

চাষের সজ্জার জন্য বিশ্বকর্ম্মা শিবের ত্রিশূল লইয়া বলিলেন—

"পাঁচ মোনে পাশী করি আশী মোনে ফাল।
দু মোনের দু জলোই অর্দ্ধেকে কোদাল॥
দশ মোনের দা অষ্ট মোনের উখুন॥"

ইত্যাদি প্রকার চাষের সজ্জার কথা শিবকে শুনাইয়া দিল—

"বন্দ করি বাঘছালে জাঁতা দিল তেরে।
পাবকে ফেলিছে প্রেত চিতাঙ্গার বহে॥
সব্যহাতে সাঁড়াসিতে শূল নিল ধরে।
হাঁটুপাতি বসে বুড়া আড়ম্বর ক'রে॥
ভীষণ ভৈরব জাঁতা জাঁতে হাতে পায়।
দেতায়্যা দেতায়্যা তাকে হাঁকে উভরায়॥"

বীজ ধান্যের জন্য শিবের চিন্তা হইলে—

"কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাই কেন।
কুবেরের বাটী বীজ বাড়ি করি আন॥"

কৃষক ও বলদের জন্য পার্ব্বতী বলিলেন—

"ঘরে আছে বুড়া এঁড়ে ধরে মহাবল।
যমের মহিষ আর বলাইর লাঙ্গল॥
ভীম আছে হালুয়া আর অনির্ব্বাহ কি?"

তৎপরে চাষের বিবিধ কথা বহুবিস্তীর্ণ, যাঁহারা কৌতুহলী হইবেন, তাঁহারা শিবায়ন বা শিবসংকীর্ত্তন পাঠে অবগত হইতে পারেন।

চাষ সমাধা হইলে, ধান্য কর্ত্তন করিতে বৃকোদর চলিলেন—

"প্রণমিয়া বিশ্বনাথে, বৃকোদর নামে ক্ষেতে,
হাতে লয়ে দশ মোনের দাত্র।
নিবড়ি চলিল ধেয়ে, দু দণ্ডে নিলেক দায়ো,
হইল আড়াই হালা মাত্র॥"
"শুনিয়া আড়াই হালা, শিব অনুমতি দিলা,
আগুনে মেটারে দিতে তায়॥"

বৃকোদর অগ্নিসংযোগ করিয়া "তাতে দিল ফুক"। অনন্ত কাল ধরিয়া সেই ধান্য দগ্ধ হইয়াছিল এবং ইহা হইতেই বিবিধ বর্ণের ধান্যের উৎপত্তি হইয়াছে। অদ্যাপি গম্ভীরা মধ্যে ধান্যচাষের উৎসব আচরিত হইয়া থাকে। শিব শঙ্খবণিগ্‌বেশে হিমালয়গৃহে শঙ্খবিক্রয়ার্থে গমন করিয়া গৌরীকে শঙ্খ পরিধান করান—

"মহামায়া মাধবকে মধ্যখানে করি।
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ বসিলেন ঘেরি॥
পূর্ব্বমুখে পার্ব্বতী পশ্চিমমুখ হর।
দিব্যাসনে দোঁহে অভিমুখ পরস্পর॥"
"মেনকা সুন্দরী মনস্তাপ করি কন।
মর্দ্দনে মর্দ্দনে মেয়ে টেঁকে কতক্ষণ।
শাসিয়া কহিল শাঁখা বারি করে ঘস।
এ বয়সে আমিও পরেছি বার দশ॥"
"মাধব বলেন মাতা কি করিব আমি।
ঝিয়ের আঁড়রা হাত জান নাহি তুমি॥
আমাকে দিয়েছে দুঃখ আমি সে তা জানি।
ঠক্‌ঠকে হাতে ঠেকে কি করিব আমি॥"

পার্ব্বতীর শঙ্খপরিধানগীত সধবাস্ত্রীগণের পক্ষে বড়ই পবিত্র, অনেকেই ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন। এই প্রকারের বহু গীত শিবের গাজনে গীত হইয়া থাকে।

আমরা বৌদ্ধপর্ব্ব মধ্যে দেখাইয়াছি, চৈত্রসংক্রান্তিতে মহামুনিমেলা, ও বৈশাখে জন্মমহোৎসব হয়। শ্রীহর্ষদেবের সময়ে বুদ্ধদেবের রথ ও শোভাযাত্রা জ্যৈষ্ঠমাসে হইত। শৈবশাস্ত্রে চৈত্রমাসে শিবের দোল ও বৈশাখে পুষ্পময়-গৃহোৎসবের কথা আছে—

"মাধবে মাসি পঞ্চমাং সিতপক্ষে গুরোর্দিনে।
চন্দ্রে চোত্তরফল্গুন্যাং ভরণ্যাদৌ স্থিতে রবৌ॥"
"চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে যো নরস্তত্রপূজয়েৎ।
তস্য তৈ বরদৌ দেবৌ প্রযচ্ছেতাং হি বাঞ্ছিতম্॥"

"চৈত্রে মাসি ত্রয়োদশ্যাং দিনে পুণ্যতমে শুভে ।
প্রতিষ্ঠিতং স্বায়ুলিঙ্গং ব্রহ্মণা লোকধারিণা ॥"

ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধদিগের ন্যায় একই নির্দ্দিষ্ট দিনে পূজাদির ব্যবস্থা দেখিতে পাই ।

গম্ভীরা ।

গম্ভীরা নামের উৎপত্তির পূর্ণ বিবরণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন । সহৃদয় পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা মালদহের গম্ভীরা উৎসব দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমেই গম্ভীরার নৃত্যমণ্ডপের সাজসজ্জার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে । অন্যান্য দেশে যে নিয়মে বারইয়ারির মণ্ডপ শোভিত হয়, তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই । কাগজের বিবিধ বর্ণের পদ্মপুষ্প দ্বারা গম্ভীরা একেবারেই মণ্ডিত করা হয়, ইহার কারণ কি অগ্রে তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক । এই প্রথা পূর্ব্বাপর প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে । প্রাচীনকালে স্বভাবপ্রস্ফুটিত পঙ্কজ বা গম্ভীর দ্বারা মণ্ডিত হইয়া গম্ভীরামণ্ডপের শোভাবৃদ্ধি হইত, এক্ষণে পুষ্পের অভাব পূর্ব্ব হইতে যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে এবং অসুবিধা এই যে, নবপ্রস্ফুটিত পদ্মকুসুম দ্বারা প্রতিদিন সজ্জিত না করিলে গম্ভীরা-মণ্ডপের শোভা অক্ষুণ্ণ থাকে না । কাজেই গম্ভীরোৎসব তিন চারি দিন স্থায়ী থাকে বলিয়া কাগজের পদ্মপুষ্প দ্বারা গম্ভীরা শোভিত হয় । ধর্ম্মের গাজনে আমের দেহারা পদ্মপুষ্পে শোভিত হইত, এক্ষণেও হইয়া থাকে ।

গম্ভীরা নামোৎপত্তির অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ পঙ্কজম্ বা গম্ভীরম্ শোভিত বলিয়া অনুমিত হয় । গম্ভীরা শিবালয়ের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে । 'গম্ভীরম্' শোভিত 'গম্ভীর' মধ্যে 'গম্ভীর' দেবের পূজাস্থল বলিয়া এই মহোৎসবের নাম গম্ভীরা উৎসব এবং এই উৎসব স্থলের নাম গম্ভীরা হওয়াই সম্ভব ।

গম্ভীরা উৎসবে হর-গৌরীর পূজা হইয়া থাকে । অধিকাংশ স্থলে প্রতিমূর্ত্তির পূজা, আবার শিবলিঙ্গেরও পূজা হয় । যদি চৈত্রমাস ৩০ দিনে অর্থাৎ সংক্রান্তি যদি ত্রিশে তারিখে হয়, তবে ২৬শে তারিখে 'ঘটভরা,' ২৭শে 'ছোটতামাসা, ২৮শে বড়তামাসা, ২৯শে 'আহারা' এবং ৩০শে চড়কপূজা হইয়া থাকে । পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ইহার বর্ণনা করিব ।

এক্ষণে আর একটী কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি চৈত্রমাসে 'গম্ভীরা' হয়,তবে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেও কোথায় কোথায় গম্ভীরা উৎসব হইতে দেখা যায় কেন? ইহার কারণ কতক গম্ভীরা আদি এবং কতক নূতন ও একান্ত তামসিক । আদি গম্ভীরা সকল চৈত্র মাসেই অনুষ্ঠিত হয় । তাহার বিবরণ পশ্চাতে বিবৃত হইবে । 'এদেশের মাণ্ডলিকপদ্ধতির' বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিত হইলে গম্ভীরার বিষয় পূর্ণ হইবে । আমরা 'মাণ্ডলিক পদ্ধতি' হইতে আরও কয়িয়া ক্রমে ক্রমে গম্ভীরার বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম । গম্ভীরার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং

এককালে সর্ব্বত্র গম্ভীরা হইলে দর্শক, গায়ক, ও নর্ত্তকগণের অভাবনিবন্ধন গম্ভীরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গম্ভীরার ব্যবস্থা হইয়াছে।

মাণ্ডলিক পদ্ধতি।

মালদহ জেলার পৌণ্ড্রক (বা পুঁড়া)গণের গম্ভীরা উৎসবে উৎসাহাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্যগণের মধ্যে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক গ্রামে একাধিক মণ্ডল থাকে। মণ্ডল গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, পূর্ব্বে গ্রামের সমুদায় কার্য্যাদি মণ্ডলের আদেশে সম্পাদিত হইত। জমিদার মণ্ডলকে মান্য করিতেন। আদায় তহশীলাদি মণ্ডলের আদেশে সহজে সম্পাদিত হইত। পল্লীতে রাজকর্ম্মচারিগণ কোন কার্য্যোপলক্ষে আগমন করিলে মণ্ডল সেই কার্য্যনির্ব্বাহার্থ সাহায্য করিতে বাধ্য থাকে এবং সহজে কার্য্যোদ্ধার হয়। মধ্যে সরকার হইতে সাহাতনীপদের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। এখনও অনেকের 'সাহাতন' উপাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রত্যেক মণ্ডলের অধীনে একটি গম্ভীরা থাকে। প্রাচীন ও নূতন গম্ভীরার মণ্ডল থাকে, মণ্ডল ব্যতীত কোন গম্ভীরাই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন বা আদি গম্ভীরায় শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছে। জমিদার পূর্ব্বকালে মণ্ডলের সম্মানার্থ কিছু নিষ্কর জমি অথবা জমার নিরিখ সাধারণ প্রজাগণ হইতে কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া দিতেন। গ্রাম্যদেবতাদির জন্য এবং শিবের গম্ভীরা পূজাদির জন্য কিঞ্চিৎ জমি প্রদান করিতেন, এই কারণে প্রাচীন গম্ভীরাসমূহের কিঞ্চিৎ জমি জমা বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখা যায়। উক্ত জমির আয় হইতে শিবপূজার ব্যয় পূর্ব্বে সম্পূর্ণ চলিত এক্ষণে কতকাংশ নির্ব্বাহ হইতেছে।

প্রত্যেক গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল থাকে। মালদহের যত গম্ভীরা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার মধ্যে এক এক জাতির এক গম্ভীরা থাকিলেও সকল জাতির যে একটী গম্ভীরা আছে তাহাকে "ছত্রিশী গম্ভীরা" বলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল বর্ত্তমান থাকিলেও ছত্রিশীগম্ভীরার মণ্ডল পদ উক্ত মণ্ডলগণের মধ্যে একজনের থাকে। এইপ্রকার ছত্রিশীগম্ভীরার কোন কার্য্যকালে যে সভা বা বৈঠক বসে তাহাকে "ছত্রিশীবৈঠক" বলে। আদি গম্ভীরায় জমিদার বা রাজদত্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি থাকে, নূতন গম্ভীরায় তাহা থাকে না; তবে কোন কোন নূতন স্থাপিত গম্ভীরায় যে নিষ্কর বা সকর জমি বর্ত্তমান আছে তাহার, ভিন্ন কারণ রহিয়াছে। কেহ সামাজিক অপরাধে অপরাধী হইলে মণ্ডলের বিচারে দণ্ডিত হইয়া গম্ভীরা বা শিবোদ্দেশে কিছু জমি বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি শিবোদ্দেশে দান করিলেই তাহাকে সামাজিক অপরাধ হইতে মুক্তিদান করা হয়। কেহ অপত্যাদি হীন থাকিলে তাহার সম্পত্তি শিবোদ্দেশে গম্ভীরায় দান করিয়া যায়। উক্ত প্রকারে গম্ভীরার সম্পত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত একাধিক বৎসর স্থায়ী হয় বা যাহা কোন মণ্ডলের অন্তর্গত নহে, এরূপ 'সখের গম্ভীরা'ও দেখা যায়।

গ্রামে মণ্ডলবংশের বৃদ্ধিসহ যদি তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার জ্ঞাতিবিবাদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে গ্রামে দুইপক্ষ অবলম্বন করে, সুতরাং গ্রামের গম্ভীরাও পৃথক্ করিবার আবশ্যক হয়। এইক্ষেত্রে উক্ত গ্রামে নূতন গম্ভীরা স্থাপিত হয়, কিন্তু সেই নবপ্রতিষ্ঠিত গম্ভীরা পূর্ব্ব গম্ভীরার কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় না। এইপ্রকারে গ্রামে একাধিক গম্ভীরার উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে গ্রামে একটী মাত্র ছত্রিশীগম্ভীরা দৃষ্ট হয়।

গম্ভীরার ভাঙ্গন।

গম্ভীরার কিছু পূর্ব্বে গম্ভীরা উৎসবের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গ্রামবাসিগণের মিলিত একটী বৈঠক বসে, তাহাতে মণ্ডলাদি ভদ্রগণ গম্ভীরার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ, আনুমানিক একটী ব্যয়ের তালিকা করেন, তৎপরে চাঁদা নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহাকেই 'ভাঙ্গন' বলে। এই বৈঠককে সকলে ভয় করে, ইহাতে সামাজিক সকল অপরাধের বিচার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে এবং গম্ভীরা বা শিবপূজার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সকলকে অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

গম্ভীরা-মণ্ডপের আড়ম্বর বৃদ্ধি অনুসারে বহু ব্যয়ে বিবিধ প্রতিমা নির্ম্মাণ ও সজ্জিত হইয়া থাকে। কখন কখন পুত্তলিকাদির সভা নির্ম্মিত হয়। সকল সভাই শিবলীলা অবলম্বনে গঠিত হইয়া থাকে।

ঘট ভরা।

সচরাচর ছোট তামাসার পূর্ব্ব দিবস ঘটস্থাপন হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র এ নিয়ম নাই। স্থানীয় পূর্ব্ব প্রথানুসারে কোথাও সপ্তাহ পূর্ব্বে, কোথাও নবমদিবস বা তিনদিবস পূর্ব্বে ঘটস্থাপনা (ঘটভরা) হইয়া থাকে।

প্রধান ভক্ত (সন্ন্যাসী) গম্ভীরা পূজার সমুদায় পূজার নৈবেদ্য প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্যের সাহায্য করে। পুরুষানুক্রমে এই ভক্তপদ কোথায় কোথায় বর্ত্তমান আছে, এক্ষণে অধিকাংশস্থলে বেতন দেওয়া হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই ঘটস্থাপন দিবস হইতে ভক্তগণ প্রথানুসারে নিয়মাদি পালন করিত, এক্ষণে প্রায় তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। এই দিন হইতেই গম্ভীরাগৃহে প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়।

প্রাচীন গম্ভীরামণ্ডপ।

পূর্ব্বকালে অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকালে, যেপ্রকার গম্ভীরামণ্ডপ সজ্জিত হইত, অধুনা তাহার সহিত তুলনা হইতেই পারে না। অধুনা যে প্রকার বিলাসিতার স্রোতঃ বহিয়াছে, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মালদহে তাহার একাংশও বর্ত্তমান ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বকার গম্ভীরা-মণ্ডপের শোভার বিষয় শ্রবণ করিলে বিস্ময় প্রকাশ করিতে হয়। পূর্ব্বের লোকে বিলাসিতায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। গম্ভীরা ও নৃত্যমণ্ডপ প্রস্ফুটিত পঙ্কজে পরিশোভিত হইত। ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিত এবং ধূপ ধুনাদির ধূমে গম্ভীরা পূর্ণ হইত।

গম্ভীরার নৃত্যমণ্ডপে 'সয়া জ্বলিত' অর্থাৎ বংশদণ্ডের উপরিভাগে একটী সরাতে

সর্ষপের পুটুলি তৈল সিক্ত করিয়া জ্বালান হইত। বাঁশের চোঙ্গায় তৈল থাকিত, তাহাই মধ্যে মধ্যে প্রদত্ত হইত। এ ছাড়া ধূপও জ্বলিত। ছিন্নবস্ত্র তৈলসিক্ত করিয়া মশালপ্রস্তুত হইত। যৎকালে ভক্তগণ নৃত্যগীতাদি করিতে আগমন করিত, তৎকালে তাহাদের সম্মুখে সেই মশাল ধরা হইত এবং তাহারা ঐ প্রজ্বলিত মশালের আলোকে সকলকে নৃত্যাদি দেখাইত। নৃত্য ও গীতকারকগণ উকা প্রজ্বলিত করিয়া গম্ভীরা হইতে গম্ভীরান্তরে গমন করিত। কতকগুলি পাটকাঠি একত্র গোছা-বাধার নাম উকা। সাধারণের উপবেশনের জন্য কোন শয্যার বন্দোবস্ত ছিল না। নিজ নিজ গৃহ হইতে আসন আনয়ন করিতে হইত। মণ্ডলাদি জনগণের জন্য মোটাচটের স্তপ্তা (বিছানা, শয্যা) বিছান হইত। ধূমপানের ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে ক্রমে গম্ভীরা-নৃত্যমণ্ডপের উপর কতিপয় বংশদণ্ড সাহায্যে চট টাঙ্গান হইত, ইহাতে আতপতাপ নিবারিত হইত। দুই চারিটি লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ লৌহের চতুর্মুখ প্রদীপ (চোমক) লম্বিত হইত। বড় বড় দীপাধার বা পিলসুজ (গাছা) যাহা আড়াই বা তিন হাত উচ্চ তাহার উপর চতুর্মুখ প্রদীপ প্রজ্বলিত হইত, উক্ত চতুর্মুখ প্রদীপের মধ্যস্থলে একটী স্থূল কর্দ্দমপিণ্ড দেওয়া হইত, কারণ তাহাতে তৈলবর্ত্তিকার নিকটে স্বল্প তৈল থাকিত এবং প্রজ্বলিত বর্ত্তিমুখে অল্পে অল্পে তৈল যাইত। দুই চারি খানি রামকেলীর বস্ত্রোপরি মৃত্তিকলিপ্ত করিয়া যে চিত্র অঙ্কিত হইত, তাহাই গম্ভীরার শোভা বৃদ্ধি করিত।

ক্রমশঃ সুবৃহৎ চন্দ্রাতপ, সুবৃহৎ ঝাড়, দেয়ালগির, লণ্টন প্রভৃতি সাজের সঙ্গে মোমবাতী জ্বলিতে আরম্ভ হইল, আর্টষ্টুডিওর ছবি, কালীঘাটের পট গম্ভীরা-মণ্ডপের শোভা সম্বর্দ্ধন করিল। বসিবার জন্য ফরাশ বিছানা, তাকিয়াবালিস, বাঁধা হুকা ইত্যাদির আবির্ভাব হইল। এক্ষণে রবিবর্ম্মার ছবি, উৎকৃষ্ট কেরোসিন ল্যাম্প, বৃহৎ বেলোয়ারি ঝাড়, ধ্বজাপতাকা, বিবিধ মাল্য,ফুলঝাড়,কৃত্রিম পক্ষী,ফলমূলাদির দ্বারা এবং তারের আলো বিবিধ বৈদেশিক সাজসজ্জায় গম্ভীরা শোভিত হইতেছে, কিন্তু সেই প্রাচীন কালের পদ্মশোভিত গম্ভীরা-মণ্ডপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। চেয়ার, বেঞ্চ, ফরাশ বিছানা, আতরদান, গোলাপ-পাশ যথেষ্ট আমদানী হইয়াছে। ফিচকারি দ্বারা ঘন ঘন গোলাপ জল বৃষ্টি করিয়া দর্শকবৃন্দের মস্তক শীতল করা হইতেছে। এখন নৃত্য কালে বিবিধ মহাতাপের বাতি (রংমশাল) জ্বলিয়াছে।

অদ্যাপি বরেন্দ্রভূমিতে কোঁচ পলিহারা (যাহারা বাঙ্গাল নামে খ্যাত) তাহাদের গম্ভীরায় প্রাচীনত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

বরিনের (বরেন্দ্রভূমির) বাঙ্গালদের গম্ভীরা।

বরেন্দ্রভূমির নিম্নশ্রেণীস্থ জনগণের (কোঁচ, পলে) সাধারণ নাম 'বাঙ্গাল'। বাঙ্গালগণ চৈত্র মাসের শেষে শিবপূজা করিয়া থাকে। তাহাদের গম্ভীরায় আদৌ বিলাসিতার চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। গম্ভীরা গৃহটী জীর্ণ, শিবলিঙ্গ প্রায় মৃত্তিকা-মগ্ন, গৃহাভ্যন্তরে চামর, শুষ্ক ফুলমালা, কাঠের কালী প্রভৃতি দেবদেবীর মুখা, পুরাতন ঘট এবং ধুনাচি বর্ত্তমান। গম্ভীরা-প্রাঙ্গণ বিবিধ উদ্ভিদাদিতে পূর্ণ। কেবল পূজার সময়, গোময় দ্বারা গৃহাভ্যন্তর

লিপ্ত করা হয়। প্রাঙ্গণের সামান্যাংশ পরিষ্কৃত করিয়া রাখে। গম্ভীরা-উৎসবের সময় বাঙ্গালেরা আন্তরিক ভক্তি ও পবিত্রতাপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহাদের পূজক ব্রাহ্মণ নাই। তাহারা নিজেই পূজাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। ঢাক বাজাইবার জন্য লোকের আবশ্যক নাই, তাহারা স্বয়ংই এ কাজ করে। প্রধান সন্ন্যাসী বা গুণী পূজা করে। নৃত্যগীতাদি উৎসব সহ 'জাগরণ' এবং মুখার নৃত্য হয়। তাহাদের উপর বহু গ্রাম্য ও গ্রামান্তরের ভূত ভর করিয়া থাকে। বাঙ্গালেরা ভূত বিশ্বাস করে এবং প্রতি গৃহে ভূতের পূজা দেয়। তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গ-বাস বড় পছন্দ করে না, তাহারা বলে "কেষ্ট বিষ্ট হয়ে কি করমু, মশনা মুশনী হমু যে ঘরে রহমু"। অর্থাৎ দেবত্ব প্রাপ্তে সুখ নাই, ভূত প্রেত হইয়া গৃহে থাকিলে অপার সুখানুভব হইবে, এই বিশ্বাসে তাহারা গৃহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিন্দুরলিপ্ত বেদী প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহারা বলে, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ও পিতা মাতার ভৌতিক দেহ বা ভূত আত্মা উক্ত সিন্দুরলিপ্ত বেদীতে অবস্থান করে। গম্ভীরা-পূজার সময়ে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে উক্ত প্রকার বহু ভূতের পূজা হইয়া থাকে। এক গ্রামের ভূত অন্য গ্রামের ভূতের সহিত বিবাদ করে। গ্রামের ভূত গম্ভীরামণ্ডপে কোন ভক্তের উপর আবির্ভূত হইলে প্রকৃত সত্য কথা বলে না, গ্রামান্তরের ভূত সত্য কথা বলিয়া থাকে, সাধারণেরই এই বিশ্বাস।

গম্ভীরা পূজায় শিবপূজাপেক্ষা ভূতের পূজারই ঘটা দৃষ্ট হয়। গম্ভীরা-পূজায় ছোট তামাসাও বড় তামাসার ন্যায় অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু তাহা অন্যত্র আচরিত গম্ভীরার ন্যায় নহে। মালদহে মুখার নৃত্য হয়, কিন্তু মেহেদীপুর বা ভোলাহাটীর মত নহে। সন্ন্যাসী বা ভক্তের উপর যখন ভর নামে অর্থাৎ যখন ভূতাবেশ হয়, তৎকালে তাহাদের মস্তকসঞ্চালন, হস্ত-পদাদির বিক্ষেপ ও আকুঞ্চন, মুখভঙ্গি, নৃত্য ও উৎকট চীৎকার প্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্যাপার। প্রধান সন্ন্যাসী এই প্রকার আবেশ দর্শনে কোন ভূত বা মশান চামুণ্ডা কালীর আবির্ভাব নিশ্চয় করিয়া লইয়া সেই সেই দেবের উদ্দেশ্যে, সেই সেই দেবের প্রীতির জন্য শান্তি পাঠ শোনায় এবং পুষ্প ও গঙ্গাজল প্রদান করে। তৎপরে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নৃত্য করান হয়। প্রত্যেকে আপন আপন নৃত্যবাদ্য শ্রবণে নৃত্য আরম্ভ করে। সেই নৃত্য তাণ্ডব-নৃত্য, উহা বিকট চীৎকার সহকারে সম্পাদিত হয়। ভূতাবিষ্টের বা মূল সন্ন্যাসীর নিকট অনেকে ব্যাধির ঔষধ পায়, স্ত্রীগণ পতি বশের ঔষধ গ্রহণ করে। 'জাগরণ' দিবস সমুদায় রাত্রি ঐ প্রকার নৃত্য এবং 'মুখার' নৃত্য হইয়া থাকে। গীতবাদ্য এবং শিবের বন্দনাও চলিয়া থাকে। শিবের চাষের পালা হয়। বালক বা যুবক সন্ন্যাসী বৃদ্ধগণের মধ্যে ধান ছিটাইয়া দেয়, কেহ বৃষ হইয়া হাল কর্ষণ ব্যাপারে লিপ্ত হয়, কেহ পক্ষী হইয়া ধান্য ভক্ষণ করে, ইত্যাকার বহুবিধ ব্যাপার হইতে দেখা যায়।

তৃতীয় দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে "মশান" নৃত্য হইয়া থাকে। এই দিবস প্রত্যুষে 'শবনৃত্য' হয়। পূর্ব্ব দিবস কিম্বা দুই এক দিবস আরও পূর্ব্বে হাড়ি কোন স্থান হইতে মৃতদেহ লইয়া আইসে এবং বিবিধ অনুষ্ঠানসহ মন্ত্রপূত করিয়া 'জাগায়' এবং

জলাশয় মধ্যে বা তাহার সন্নিকটে কোন বৃক্ষোপরি শব বন্ধন করিয়া রাখে। 'মশান নাচের' সময় উক্ত 'জাগান শব'কে মাল্য ও সিন্দূরাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া হাড়ি বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শবের কটিদেশে রজ্জু সংবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে লইয়া গম্ভীরা-মণ্ডপে আনয়ন করে। এক্ষণে এই প্রকার উৎসব দেখা যায় না। ভক্তগণের উপর 'পাঁতা-নামে' অর্থাৎ গ্রাম্য দেবতার আবির্ভাব হয়। যাহার উপর 'পাঁতানামে' সেই ব্যক্তি বিকট চীৎকার করিয়া অঙ্গ ভঙ্গি সহকারে দর্শকগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিতে প্রয়াস পায়। চড়ক ও বাণফোড়া পূর্ব্বের মত এক্ষণে আর হয় না।

ছোট তামাসা।

'ছোটতামাসার' দিন বিশেষ কোন প্রকার উৎসবাদির অনুষ্ঠান হয় না। হরপার্ব্বতীর পূজা আরম্ভ হয়। সন্ধ্যার সময় বালকগণ নৃত্য করে। রাত্রিকালে সামান্য সামান্য নৃত্যাদি এবং কোন কোন মুখার নৃত্যও হইয়া থাকে। নিম্নে মুখা ও অন্যান্য প্রকার নৃত্যের বিবরণ লিখিত হইল।

মুখা (মুখোস্)।

কালিকা, চামুণ্ডা, নরসিংহ, বাসুলী, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বুড়া বুড়ী, শিব ইত্যাদি মুখার ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ভূত, প্রেত, কার্ত্তিক, ঘোঁড়া ও চালী প্রভৃতির নৃত্যও হয়। মুখা বা মুখোশ কাষ্ঠনির্ম্মিত বা মৃত্তিকানির্ম্মিতও হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে কাষ্ঠনির্ম্মিত মুখাই ব্যবহৃত হইত। নিম্বকাষ্ঠের মুখা প্রশস্ত। সকল সূত্রধর মুখা খোদিত করিতে পারে না। শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানুসারে মুখা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে যে দেবদেবীর যে যে প্রকার মূর্ত্তির বর্ণনা আছে, মুখা তদ্রূপ হইয়া থাকে। পটুয়ারা মুখার উপর বর্ণবিন্যাস করিয়া দেয়। কুম্ভকারেরা কালী প্রভৃতি মুখা গড়িয়া ও তাহাতে বর্ণফলিত করিয়া বিক্রয় করে। মালাকরেরা উক্ত মুখার শিরোভূষণ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। নৃত্য করিবার পূর্ব্বে ভক্ত গম্ভীরা-গৃহে পূজকের নিকট নূতন কাষ্ঠনির্ম্মিত মুখার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লয়েন। যাহাদের মুখা আছে, তাঁহারা বিজয়াদশমীর দিবস পূজাদি প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে এইপ্রকার পূজাপ্রথা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। অনেক প্রাচীন মুখা গম্ভীরাগৃহে লম্বিত থাকিতে দেখা যায়। এদেশের সাধারণের বিশ্বাস, কোন কোন মুখা জাগ্রত এবং কোন কোন মুখার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীষণ-ক্রোধপরায়ণা। অনেকে মুখা লইয়া নৃত্য করিতে গিয়া প্রাণ হারাই-য়াছে। পূর্ব্বে যাহারা দেব-দেবী বিশেষতঃ কালী, চামুণ্ডা, বাসুলী, নরসিংহ প্রভৃতি দেব-দেবীর মুখা লইয়া নৃত্য করিত, তাহারা তৈলাদি বর্জ্জন এবং হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পবিত্র মনে পবিত্র বসনভূষণে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিত। এক্ষণে সর্ব্বত্র এরূপ প্রথা আর দৃষ্ট হয় না।

মুখার উর্দ্ধদিকে ও পশ্চাদংশে একটী এবং দুই কর্ণের পশ্চাতে দুইটী ছিদ্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে রজ্জু সংবদ্ধ থাকে, সেই রজ্জু দ্বারা মুখা মুখের উপর বন্ধন করা হয়। মুখার ঘর্ষণ হইতে মুখ রক্ষা করিবার জন্য চাদর বা বস্ত্রখণ্ড দিয়া কর্ণবেষ্টন করিয়া পাগড়ী বাঁধা হয়।

ঘোড়ানাচের ঘোড়া বংশনির্ম্মিত ও কাগজাদি দ্বারা মণ্ডিত ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে যেখানে 'জিন' দিতে হয়, তথায় ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের মধ্যে অশ্বারোহী কটিদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া অশ্বের উভয় পার্শ্বস্থিত রজ্জু স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। কার্ত্তিকের ময়ূরাদির নৃত্যও ঐপ্রকার। এতদ্ব্যতীত ভালুকনাচও হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে ভল্লুকের মুখা এবং কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত শণ বা পাটের চুল দিয়া সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া মানব ভল্লুকের মুখা পরিধান করিয়া থাকে এবং অপর একজন সেই ভালুককে নাচায়। দুর্গাপ্রতিমার ন্যায় তাহার ক্ষুদ্র চালচিত্রখানিও সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয়। একব্যক্তি আপন কটিদেশের সম্মুখে চালী বন্ধন করে এবং ছোট ছোট বালক বালিকাকে তদুপরি বসাইয়া দুই হস্তদ্বারা পশ্চাৎ হইতে ধরিয়া নৃত্য করায়। কালীমুখার নৃত্যকালে কখন কখন চারিখানি হস্তবিশিষ্ট দেখা যায়, উহার চারিখানি হস্তই কাষ্ঠের। নৃত্যকারী আপন হস্ত পশ্চাতে বন্ধন করিয়া নৃত্য করে। চামুণ্ডা-মুখা-নৃত্যকালে হস্তে খর্পর ও পারাবতাদি ধারণ করিয়া নাচিতে থাকে। প্রধান ভক্ত হনুমানের মুখা পরিধান করিয়া লঙ্কাদগ্ধ, সাগরপার ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে। যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে। শিব-পার্ব্বতী শান্তভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। পার্ব্বতীর কক্ষে পূর্ণঘট ও আম্রশাখা এবং একহস্তে প্রস্ফুটিত কমল থাকে। বুঢ়াবুঢ়ীর (বুড়াবুড়ী) নৃত্য কৌতুকপ্রদ। সকলপ্রকার মুখার নৃত্য সম্বন্ধে কোনপ্রকার অভিমত ব্যক্ত করিবার বিশেষ কারণ নাই, কিন্তু নৃসিংহ মুখার নৃত্য এবং মুখাসম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কারণ রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, গম্ভীরামণ্ডপে নৃত্য ব্যাপারে শিব, শক্তি ও শিবপ্রমথগণ লইয়াই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহাই প্রাচীন প্রথা এবং এই প্রথা যে পৌরাণিক শাস্ত্রসঙ্গত তাহাও শৈব-প্রভাব প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি; কিন্তু 'নরসিং (নরসিংহ) মুখার নৃত্যের কোনই হেতু বর্ত্তমান নাই। 'নারসিংহী' নামে চণ্ডীর একমূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ গম্ভীরামণ্ডপে শিবসকাশে 'নৃসিংহ' নৃত্যস্থলে পূর্ব্বে 'নারসিংহী'র নৃত্যাদির অনুষ্ঠান হইত; ভ্রম ক্রমে নারসিংহী স্থলে এক্ষণে নৃসিংহ বলিয়া সাধারণে প্রচলিত রহিয়াছে, এই ভ্রম সংশোধন আবশ্যক। নিম্নে নারসিংহীর ধ্যান ও প্রণাম লিখিত হইল, ইহা হইতে শিব-শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন—

নারসিংহী ধ্যান।

"ওঁ সুরবেশা বলোত্তিন্না নানাভরণভূষিতা।
ভিন্দন্তী কশিপোর্ব্বক্ষো নারসিংহীতি বিশ্রুতা॥"

নারসিংহী প্রণাম।

"ওঁ নৃসিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং।
শুভদাং সুপ্রভাং নিত্যাং নারসিংহীং নমাম্যহং॥"

এক্ষণে বিবেচনা হইতেছে, নরসিংহমুখার নাম না বলিয়া নারসিংহী মুখার নৃত্য ইত্যাদি বলাই প্রকৃত।

ভক্তগড়া, শিবগড়া, বন্দনা

ছোট তামাসার ও বড় তামাসার দিন সন্ধ্যার সময় ভক্ত ও বালাভক্তগণ গম্ভীরামণ্ডপে সমবেত হইলে গম্ভীরার মণ্ডল বা প্রধান ভক্ত বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া অন্য ভক্তবৃন্দকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড় করাইয়া সকলে শিবসম্মুখে শিব-বন্দনা পাঠ করিতে থাকে। প্রধান ভক্ত বন্দনা পাঠ করান। বন্দনাপাঠকালে ভক্তগণকে এক পদে দণ্ডায়মান থাকিতে হয় এবং প্রত্যেক বন্দনার এক এক অংশ উচ্চারিত হইলে, এক পদে দুই পদ অগ্রসর হইয়া পুনশ্চ পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের গম্ভীরার বন্দনা মিলাইয়া পাঠ করিলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মূল উদ্দেশ্য একই বলিয়া মনে হইবে।

শিবগড়ার বন্দনা

(ধানতলা শ্রীগদাধর দাসের নিকট প্রাপ্ত)

(১)

কোথা হইতে আইলেন গোসাঁই, কোথায় তোমার স্থিতি।
আহার নাই পানি নাই আস নিতি নিতি ॥
জল নাই স্থল নাই সকল শূন্যাকার।
কর্পূরেতে ভর কর পবন আহার ॥ শিবনাথ কি মহেশ।

(২)

না ছিল জলস্থল দেবের মণ্ডল
কোন রূপে ছিল ধর্ম্ম হয়ে শূন্যাকার।
কাঁকড়াকে পাঠালেন মৃত্তিকার তরে
কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমাণ।
বিন্দু পরিমাণ মধ্যে তিল পরিমাণ।
তিল পরিমাণ মধ্যে বেল পরিমাণ ॥
কূর্ম্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল সৃজন।
কহেন ত গুরুগোঁসাই সরস্বতীর বরে।
পৃথিবীর জন্ম কথা কহি সভার ভিতরে ॥ শিবনাথ কি মহেশ।

(৩)

লালগিরি পর্ব্বত দর্শন দোয়ার।
তাহাতে জন্ম না হইল আমার ॥
হাত মোর সুদ্ধ পা মোর সুদ্ধ
সুদ্ধ মোর পঞ্চ মুখের বাণি।
না পূজিলাম আদ্যের ভবানী ॥
আগমপূর্ব্ববেদ দেহসুদ্ধ শিবদোয়ারে জানি ॥ শিবনাথ কি মহেশ।

(৪)

উল্লুকে বলে গুরু এই যে কারণ
গুরুর বচনে সুদ্ধ মন্দিরের চারি কোন।
মন্দিরে বসিল গুরু দেবরাজ মন।
গুরুর বচনে সুদ্ধ মোর ভক্তগণ* ॥ শিবনাথ কি মহেশ।

(৫)

কাল কামাখ্যার আজ্ঞা গড়ে দিলা দা
আগে বসি ব্রহ্মা পাছে বসি বিষ্ণু মধ্যে বসে শিব।
শিব শিব স্মরণে আজ ব্যাতে পলো জীব ॥
ভোলানাথ বা শিবনাথ মহেশ।

(৬)

স্বর্গের কপিলা মর্ত্তে নামিলা।
বিশ্বেশ্বর বৈত বাহনে চড়িলা ॥
নরলোক তার বসে তার গোথনে হয় পৃথিবী শুদ্ধ।
তাতে উজে দধি ঘৃত ঘোল দুগ্ধ ॥
কহনু ত গুরু গোসাঁই সরস্বতীর বরে।
কপিলার জন্মকথা কহি সভার ভিতরে ॥
ভোলানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

(৭)

শুন শুন মহাদেব কি করিছ বসি।
সমুদ্রমন্থন কৈল দেবগণে আসি ॥
ইন্দ্র নিল উচ্চৈঃশ্রবা লক্ষ্মী নিল নারায়ণ।
আর যত ছিল তাহা নিল দেবগণ ॥
শেষে মহাদেব তুমি পেলে ফাঁকি।
ক্রোধে মহাদেব বলে আমি এখন করি কি ॥
ভোলানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

নিম্নলিখিত বন্দনাপাঠান্তে গড়া দিতে হয়।

(৮)

জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়াশিবের গম্ভীরা বন্দ
আর বন্দ সরস্বতীর গান।
বাসুয়া বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম। দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

---

* পাঠান্তর—"মোর মাথার চুল।"

(৯)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—মুষা বাহনে গণেশ এলেন তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১০)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—মৌর বাহনে কার্ত্তিক তাঁর চরণে প্রণাম। ঐ

(১১)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—প্যাঁচা বাহনে লক্ষ্মী তাঁর চরণে প্রণাম। ঐ

(১২)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—মকর বাহনে গঙ্গা তাঁর চরণে প্রণাম। ঐ

(১৩)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—সিংহবাহনে দুর্গা তাঁর চরণে প্রণাম। ঐ

(১৪)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—মোষ বাহনে যম তাঁর চরণে প্রণাম। দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৫)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—হংস বাহনে ব্রহ্মা তাঁর চরণে প্রণাম। দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৬)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—উলুক বাহনে ত্রিশকোটী দেবতা তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৭)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—কাহার নাম না জানি তাঁদের চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৮)

শ্যাতের ঘোঁড়া করে ল্যাতের পালান।
জয় জগন্নাথ আজ্ঞা কোটাল
মোকে মুক্ত কর দক্ষিণ দোয়ার॥
দক্ষিণ দোয়ারে আছে জয় জগন্নাথ।
তাঁর পুরিতে লোক কিনিয়া খায় ভাত।
কমণ্ডলে জল নাই মস্তকে মুছে হাত॥ দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৯)

শ্যাতের ঘোঁড়া ল্যাতের পালনে
জয় জগন্নাথ আজ্ঞে কোটাল
মোকে মুক্ত কর পশ্চিম দোয়ার

পশ্চিম দোয়ারে আছে ভীম একাদশ
তাঁহার চরণে প্রণাম ॥ ভোলানাথ ইত্যাদি।

(২০)

শ্যাতের ঘোঁড়া ইত্যাদি। * * * *
মোকে মুক্ত কর উত্তর দোয়ার
উত্তর দোয়ারে আছে ভানু ভাস্কর রায়
তাঁহার চরণে প্রণাম ॥ ভোলানাথ ইত্যাদি।

(২১)

শ্যাতের ঘোঁড়া ইত্যাদি * * * *
মোকে মুক্ত কর পূর্ব্ব দোয়ার
পূর্ব্ব দোয়ারে আছে কামরূপ কামিখ্যা হাড়িঝি মা চণ্ডীর আজ্ঞা
তাঁহার চরণে প্রণাম। ভোলানাথ ইত্যাদি।

শিবগড়া সম্বন্ধে একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ বিবরণ রাধানগরনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাসের নিকট হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার লিখিত ভক্তগড়া নিম্নে লিখিত হইল।

নমঃ শিবায়।

(১)

জলময় সংসার চিন্তিত ভগবান।
কি মতে ছিলে হে প্রভু হইয়া শূন্যকার ॥
কাঁকড়া সৃজনি হেমের আকার।
কাঁকড়াকে করিল আজ্ঞা মৃত্তিকা অনিবার ॥
কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা হেম পরিমাণ।
সেই ডিম্ব হইল দুইখান ॥
কি মতে পৃথিবী সৃজন করিল ভগবান। শিবনাথ কি মহেশ।

(২)

মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনি মাটি সৃজন করিল যে ॥
সে কাল কামার ব্যাটা গড়িয়া দিল দা।
আগা পাছা বুঝে তার মাঝে দিল ছা ॥
আগে বসে ব্রহ্মা তার পাছে বসে বিষ্ণু
তার মাঝে বসে শিব।
যেখানে শিবের দ্বাদশ থাকে সেখানে বঙ্গক্ জীব ॥ শিবনাথ কি মহেশ।

(৩)

মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ তিনে মাটি সৃজন করিল যে॥
সে কালকুমার বলে গোঁসাই মনে পড়িল।
কালকুমার ব্যাটা ছিল দুতিন ভাই॥
মাটি কাটিয়া তারা করিল ঠাঁই ঠাঁই॥
মাটি কাটিয়া তারা চড়িয়ে দিল চাকে।
ঘট ধুব্‌চি ডক্কের পাতিল গড়ালো আড়াই পাকে॥
রবি শুকাইয়া দিল ব্রহ্মা পোড়াইয়া দিল
ত্রিশকোটী দেবতা দিল বর।
ঘট ধুব্‌চির জন্মকথা বলিলাম সভার ভিতর॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(৪)

ধবল খাটে ধবল পাটে ধবল সিংহাসন।
ধবল খাটে বসে আছেন ধর্ম্মনিরঞ্জন॥
ধবল আকার গোঁসাই ধবল নৈরাকার।
ধবল চরণে তাঁরে করিলছে পার॥
শিবনাথ কি মাহেশ।

(৫)

উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ।
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ॥
খোল চন্দন কাঠের কপাট, দেয় দুধ গঙ্গাজল।
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(৬)

আমবা আইলাম হরষে দরশে।
দরশন দাও গোঁসাই সুবর্ণের দৃষ্টে॥
আমরা আউলের ভক্ত
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ।

(৭)

সোনারি তার সোনারি বার সোপারি গা জলে।

শোভে মুক্তা প্রবাল শিবের ভক্ত যে বাণরাজা আছে।
তার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।

শিবনাথ কি মহেশ।

(৮)

পবনের পুত্র বীর হনুমান।
আনিয়া যোগাল পাথর চারি খান॥
চাঁচিয়া ছিলিয়া গড়াল শ্রীকান্ত
তাতে ঢালিল কাঁচ ঢাল।
শ্বেত চামরে ছাহিল চণ্ডীমণ্ডপের চারি চাল॥

শিবনাথ কি মহেশ।

(৯)

তাঁবারি চটুপটি সুবর্ণের নাল।
শিবের দোয়ারে দ্বারী নন্দি ভৃঙ্গী মহাকাল॥
ঘুচায় ঘুচায় নন্দি চন্দন কেয়ার।
দ্বারসুদ্ধ বালাভক্ত কত শৈব নাম॥
কাশীশ্বর শিবের দ্বার প্রবেশ করিল যত ভক্তগণ
আমরা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীরা সুদ্ধ।

শিবনাথ কি মহেশ।

(১০)

ছয়মাসের খরচ দেব অঞ্চলে বাঁধিল।
ঝর ঝঙ্কার বাটে দেব বনে প্রবেশিল॥
চাকন চিকন গাছ তার তলা হতে পাত।
নয় হয় এই হয় করলীর গাছ।
আগা গোড়া কাটি তার মদ্ধখান নিলে।
চাঁচিয়া ছিলিয়া কাঠি নির্ম্মাণ করিলে॥
বাম কাঠি সরস্বতী দক্ষিণ কাঠি ঊর্দ্ধ।
শিবদুর্গার বরে এই গম্ভীরার ঢ্যাক্যার কাঠি হাতে সুদ্ধ॥

শিবনাথ কি মহেশ।

(১১)

লঙ্কা গেল হনুমান খায় আম্রফল।
মর্ত্তে ফেলিল আঁঠি তাইতে হইল বৃক্ষ অমরাবতী।
আগে বাহ্রাইয়া অঙ্কুর, তার পাছে বাহ্রায় গাছ।

ছয় ছয় মাসে বাড়ে দ্বাদশ হাত।
আগাল গোড়া কাটি তার মধ্যখান নিলে।
চাঁচিয়া ছিলিয়া ঢাক নির্ম্মাণ করিলে ॥
কামার গড়িয়া দিলো লোহার কড়ি।
মুচিরাম চড়াইয়া দিল কপিলার ছড়ি ॥
শিব শিব বলিয়া ঢাকে দিল ঘা।
মড়া চামড়া কড়িলেক বিয়াল্লিশ রা ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(১২)

রু সভায় বসে গুরু গুরুর গলায় শতেশ্বরীর হার।
রু বাক্যে শুদ্ধ করি আদ্যের ভাণ্ডার ॥
কৃপা করি গুরু মোরে শিখালেন বচন।
গুরু বাক্যে শুদ্ধ করি চণ্ডীমণ্ডপের চারি কোণ ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৩)

শুদ্ধ আমার মাতাপিতা শুদ্ধ বসুমতী।
যা হইতে হইল আমার উৎপত্তি ॥
দেবতার বর হইল আমার
আসন শুদ্ধ করি গেল ধর্ম্ম গুরু মহাশয় ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৪)

জল বন্দ স্থল বন্দ বন্দ শিবের কুঁড়্যা।
আট হাত মৃত্তিকা বন্দ চন্দ্র সূর্য্য জুড়্যা ॥
"কাউসেন দত্তের" ব্যাটা "নয়সেন দত্ত"।
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত ॥
তাহার চরণে আমার দণ্ডবৎ।
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৫)

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিল কার্পাস ॥
কার্পাস বুনিয়া শিব গ্যাল কুচনীপাড়া।
কুচনীপাড়া হইতে দিয়ে এলো সাড়া ॥

কার্পাস তুলিয়া দিলে গঙ্গার ঠাঁই।
গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাঁত।
হর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রের পাণি।
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী॥

শিবনাথ কি মহেশ।

(১৬)

স্বর্গে গেল জগন্নাথ হরে আনিল পারিজাত।
রাঙ্গা পারিজাত।
ডানঠির শেষ কৌতুকের গোসাঁই হাতে নিলবেত॥
স্বর্গের বেত মর্ত্তে নামিল।
শ্রদ্ধা করিয়া লক্ষ্মী ভুমেতে আরজিল॥

শিবনাথ কি মহেশ।

(১৭)

জল বন্দ স্থল বন্দ আম্মের গম্ভীরা বন্দ।
ডাহিনে ডঙ্গর বন্দ বামে বীর হনুমান।
সিংহবাহনে ভগবতী আছেন তাঁর চরণে দ্বাদশ প্রণাম।

শিবনাথ কি মহেশ।

(১৮)

জল বন্দ ইত্যাদি * *
* * * * *
এখানে যত দেবতা আছে সকলের চরণে দ্বাদশ প্রণাম।

শিবনাথ কি মহেশ।

(১৯)

জল বন্দ ইত্যাদি * *
আমি বন্দনা গাইলাম সকলের চরণে দ্বাদশ প্রণাম।

শিবনাথ কি মহেশ।

এই প্রকার বন্দনা শেষে ভক্তগণ গম্ভীরা প্রাঙ্গণে দেহ লুণ্ঠন করিলে এই ব্যাপার শেষ হয়। এই প্রকার বন্দনা গম্ভীরাভেদে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। অনেক বন্দনা মধ্যে দেখিতে পাই—

"জলের উপরে মহী করে টল মল।
কচ্ছপকে দিলেন পৃথিবীর ভার।
কচ্ছপ উপরে মহী করে টল মল।
কচ্ছপ সহিত পৃথিবী যায় রসাতল॥"

ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে দেখিতে পাই—

"জালের উপরে মহী করে টল মল।
স্বজিলা পৃথিবী কূর্ম্ম অষ্ট কুলাচল ॥"

এই প্রকারে "হস্তী হইতে পৃথিবী যায় রসাতল।" পৃথিবীর ভার কেহই বহন করিতে না পারায় 'ধবল নিরঞ্জন' 'এক গাছী পৈতা ছিঁড়ে দিল' তাহাতে বাসুকী নাগের উৎপত্তি হইল এবং

"বাসুকী নাগেরে দিলা পৃথিবীর ভার।
বাসুকী হইতে পৃথিবী হইলেন স্থির ॥"

এই প্রকারের বন্দনার পর বন্দনার রচনা প্রায় একই প্রকার দৃষ্ট হয় এবং কুত্রাপি 'ধবল নিরঞ্জন' স্থলে 'ধর্ম্ম নিরঞ্জন' লিখিত আছে। প্রাচীনগণের মুখে অবগত হওয়া যায় এই শিববন্দনাদ্বারাই পূর্ব্বে গম্ভীরা-পূজা সমাধা হইত, তৎকালে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করা হইত না। অধুনা রাঢদেশে ধর্ম্মের পূজায় বন্দনা দৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসিগণ সেই বন্দনা দ্বারাই পূজা সমাধা করে। নিম্নে ধর্ম্মপূজার মন্ত্রাংশ প্রদত্ত হইল—

(১)

নিলি খিলি নিলি খিলি ভকতি করিয়ে,
পূজ শ্রীধর্ম্মনিরঞ্জন কালুরায়,
বল শ্রীধর্ম্মনিরঞ্জন কালুরায়।
কি ফুল তুলিলে গোঁসাই সেই ফুলে গাঁথি মালা,
ভকতি করিয়ে পূজ শ্রীধর্ম্ম নিরঞ্জন কালুরায়
বলো শ্রীধর্ম্ম নিরঞ্জন কালুরায় ॥

গম্ভীরার বন্দনা মধ্যে উলুক বা উলূক শব্দ বর্ত্তমান রহিয়াছে, উলূক দেবতার বাহন যথা—

"উলূক বলে গুরু সেই সে কারণ।"
"উলূক বাহনে ত্রিশ কোটি দেবতা।"

উলূক ধর্ম্মের বাহন এ কথা শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে লিখিত আছে যথা—

"এক দিন কর্ম্ম দক্ষ,　　　ধর্ম্মের বাহন পক্ষ,
বৃক্ষ ডালে বসিয়া উলূক ॥৪১" (ধর্ম্মমঙ্গল)

রাধানগর হইতে প্রাপ্ত বন্দনা মধ্যে ৮নং বন্দনাংশ সহিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। যথা

(৮)

পবনের পুত্র বীর হনুমান　　আনিয়া জোগাল পাথর চারিখান।
চাঁচিয়া ছিলিয়া গড়ান শ্রীকান্ত তাতে চালিল কাঁচ ঢাল।
শ্বেত চামরে ছাহিল চণ্ডীমণ্ডপের চারি কোণ ॥ (রাধানগরের বন্দনা)

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে—"গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাল।
মাঝে মাঝে শিখী পুচ্ছ শোভা করে ভাল॥
কলধৌত কলসে পতাকা দিল সেজে।
কাঁচ ঢালা কাঞ্চন বরণ করে মেজে॥
পাষাণে রচিত পীড়া দ্বার চিত্রময়।
দেখিতে মনির চান্দা চিত্ত বান্দা রয়॥"

উভয় বর্ণনার সাদৃশ্য আলোচনা করিলে যে মূল হইতে ধর্ম্মপূজা এবং শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের উদ্ভব সেই মূল হইতে গম্ভীরাপূজা এবং গম্ভীরাবন্দনার উদ্ভব বিবেচনা সম্ভব বলিয়াই অনুমান করা চলে। রাধানগর হইতে প্রাপ্ত বন্দনা মধ্যে ২৪ সংখ্যায় দেখিতে পাই—

"কাউসন দত্তের ব্যাটা নয়সন দত্ত।
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত॥"

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মপূজাপ্রচারক কর্ণসেন পুত্র লাউসেনকে দেখিতে পাই, বৌদ্ধ-তান্ত্রিকপ্রভাবে তাঁহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। আমি বিবেচনা করি 'কাউসন' 'কর্ণসেন' এবং 'নয়সন' লাউসেন অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কর্ণসেন বেনিয়া জাতি ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী রঞ্জাবতী 'বেণিয়াব ঝি' ছিলেন; রঞ্জাবতীর ভ্রাতা মহামদ দত্তবংশীয় ছিলেন। দত্তবংশীয়গণকেই শ্রীধর্ম্মপূজার প্রচারক দেখিতে পাই।

"উসৎপুরে সুখদত্ত বারুই নন্দন।
করিছে ধর্ম্মের পূজা মজাইয়া মন॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

যাহাইহউক এইপ্রকারে দত্ত পদবী প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। উক্ত লাউসেন রাজাই পৃথিবীতে ধর্ম্মপূজার প্রচলন করেন। গৌড়রাজ ধর্ম্মপাল তাঁহার 'মেশো' হইতেন, উক্ত ধর্ম্মপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক নাম বিরূপ ছিল। সম্ভবতঃ কালবিরূপ ত্রিপুরা ও কামরূপ দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন। লাউসেন রঙ্কিণীকালী এবং লোকেশ্বর শিবপ্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন এবং শিবপূজায় শৈবপ্রজাগণের মনস্তুষ্টিমানসে ধর্ম্মোৎসবের ন্যায় উৎসবেরও অনুষ্ঠান এবং 'মহেশ্বর ব্রত' প্রচারও করিয়া থাকিবেন।

রাধানগরে প্রাপ্ত বন্দনা মধ্যে 'আউলের ভক্ত' উল্লেখ আছে। ৫ সংখ্যক বন্দনায় যথা—

"উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ।
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ॥"

এবং ৯ সংখ্যক বন্দনায়—

"আমরা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীরাসুদ্ধ॥"

এই আউলের ভক্ত কাহারা, তাঁহারা গম্ভীরায় গম্ভীরদেব দর্শনে কেন আসিলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধানে দেখি ইহা 'আউলেচাঁদ' হইতে উদ্ভব একপ্রকার নবধর্ম্ম সম্প্রদায়। আউলে চাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"উলাগ্রামে মহাদেব নামে এক বারুই ছিল। সে ব্যক্তি ১৬১৬ শকে ফাল্গুনমাসের প্রথম শুক্রবার স্বকীয় পর্ণক্ষেত্রে একটি অজ্ঞাত-কুলশীল অষ্টমবর্ষীয় বালক প্রাপ্ত হয়। তাহাকে বারুই প্রতিপালন করিয়াছিল এবং তাহার নাম পূর্ণচন্দ্র রাখিয়াছিল। এই বালক ২৭ বৎসরাবধি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া রামশরণ পালকে উপদেশ দিয়া তাঁহাকে নিজ মতে আনিয়াছিলেন। আউলচাঁদের ২২ জন শিষ্য ছিল। লক্ষ্মীকান্ত, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস প্রভৃতি। আউলেচাঁদ ১৬৯১ শকে বোয়ালে গ্রামে পরলোক প্রাপ্ত হন। আউলেচাঁদ এক অভিনব ধর্ম্মপ্রচার করেন। তিনি কৌপীন ধারণপূর্ব্বক খেন্থা ও কান্থা গাত্রে দিয়া পর্য্যাটন করিতেন। বাঙ্গালাভাষায় লোকদিগকে উপদেশ দিতেন, হিন্দু মোসলমান সকলকেই সমান জ্ঞান করিতেন। তাঁহার জাত্যভিমান ছিল না। এ সম্প্রদায়ী লোক ঐ উদাসীনকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করেন। কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র ও আউলেচন্দ্র, তিনেই এক, একেই তিন বলিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন যে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে গিয়া তিরোহিত হইয়াছিলেন, তিনিই পুনরায় রূপান্তর ধারণপূর্ব্বক আউলে মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার বহু নাম— ফকির ঠাকুর, সাঁই গোসাই। মোসলমান ভক্তগণ সম্ভবতঃ আউলে নাম রাখিয়া থাকিবে, পারসীক ভাষায় আউলিয়া শব্দের অর্থ বুজুর্গ অর্থাৎ যাঁহার দৈব-শক্তি আছে। আউলেচাঁদ অনেক অত্যদ্ভুত অলৌকিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যান। কাষ্ঠপাদুকাগ্রহণে গঙ্গাপারের কথা প্রচলিত আছে। এ সম্প্রদায়ের বিজ্ঞলোকেরা কহেন, একমাত্র বিশ্বকর্ত্তাকে ভজনা করাই আমাদের ধর্ম্ম; এই সম্প্রদায় দেব-প্রতিমারও অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এ সম্প্রদায়ী গুরুদিগের নাম 'মহাশয়' এবং শিষ্যের নাম বরাতি। শিববন্দনায় "আসন শুদ্ধ করিলেন ধর্ম্মগুরু মহাশয়" দেখিতে পাই এবং আরও লিখিত আছে

'আমরা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীরাস্কন্ধ।'

এ ক্ষেত্রে 'বিষ্ণুবাই' অর্থ সুলভলভ্য নহে, সম্ভবতঃ বিষ্ণুদাস আউলেভক্তের সম্প্রদায়ভুক্তগণই গুরুর দোহাই দিয়া থাকিবেন এবং যে সম্প্রদায় এই বন্দনা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিষ্ণুদাস গুরুমহাশয় দলভুক্ত সম্প্রদায় হইলেও হইতে পারেন। আউলেসম্প্রদায় নিশীথ কালে আমোদাদিতে সমুদায় রজনী অতিবাহিত করেন ও ভয়ঙ্কর হুঙ্কার, দন্ত কিটিমিটি করিয়া ধর্ম্মভাব প্রচার করেন। যাহা হউক পাঠক! 'আউলের ভক্ত' বলিবার উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

আউলে সম্প্রদায়ের একটি গীত নিম্নে লিখিত হইল—

"ধন্য গুরুরে পাগল গোসাঞী
আহা মরি মরি গুণের লইয়া বালাই,
নাহি কিছু গুণের শেষ, চন্দন ছাড়ি আবেশ অঙ্গে মাখেন ছাই।
কি কব ধ্যানের কথা, নেঙ্গুটি আর ছেঁড়া কাঁথা,
গোলামে এলাম দাতা সবে বাদশাই।

চঞ্চল লোচনে চায়, কে বুঝিবে অভিপ্রায়,
কোথা থাকে কোথা যায় কোথা আছে নাই ॥"

যাহা হউক ছোট তামাসার দিবস সন্ধ্যাকালে বন্দনা-পাঠকালে ভক্তগণকে একপদে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা যায় এবং মনে মনে শিবনাম উচ্চারণ করিতে দেখা যায়।

"উর্দ্ধবাহু করি কেহ এক পায়ে রয়।
সংঘাত সহিত ডাকে ধর্ম্ম জয় জয় ॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

রাত্রিকালে বিবিধ নৃত্যগীতাদি ও মুখার নৃত্য হয়।

বড় তামাসা

এই দিন দিবসে যথাপ্রচলিত হরগৌরী পূজা হইয়া থাকে। দিবা দ্বিপ্রহরের পর ভক্তগণের শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। এই শোভাযাত্রা অতি মনোহর এবং কালীঘাটে নীল-পূজার দিবস গাজনে সন্ন্যাসিগণের শোভাযাত্রা যে প্রকার হয়, এদেশেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গম্ভীরায় ভক্তগণ—কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ—সকলকেই এই উৎসবে যোগ দিতে হয়। প্রত্যেক গম্ভীরা হইতে ঢাকসহ ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে বহির্গত হয়, ভূত প্রেত প্রেতিনী, বাজিকর ও বাজিকরস্ত্রী, কেহ বামাত, কেহ ডুবড়ীওয়ালা, কেহ সাঁওতাল প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা সে তদ্রূপ বেশ ভূষা করিয়া বহির্গত হয়। এক গম্ভীরা হইতে গম্ভীরান্তরে গমন করে। ভক্ত মধ্যে কেহ কেহ ত্রিশূলাকৃতি ক্ষুদ্রবাণ উভয় বক্ষ পার্শ্বে বিদ্ধ করিয়া ত্রিশূলাগ্রে তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া প্রজ্বলিত করে; অন্য এক ব্যক্তি তাহাতে ধূপচূর্ণ নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং ভক্তনৃত্য করিতে করিতে গমন করে। এই উৎসবে দিবাভাগ অতিবাহিত হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় 'হনুমান মুখার' এক প্রকার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন এক ব্যক্তি হনুমান-মুখা দ্বারা সজ্জিত হয় এবং কাঁচা কদলীপত্রের দ্বারা সুদীর্ঘ লেজ প্রস্তুত করিয়া অগ্রভাগে শুষ্ক কদলী পত্রাদি বন্ধন করিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং দুই ব্যক্তি এক খণ্ড বস্ত্র ধারণ করে, তৎপরে হনুমানের লেজে অগ্নি প্রদত্ত হয়, হনুমান হুঙ্কার শব্দে সেই বস্ত্র উল্লম্ফন পূর্ব্বক একবার এপার একবার ওপার হইয়া প্রস্থান করে; ইহাই লঙ্কাদগ্ধ ও সমুদ্রপারাভিনয় বলিয়াই বোধ হয়।

ফুল ভাঙ্গা

হনুমান পর্ব্বের পর বালা ভক্তগণ একত্রে 'শিবনাথ কি মহেশ' নাম ডাকিতে ডাকিতে ঢক্কা বাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে জলাশয় সমীপে গমন করে এবং কণ্টকী বৃক্ষের কোমল শাখাগ্র ভগ্ন করিয়া ও সিদ্ধি গাছের সহিত একটী তাড়া বাঁধিয়া উহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক স্নান করে, তৎপরে ঢক্কাবাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে গম্ভীরায় আগমন করিয়া 'নাম ডাকিয়া' প্রণামপূর্ব্বক উক্ত কণ্টকগুচ্ছ মন্দিরে রক্ষা করে এবং পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় 'শিব গড়া বন্দনা' করিয়া শেষে উক্ত কণ্টকের নিকটে আগমন করিলে, ব্রাহ্মণ শান্তি-জল তাহাদের উপর ছিটাইয়া দেন এবং শিবের আশীর্ব্বাদী পুষ্প উক্ত ফুল (কণ্টক গুচ্ছ)

উপরি প্রদান করিলে, ভক্তগণ আপন আপন 'ফুল' লইয়া বক্ষে ধারণ এবং উভয় হস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকে, নৃত্য করিতে করিতে ঢক্কাবাদ্যের সঙ্কেত অনুসারে মৃত্তিকা উপরি লুণ্ঠিত হইতে থাকে এবং তৎপরে প্রণাম করিয়া সেই ফুল শিবগম্ভীরা মধ্যে রক্ষা করে। ইহাকেই ফুলভাঙ্গা বলে। তৎপরে শিবদুর্গার আরত্রিকাদি সমাপনান্তে গম্ভীরামণ্ডপে আলোকমালা শোভিত হয়। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃত্য আরম্ভ হয়। ভূত, প্রেত, রাম, লক্ষ্মণ, শিবদুর্গা, বুড়াবুড়ী, ঘোড়ানাচা, চালিনাচা, কার্ত্তিকনাচা, পরিনাচা ইত্যাদি আরম্ভ হয়। নৃত্যকালে ঢক্কা ও কাঁশি বাদিত হয়, ঢক্কায় যখন বিদায়বাদ্য বাদিত হয়, তৎকালে নৃত্যকারকেরা নৃত্য হইতে বিরত হয় এবং অন্য গম্ভীরোদ্দেশে প্রস্থান করে। ধনিগণ বাদ্যকারকে কিঞ্চিৎ বক্‌সিস্ দিয়া থাকেন, কেহ কেহ নূতন বস্ত্রও প্রদান করেন।

ক্রমে ক্রমে বিবিধ শিব-নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা শিবের গীত হয়। দলে দলে ভক্তগণ এই সময়ে গম্ভীরা-মণ্ডপে আগমন করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দর্শকবৃন্দকে সুখী করে।

সারা বৎসর মধ্যে দেশে বা গ্রামে গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে যে ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা ন্যায়বিগর্হিত হইলে তাহার গীত রচিত ও গীত হয়। একাধিক গায়কগণ একত্র পৃথক্ পৃথক্, স্ত্রীপুরুষে সজ্জিত হইয়া গীত গাইয়া থাকে। শিবের বন্দনা, ঠুংরি, চারাড়ি ইত্যাদি গান হইয়া থাকে।

প্রভাত হইবার সময় এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে 'মশান নাচা' হইয়া থাকে। সুবৃহৎ আলুলায়িত কেশ, সিন্দুরলিপ্ত সমুদায় ললাটদেশ, কাঁচলী ও উন্নত কুচ, হস্তে শঙ্খপরিহিতা সালঙ্কারা বিকটবদনা বেশে সজ্জিত হইয়া, বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতে থাকে এবং অপর ব্যক্তিগণ ধুনাচিতে ধুনা প্রদান করিয়া সেই ধুম মশানের মুখের সম্মুখে ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করে। এই প্রকারের শান্তিক্রিয়া গম্ভীরা-মণ্ডপে কালী প্রভৃতির নৃত্যকালেও অনুষ্ঠিত হয়। যখন ঢাকি মাতন বাজায়, তখন মুখার নৃত্য ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, তৎকালে পূজক একটী মালা এবং ধূপের ধুম সম্মুখে প্রদান করিলে কালীমুখা প্রভৃতি মস্তক ঘুরাইয়া ধুম গ্রহণ করিয়া শান্ত হয়। মশান-কালী ধুলায় লুণ্ঠিত হয়। তৎপরে সকলে চারটা পর্য্যন্ত গম্ভীরা হইতে গম্ভীরান্তরে নৃত্যসমাপনান্তে একত্রে নদীতে স্নান করিয়া গৃহে গমন করে।

আহারা পূজা

বড় তামাসার পর দিবস, মশান নাচার পর হরপার্ব্বতীর পূজাদি এবং হোম ও ব্রাহ্মণ ও কুমারীভোজনাদি কার্য্য সমাধা হয়। এই দিবস একটী কাঁচা বাঁশ বা কঞ্চি গম্ভীরার এক পার্শ্বে প্রোথিত করিয়া তাহাতে কলার মোচা, আম্র প্রভৃতি বন্ধন করিয়া পূজা করিলে আহারা-পূজা সমাধা হয়। আহারা পূজার পর গম্ভীরার মধ্য দিয়া কেহ জুতা পায়ে দিয়া বা ছাতা মাথায় দিয়া গমন করিলে মণ্ডল দণ্ড বিধান করেন। অধুনা এ প্রথা আর দুই